রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর

রচনাসমগ্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুদ্ধাপরাধীদের
বিচার চাই!
আমারবই.কম

মাটি, মদ, মাংস, নারী, স্বপ্ন, সংগ্রাম ও সুন্দরের প্রতি তীব্রভাবে নিবিষ্ট এক শিল্পমগ্ন তারুণ্যের প্রতিনিধি সে। বাংলাদেশের কবিতার আপাদমাথা জুড়ে তার সরব উপস্থিতি, প্রেম ও সুন্দরের প্রতি তার আকণ্ঠ অনুরাগ, দ্রোহ ও সংগ্রামের প্রতি তার অভগ্ন বিশ্বাস এবং সর্বোপরি শিল্পের প্রতি বিশ্বস্ত নিবেদন তার কবিতাকে করে তুলেছে সত্তরের অন্যান্য কবি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মাত্র পঁয়ত্রিশ বছরের অদীর্ঘ জীবনে রুদ্রর ক্লান্তিহীন 'শিল্পযাত্রায় সে ছিলো অন্যতম সফল নাবিক। অকাল প্রয়াত এই তরুণ কবির গ্রন্থিত, অগ্রন্থিত ও অপ্রকাশিত রচনার পংক্তি ও স্তবকসমূহের এক দ্যুতিময় প্রতিভাস 'রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর রচনা সমগ্র'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুদ্ধাপরাধীদের
বিচার চাই!
আমারবই.কম

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর জন্ম ১৬ অক্টোবর, ১৯৫৬ বরিশাল রেডক্রস হাসপাতালে। শৈশব কেটেছে মিঠেখালি গ্রামে ও মোংলায়। ঢাকার ওয়েস্ট এন্ড হাইস্কুল থেকে ১৯৭৩ সালে এস, এস, সি, ১৯৭৫ সালে ঢাকা কলেজ থেকে এইচ, এস, সি, এবং ১৯৮০ ও ১৯৮৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় সম্মান ও এম, এ, পাশ করেন। স্কুল জীবন থেকেই লেখালেখি শুরু। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পত্র পত্রিকা, সাময়িকী ও লিটল ম্যাগাজিনে অসংখ্য লেখা প্রকাশিত হয়। এ পর্যন্ত প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ৭টি— উপদ্রুত উপকূল (১৯৭৯), ফিরে চাই স্বর্ণগ্রাম (১৯৮১), মানুষের মানচিত্র (১৯৮৪), ছোবল (১৯৮৬), গল্প (১৯৮৭), দিয়েছিলে সকল আকাশ (১৯৮৮) ও মৌলিক মুখোশ।

২৯ জানুয়ারী ১৯৮১ তে বিয়ে করেন। ১৯৮৮ সালে ৭ বছরের দাম্পত্য জীবনের অবসান ঘটে।

১৯৯১-র ২১ জুন এই দীপ্ত ও প্রতিভাবান তরুণ কবি অকালে মৃত্যুবরণ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর

রক্তসমিধ

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাই!

আমারবই.কম

প্রথম খণ্ড

সম্পাদনায়

অসীম সাহা

বিদ্যাপ্রকাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুদ্ধাপরাধীদের
বিচার চাই!
আমারবই.কম

অভিলাষী মন চন্দ্রে না পাক
জোস্নায় পাক সামান্য ঠাঁই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্ব-কথা

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ বাংলাদেশের কবিতায় একাধিকবার উচ্চারিত একটি নাম। তারুণ্য যদি জীবনের গতিময়তার প্রতীক হয়, আর কবিতা যদি হয় সেই প্রতীকের শিল্পিত প্রকাশ, তা হলে সেই ভূমিকায় রুদ্র'র পরিচয় রুদ্র নিজে। রুদ্র'র কবিতা যারা মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করেছেন কিংবা করবেন, তারা এটা লক্ষ্য করবেন, যে-কেন্দ্র থেকে ওর অভিযাত্রা শুরু, বহুপথ ঘুরে, বহু চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে, জীবনের স্বপ্ন ও সংগ্রাম, প্রেম ও বিরহ, বন্ধন ও বিচ্ছেদ সব কিছুর মধ্যেও কেন্দ্রাতিগ-সংলগ্নতা থেকে সে বিন্দুমাত্রও বিচ্যুত হয়নি। পথ চলতে বারবার হোচট খেয়ে, রক্তাক্ত হয়ে, অসুন্দরের প্রলোভনে সমর্পিত হয়েও, সে কখনো আত্মবিক্রিত ক্রীতদাসে পরিণত হয়নি।

রুদ্র'র কবিতার প্রধান প্রবণতা—দ্রোহ। বাংলা কবিতার এক অন্যতম ধারার প্রতিনিধি হিশেবে এর উত্তরাধিকার বহন করতে গিয়ে রুদ্র কখনো কখনো উচ্চকিত রূঢ় কণ্ঠের ধারক হওয়া সত্ত্বেও, কবিতার শৈল্পিক অঙ্গীকারকে সে অস্বীকার করেনি।

আমাদের দুর্ভাগ্য, যে-কাজ সমাজকর্মীর, যে-কাজ রাজনীতিকের, এ-দেশে সেই কাজটির সাহসী সূচনা সব সময়ই করতে হয়েছে কবিদের। স্বাধীনতোত্তর বাংলাদেশে এই দাবী অধিকতর তীব্র হওয়ায় কবিদের ওপর সে-গুরুভার অর্পিত হয়েছে, তার বোঝা কাঁধে নিতে যে-ক'জন কবি সামনের কাতারে নিজেদের এগিয়ে নিয়েছে, রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ তাদের মধ্যে অন্যতম। সে-কারণেই রুদ্র'র কবিতা অনেকক্ষেত্রেই হয়ে উঠেছে শুধুমাত্র কণ্ঠস্বর, শুধুমাত্র স্লোগান। রুদ্র নিজেও এ-ব্যাপারে সতর্ক ও সচেতন ছিলো। তাই ধীরে ধীরে সে নিজেকে সংযত ও সংযমী করে তোলার কাজে নিয়োজিত হয়েছিলো। কিন্তু পরিণতির আগেই অকালমৃত্যু এসে কেড়ে নিয়ে যাওয়াতে সেই কর্মোদ্যোগ সফল করা তার পক্ষে সম্ভব হলো না। আমরা বঞ্চিত হলাম সম্ভাবনাময় এক তরুণ কবির পরিণত প্রয়াসের শিল্পিত ফসলের আস্বাদ গ্রহণ করার সুযোগ থেকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ'র কবিতা রচনার সূচনা স্কুল জীবন থেকে শুরু হলেও মূলত পঁচাত্তর সালের পরেই তার সরব উপস্থিতি বাংলাদেশের কবিতার অঙ্গনকে উচ্চকিত করে তোলে। কবিকণ্ঠে কবিতাপাঠে যে-কজন কবি কবিতাকে শ্রোতৃ-প্রিয় করে তোলে, রুদ্র তাদের অন্যতম। রুদ্র'র অনেক কবিতাই এই শ্রোতাদের লক্ষ্য করে লেখা। তাই ওর কবিতার অনেকগুলোই মঞ্চসফল কবিতা। কবিতা হিশেবে এ-গুলোর কোনো শৈল্পিক মূল্য নেই। কিন্তু সময়ের প্রয়োজনে এ-সব কবিতার ভূমিকা, সন্দেহ নেই, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের রাজনীতিতে, যে-কজন কবির কবিতার পংক্তি বারবার উচ্চারিত হয়, রুদ্র'র কবিতার সংখ্যা তাদের মধ্যে সম্ভবত সবচাইতে বেশি। এর আর একটি কারণ রুদ্র'র রাজনীতি-সংলগ্নতা। পঁচাত্তরের পরের প্রায় সবকটি গণআন্দোলনে, স্বৈরাচার-বিরোধী সংগ্রামে রুদ্র ছিলো মিছিলের সর্বাগ্রে, তেমনি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও সে ছিলো পথিকৃতের ভূমিকায়। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট ও কবিতা পরিষদ গঠনের অন্যতম উদ্যোক্তা হিশেবে তার কর্মপ্রয়াস থেকেই তা অনুধাবন করা যায়। অন্যান্য অনেক কবি থেকে রুদ্র'র পার্থক্য এখানেই। অন্য অনেকেই যখন কবিতাকে এই সকল স্থূল সামাজিক, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে পৃথক করে দেখতে আগ্রহী, রুদ্র তখন কবিতার সঙ্গে জীবনের এই সকল অনিবার্য ঘটনাপ্রবাহকে গ্রন্থিত করার চেষ্টা করেছে। সে কখনো তাতে সফল হয়েছে, কখনো হয়নি। রুদ্র'র আত্মবিশ্বাস ছিলো প্রবল। সে কারণে সে কখনো পরাজিত হতে চায়নি। জীবন মানে সংগ্রাম, জীবন মানে দু'পা পিছিয়ে আবার চা'র পা এগিয়ে যাওয়া এই বিশ্বাসের জোরেই সে এগিয়ে যেতে পেরেছে বহুদূর-যদিও অনেকটা পথ অতিক্রম করা তার দুঃসাধ্য ছিলো। আর অকালমৃত্যু বাকি পথটা অতিক্রম করার সুযোগ থেকে তাকে চিরকালের জন্য বঞ্চিত করলো।

রুদ্র'র সবচাইতে বড়ো বৈশিষ্ট্য সম্ভবত এই যে, সে এ-দেশের আত্মাকে ভালোবেসেছিলো। একে শুধু দেশপ্রেম বলা যায় না, একে বলা যেতে পারে মাতৃপ্রেম। সে-জন্যেই মুক্তিযুদ্ধের সক্রিয় সদস্য না হওয়া সত্ত্বেও সে ছিলো মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বিশ্বস্ত কবিদের অন্যতম। 'আজও আমি বাতাসে লাশের গন্ধ পাই' কিংবা 'জাতির পতাকা আজ খামছে ধরেছে সেই পুরনো শকুন'— এই দুই বিখ্যাত পংক্তির মধ্যে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তির প্রতি তার যে-ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, তাতে রুদ্র বাংলাদেশের এক ব্যাপক জনগোষ্ঠির প্রিয়পাত্র হয়ে উঠতে পেরেছে। বস্তুত মুক্তিযুদ্ধ, গণআন্দোলন, ধর্মনিরপেক্ষতা, অসাম্প্রদায়িকতা, স্বৈরতন্ত্র ও ধর্মের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধ্বজাধারীদের বিরুদ্ধে রুদ্র'র কণ্ঠ ছিলো উচ্চকিত। এই উচ্চকিত কণ্ঠের কবিতাসমূহের অধিকাংশই সফল কবিতা হয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু এ-গুলো সময়ের দাবী মিটিয়েছে, সমাজের দাবী মিটিয়েছে। এ-সব ক্ষেত্রে কবির আত্মনিমগ্নতা ছিলো না। রুদ্র তাচায়ওনি। আস্তে আস্তে রুদ্র নিজেকে আত্মমগ্নতায় সমর্পণ করতে শুরু করে। বিশেষত সাংসারিক জীবনের অবসানের মধ্য দিয়ে তার চেতনায় যে-নতুন আবর্তের সৃষ্টি হয়, তা তাকে কবিতার নতুন দিগন্তে পরিভ্রমণের সুযোগ করে দেয়। শুধু বিষয়বস্তুতে নয়, কবিতার আঙ্গিকে, প্রকরণে, ছন্দনির্মাণে, শব্দপ্রয়োগে সে নতুন অভিযাত্রায় শরিক হয়। এই অভিযাত্রায় সে কি সম্পূর্ণরূপে তার যাত্রাবিন্দু থেকে সরে আসে? তা নয়। বরং সে এই নতুন নিবেদনের পাশাপাশি তার প্রিয় বিষয়সমূহকেও তার কবিতায় স্থান করে দেয়। এ-ক্ষেত্রে রুদ্র হয়ে ওঠে পরিশীলিত, শুদ্ধতাসন্ধানী, শিল্পের অঙ্গীকারে নিবেদিত। সে-কারণেই পূর্ববর্তী কাব্যসমূহের জনপ্রিয় পংক্তি পাওয়া না গেলেও এ-সকল কবিতায় একজন শুদ্ধতা-তৎপর কবির প্রয়াস দুর্লক্ষ্য হয় না। রুদ্র'র কবিতাকে বিবেচনা করতে হবে এই প্রয়াসের আলোকে।

বাংলা কবিতার বিচারে, এমনকি বাংলাদেশের কবিতার বিচারে রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ'র অবস্থান কোথায়, তা বিচার করবে সময়। কিন্তু একজন তারুণ্যদীপ্ত কবির সার্বক্ষণিক কাব্যপিপাসার অকৃত্রিমতাকে মোহমুক্তভাবে বিচার করলেও আমরা যে-কবিকে পাবো, তার একটি সঠিক মূল্যায়ন হওয়া দরকার, এটা জোরের সঙ্গেই বলা যায়।

'রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর রচনা সমগ্র' প্রকাশ সেই মূল্যায়নের কোনো প্রয়াস নয়। বরং ভবিষ্যতে যারা সেই কাজটি করবে, তাদেরকে সহযোগিতা করার একটি উদ্যোগ।

রুদ্র বেঁচে থাকতে তার ৭টি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিলো। এ-ছাড়াও আরো অজস্র লেখা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। রুদ্র বেঁচে থাকতেই চেয়েছিলো তার 'রচনা সমগ্র' প্রকাশ করতে। সে-জন্যে সে তার প্রকাশিত, অপ্রকাশিত, গ্রন্থিত ও অগ্রন্থিত কবিতার পাণ্ডুলিপি তৈরি করছিলো সযত্নে। সকল কবিতাই হয়তো তার পক্ষে পাণ্ডুলিপিভুক্ত করা সম্ভব হয়নি, আমাদের পক্ষেও তার সকল রচনা গ্রন্থিত করা সম্ভব হলো, এমন দাবীও করা সম্ভব নয়। তবুও আমাদের পক্ষে যতোটা সম্ভব হয়েছে, চেষ্টা করেছি, 'রচনা সমগ্র'-র মধ্যে সে-গুলো অন্তর্ভুক্ত করতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুদ্র'র রচনার সংখ্যা নেহায়েত কম নয়। স্বল্পায়ু জীবনে সে ছিলো তরুণদের মধ্যে সবচাইতে সক্রিয়। কবিতা রচনা ছাড়াও সে কয়েকটি গল্প রচনা করেছিলো, এ-সংকলনে সে-গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে সে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ ও তার পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে 'বিষবিরিক্ষের বীজ' নামে একটি কাব্যনাট্য রচনা করে, সেটি ছাড়াও তার অপ্রকাশিত অধিকাংশ কবিতাই গ্রন্থধৃত হয়েছে। এর মধ্যে রুদ্র'র লেখালেখির শুরুর প্রথম দিকের কিছু রচনা এখানে সংযোজিত হয়েছে। এ-সব রচনা অনেকটাই কাঁচা, অল্পবয়সের উন্মাদনায় রচিত। তবু কবিকে বোঝার জন্যে, কবিজীবনকে উপলব্ধির জন্যে এ-সব কবিতা পাঠকের কাছে নিবেদন করবার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না। এ-গুলোও গ্রন্থভুক্ত হয়েছে।

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ কবিতার ভাষা নিয়ে, শব্দের বানান নিয়ে পূর্বাপরই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে। তার এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে শিল্প-সাহিত্যের অঙ্গনে বেশ তোলপাড়ও হয়েছে। বাংলা ভাষায় মূর্ধন্য 'ণ' ধ্বনির উচ্চারণ নেই, এ-যুক্তিতে রুদ্র তার কবিতায় 'ণ' ধ্বনি কখনো ব্যবহার করেনি। এ-রকম আরো কিছু কিছু ক্ষেত্রে সে তার নিজস্ব বানান-পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলো। তার এই পদ্ধতিটি যুক্তিসঙ্গত কিনা সে-নিয়ে নানা প্রশ্ন থাকলেও আমরা রচনা সমগ্রের প্রায় পুরোটাতে তার অনুসৃত বানানই রক্ষা করার চেষ্টা করেছি। সে তার মূল পাণ্ডুলিপিতে যে-ভাবে বানান লিখেছে, আমরা ঠিক সে-ভাবেই বানান রক্ষার চেষ্টা করেছি। শুধুমাত্র তার প্রথম দিকের রচনা, যে-গুলো ১৯৭৩, ১৯৭৪ সালের দিকে রচিত, সেখানে আমরা তার পরিণত বয়সের বানান-পদ্ধতি অনুযায়ী বানান সংরক্ষণ করার চেষ্টা করেছি। কারণ এই সময়ের কবিতাতে বানানে সে কোনো পদ্ধতি রক্ষা করতে পারেনি, অজস্র ভুলে কণ্টকিত রয়েছে লেখাগুলো। সেটা খুব অস্বাভাবিকও নয়। সে-ক্ষেত্রে আমরা যতোটা যম্ভব ওর পরবর্তী বানান অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি। 'রচনাসমগ্র'-র পাণ্ডুলিপি তৈরি করার সময় তার গ্রন্থধৃত কবিতা থেকেও রুদ্র কখনো কখনো কিছু কিছু কবিতা বাদ দিয়েছে, সে-গুলোকে আমরা গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত না করে 'সংযোজন' অংশে উদ্ধৃত করেছি।

আমাদের ইচ্ছে ছিলো রুদ্র'র 'রচনা সমগ্র'কে সম্পূর্ণ করে তোলার। অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে এই কাজটি সম্পন্ন করতে হয়েছে বলে, বাস্তবে তা সম্ভব হলো না। সুযোগ হলে পরবর্তী সংস্করণে একে সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করবো। আগেই বলেছি রুদ্র'র রচনার সংখ্যা অনেক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা তার সম্পূর্ণ রচনাকে একটি খণ্ডে ধারণ করতে চেয়েছিলাম। কলেবরের কারণে একে দুই খণ্ডে সম্পন্ন করতে হলো।

আমরা জানি, রুদ্র'র পাঠক-প্রিয়তা হিংসা করার মতো। সমস্ত অপূর্ণতা সত্ত্বেও তার এই 'রচনা সমগ্র' সেই পাঠক-প্রিয়তা লাভে সক্ষম হবে বলে আমাদের ধারণা।

এই গ্রন্থ প্রকাশে অনেকের সহযোগিতাই পেয়েছি। রুদ্র'র পরিবার, তার বন্ধুবান্ধব আমাকে মানসিকভাবে উৎসাহ জুগিয়েছেন, অনুপ্রাণিত করেছেন। সে-কারণেই আমি এ-ধরনের একটি কাজে হাত দিতে সাহসী হয়েছি। এ-কাজ সম্পন্ন করার দায়িত্ব প্রদান করা উচিত ছিলো একজন যথার্থ সম্পাদকের ওপর। সময়ের অভাবে আমার ওপরে সে-দায়িত্ব এসে পড়েছে। আমি সম্পাদনা কতোটুকু করতে পেরেছি জানি না, তবে রুদ্র'র সমগ্র রচনাকে দুই মলাটের মাঝখানে ধারণ করার চেষ্টায় কোনো ত্রুটি রাখিনি।

এ-কাজে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছে অনেকেই। এ-সংকলন প্রকাশনার ক্ষেত্রে তসলিমা নাসরিন, প্রুফ সংশোধনের ক্ষেত্রে রেজাউল আহসান রাজু, সীমা রায় ও রহিমা আক্তার কল্পনা আমাকে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন, তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আর যারা পরামর্শ দিয়ে, সাহস জুগিয়ে আমাকে এ-কাজে ব্রতী করেছেন, তাদের সকলের প্রতি জানাই কৃতজ্ঞতা। পরিশেষে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই, 'বিদ্যাপ্রকাশ'-এর স্বত্বাধিকারী মজিবর রহমান খোকাকে, যিনি এতো বৃহৎ কলেবরের একটি গ্রন্থ প্রকাশের ঝুঁকি নিয়ে রুদ্র'র প্রতি তার ভালোবাসার স্বাক্ষর রেখেছেন এবং রুদ্র'র অজস্র অনুরাগীকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। রুদ্র'র 'রচনা সমগ্র' পাঠকের সমাদর পাবে, এ-বিশ্বাস আমাদের আছে। আর সেটা হলেই আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

অসীম সাহা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিমানের খেয়া ১৭
আজীবন জন্মের ঘ্রাণে ১৮
বাতাসে লাশের গন্ধ ১৯
আধখানা বেলা ২০
মুখরিত মর্মমূল ২১
বিমানবালা ২২
নষ্ট অন্ধকারে ২৩
স্মৃতি কষ্টন ২৩
ইচ্ছের দরোজায় ২৪
শব্দ-শ্রমিক ২৫
এ কেমন ভ্রান্তি আমার ২৬
মাংশভুক পাখি ২৭
আমি সেই অভিমান ২৯
বিশ্বাসে বিষের বকুল ২৯
অমলিন পরিচয় ৩০
শ্যামল পালক ৩১
মাতালের মধ্যরাত্রি ৩২
প্রিয় দংশন বিষ ৩৩
বাঁকা ব্যবধান ৩৩
অপর বেলায় ৩৪
মনে পড়ে সুদূরের মাস্তুল ৩৫
প্রজ্বলন্ত লোকালয় ৩৬
পাঁজরে পুষ্পের ঘ্রান ৩৭
পথের পৃথিবী ৩৭
স্বজনের শুভ্র হাড় ৩৮
পরাজিত নই পলাতক নই ৪০
কার্পাশ মেঘের ছায়া ৪০
পশ্চাতে হলুদ বাড়ি পঞ্চাশ লালবাগ ৪১
নিবেদিত বকুল-বেদনা ৪২
নিরাপদ দেশলাই ৪৩
অপরূপ ধংশ ৪৪
৪৪ সভ্যতার সরঞ্জাম
৪৫ অবরোধ চারিদিকে
৪৬ প্রথম পথিক
৪৭ ফসলের কাঞ্চন
৪৭ বিপরীত বাসনারা
৪৮ প্রত্যাশার প্রতিশ্রুতি
৪৯ জানালায় জেগে আছি
৫০ অশোভন তনু
৫১ গোপন ইঁদুর
৫২ বিষবৃক্ষ ভালোবাসা
৫২ ধাবমান ট্রেনের গল্প
৫৪ বিশ্বাসী বৃক্ষের ছায়া
৫৪ অনিদ্রার শোকচিহ্ন
৫৫ ফাঁসির মঞ্চ থেকে
৫৬ হে আমার বিষণ্ণ সুন্দর
৫৭ নক্ষত্রের ধুলো
৫৮ কৃষ্ণপক্ষে ফেরা
৫৯ দুর্বিনীত জলের সাহস
৫৯ অবেলায় শংখধ্বনি
৬০ পৃথিবীর প্রৌঢ় স্তন
৬১ ক্লান্ত ইতিহাস
৬২ বিশ্বাসের হাতিয়ার
৬৩ নিশব্দ থামাও
৬৪ বেলা যায় বোধিদ্রুমে
৬৬ হাড়েরও ঘরখানি
৭০ পৌরানিক চাষা
৭১ কাচের গেলাশে উপচানো মদ
৭৩ হারাই হরিনপুর
৭৪ অকর্ষিত হিয়া
৭৫ পরিচয়
৭৬ ও মন, আমি আর পারি না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজোড়া অন্ধ আঁখি ৭৭
পরাজিত প্রেম ৭৮
দুটি চোখ মনে আছে ৭৯
ও পরবাসীয়া ৮০
বৃষ্টির জন্যে প্রার্থনা ৮১
নিখিলের অনন্ত অঙ্গন ৮২
মনে করো তাম্রলিপ্তি ৮৪
পক্ষপাত ৮৫
পুড়িয়ে দেবো নীল কারুকাজ ৮৬
মুখোমুখি দাড়াবার দিন ৮৭
হাউসের তালা ৮৮
গহিন গাঙের জলে ৮৯
চাষারা ঘুমায়ে আছে ৯১
তামাটে রাখাল ৯২
খামার ৯২
বৈশাখি ছেনাল রোদ ৯৩
সাত পুরুষের ভাঙা নৌকো ৯৪
রাস্তার কবিতা ৯৫
স্বপ্ন-জাগানিয়া ৯৮
হারানো আঙুল ৯৯
মানুষের মানচিত্র ১০১
পাখিদের গল্প ১২৭
সকালের গল্প ১২৮
শাড়ি কাপড়ের গল্প ১৩০
নারী ও নদীর গল্প ১৩১
কবিতার গল্প ১৩৩
মিছিল ও নারীর গল্প ১৩৫
চিঠিপত্রের গল্প ১৩৬
দাম্পত্যকলহের গল্প ১৩৭
দ্বিধার গল্প ১৩৯
গাছ গাছালির গল্প ১৪০
নিসঙ্গতার গল্প ১৪১
অনুতপ্ত অন্ধকার ১ ১৪৩
অনুতপ্ত অন্ধকার ২ ১৪৩
অনুতপ্ত অন্ধকার ৩ ১৪৪
অনুতপ্ত অন্ধকার ৪ ১৪৫
অনুতপ্ত অন্ধকার ৫ ১৪৫
অনুতপ্ত অন্ধকার ৬ ১৪৬
ভেঙে যাই দ্বিখন্ডিত ১৪৭
অপরাহ্নের অসুখ ১৪৭
আছে ১৪৮
ছিন্ন ভিন্ন ভালোবাসা ১৪৯
সীমাবদ্ধ ভাঙচুর ১৫০
এখানেও সাধ ১৫০
জীবন যাপন ১ ১৫১
জীবন যাপন ২ ১৫২
জীবন যাপন ৩ ১৫৩
জীবন যাপন ৪ ১৫৪
জীবন যাপন ৫ ১৫৪
জীবন যাপন ৬ ১৫৫
ইশতেহার ১৫৮
ছিনতাই ১৬৪
দ্বিধাগ্রস্ত দাঁড়িয়ে আছি ১৬৫
কুশল সংবাদ ১৬৬
প্রতিবাদ পত্র: ১৪ই ফেব্রুয়ারী ৮৩ ১৬৭
লাশগুলো আবার দাঁড়াক ১৬৮
মুখোমুখি ১৬৯
পাকস্থলি ১৭১
কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প ১৭২
পোস্ট মর্টেম ১৭৩
সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি ১৭৪
চরিত্র বদল ১৭৭
ঘোষনা: ১৯৮৪ ১৭৭
এই রক্ত আগুন জ্বালাবে ১৭৯
কালো কাঁচ গাড়ি ১৮০
আল্লাহতালার হাত ১৮০
নৈশভোজ '৮৩ ১৮১
নপুংশক কবিদের প্রতি ১৮২
ইটের নিসর্গ ১৮৩
মিছিল ১৮৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অস্ত্র চাই ১৮৭
পটভূমি ১৮৯
শিকল সামাজিক ১৮৯
পথ ১৯০
এই জল এই দুঃসময় ১৯২
অন্তর্গত যাত্রা ১৯৩
পৃথক প্রবেশ ১৯৪
দূষিত দুপুর ১৯৪
একজন উদাসীন ১৯৫
যুগল কুকুর ১৯৬
চাঁদে পাওয়া ১৯৭
আত্মরক্ষা ১৯৭
দুঃস্বপ্নের দালান কোঠা ১৯৯
বার বার আপনার চোখ ২০০
আকাশ বদল ২০০
বেহুলার সাম্পান ২০১
মরীচিকা বোধ ২০২
সেই এক রোদের রাখাল ২০৩
২০৪ বৈশাখের নাগর দোলায়
২০৪ স্বাস্থ্য সম্মত প্রত্যাখান
২০৫ শ্মশান
২০৫ উল্টো ঘুড়ি
২০৬ কানামাছি ভোঁ ভোঁ
২০৭ উড়িয়ে দাও দুপুর তোমার
২০৮ ফিরে এসো নিশ্চয়তা
২০৯ দূরে আছো দূরে
২০৯ একাকি সেফটিপিন
২১০ শোধবোধ
২১১ পরানে চাই দখিন হাওয়া
২১২ হে নদী দূরের মেঘ
২১৩ ঘুমন্ত ঘুঙুর আমি বেজে উঠি
২১৪ মগ্নচিতা
২১৪ দৃশ্যকাব্য ১
২১৫ দৃশ্যকাব্য ২
২১৬ দৃশ্যকাব্য ৩
২১৭ ভেসে যাও অনন্ত অবধি

ফাঁদে অন্ধকারে ২১৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিমানের খেয়া

এতোদিন কিছু একা থেকে শুধু খেলেছি একাই,
পরাজিত প্রেম তনুর তিমিরে হেনেছে আঘাত
পারিজাতহীন কঠিন পাথরে।

প্রাপ্য পাইনি করাল দুপুরে,
নির্মম ক্লেদে মাথা রেখে রাত কেটেছে প্রহর বেলা—
এই খেলা আর কতোকাল আর কতোটা জীবন!
কিছুটাতো চাই—হোক ভুল, হোক মিথ্যে প্রবোধ,
অভিলাষী মন চন্দ্রে না-পাক জোস্নায় পাক সামান্য ঠাঁই,
কিছুটাতো চাই, কিছুটাতো চাই।

আরো কিছুদিন, আরো কিছুদিন—আর কতোদিন?
ভাষাহীন তরু বিশ্বাসী ছায়া কতোটা বিলাবে?
কতো আর এই রক্ত তিলকে তপ্ত প্রনাম!
জীবনের কাছে জন্ম কি তবে প্রতারনাময়?

এতো ক্ষয়, এতো ভুল জমে ওঠে বুকের বুনন,
এই আঁখি জানে, পাখিরাও জানে কতোটা ক্ষরন
কতোটা দ্বিধায় সন্ত্রাসে ফুল ফোটে না শাখায়।

তুমি জানো নাই—আমিতো জানি,
কতোটা গ্লানিতে এতো কথা নিয়ে, এতো গান, এতো হাসি নিয়ে বুকে
নিশ্চুপ হয়ে থাকি

বেদনার পায়ে চুমু খেয়ে বলি এইতো জীবন,
এইতো মাধুরী, এইতো অধর ছুঁয়েছে সুখের সুতনু সুনীল রাত।

তুমি জানো নাই—আমি তো জানি।
মাটি খুঁড়ে কারা শস্য তুলেছে,
মাংশের ঘরে আগুন পুষেছে,
যারা কোনোদিন আকাশ চায়নি নীলিমা চেয়েছে শুধু,
করতলে তারা ধ'রে আছে আজ বিশ্বাসী হাতিয়ার।

পরাজয় এসে কণ্ঠ ছুঁয়েছে লেলিহান শিখা,
চিতার চাবুক মর্মে হেনেছো মোহন ঘাতক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবুতো পাওয়ার প্রত্যাশা নিয়ে মুখর হৃদয়,
পুষ্পের প্রতি প্রসারিত এই তীব্র শোভন বাহু।

বৈশাখি মেঘ ঢেকেছে আকাশ,
পালকের পাখি নীড়ে ফিরে যায়—
ভাষাহীন এই নির্বাক চোখ আর কতোদিন?
নীল অভিমানে পুড়ে একা আর কতোটা জীবন?
কতোটা জীবন!!

৩১.০৫.৭৬ কাঁঠালবাগান ঢাকা

আজীবন জন্মের ঘ্রাণে

পোড়া তুষের গন্ধে একদিন জননীর দেহ
তোলপাড় কোরে ওঠা এতোটুকু ভ্রূন— এতোটুকু বীজ,
আকাংখার অবয়ব নিয়ে রক্তেচ্ছ্বাসে বেরিয়ে এসেছিলাম . . .

তখন আকাশে শেষ জিজ্ঞাসার মতো বাঁকা চাঁদ
হয়তো ছিলো—হয়তো ছিলো না। পাশের মাঠ থেকে
কালো সব বাতাসের অলস শরীর কেঁপে কেঁপে
শীতের অসুখে ম্লান রোগীদের মতো এসেছিলো,
আঙিনার চারপাশে হয়তো তখনো কুয়াশারা
প্রেম এনে দিতেছিলো রাত জাগা মানুষের মনে।

মা-কেই ঈশ্বর ভেবে হয়তো দারুন প্রতিজ্ঞায়
অবুঝ হাত-পা ছুঁড়ে তীব্র প্রতিশোধ জ্বেলে আমি
তছনছ কোরে ফেলেছিলাম ডেটল—শাদাতুলো
অথবা ধাত্রির শুভ্র ধবলিমা বসন।

মনে নেই—হয়তোবা আমি তার বুকের গম্বুজে
প্রেমিকার ঠোঁট ভেবে প্রথম চুম্বন এঁকেছিলাম।
মনে নেই, মনে নেই—পৃথিবীর জল—ধুলোবালি,
কালোরাত, জননীর রক্তমাখা এটুকু দেহকে
কারা সব কতোটুকু বিস্ময়ে পাহারা দিয়েছিলো!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্মের গন্ধের কথা মনে হলে শরীরে তাকাই,
আজো এক ঘ্রান আছে—আজো এক অক্ষম বিক্ষোভ
শোনিতের অভ্যন্তরে, জন্মের প্রথম চিৎকারের মতো
অক্ষম হাত-পা ছুঁড়ে আজো সে তছনছ করে শুধু নিজের বাসনাগুলো,
ডেটলের শিশি—শাদাতুলো—পৃথিবীর রক্তমাখা করুন কাপড়।।

০৭.০৭.৭৬ মিঠেখালি মোংলা

বাতাসে লাশের গন্ধ

আজো আমি বাতাসে লাশের গন্ধ পাই,
আজো আমি মাটিতে মৃত্যুর নগ্ননৃত্য দেখি,
ধর্ষিতার কাতর চিৎকার শুনি আজো আমি তন্দ্রার ভেতরে—
এ-দেশ কি ভুলে গেছে সেই দুঃস্বপ্নের রাত, সেই রক্তাক্ত সময়?

বাতাসে লাশের গন্ধ ভাসে,
মাটিতে লেগে আছে রক্তের দাগ।
এই রক্তমাখা মাটির ললাট ছুঁয়ে একদিন যারা বুক বেঁধেছিলো,
জীর্ন জীবনের পুঁজে তারা খুঁজে নেয় নিষিদ্ধ আঁধার।
আজ তারা আলোহীন খাঁচায় ভালোবেসে জেগে থাকে রাত্রির গুহায়।

এ-যেন নষ্ট জন্মের লজ্জায় আড়ষ্ট কুমারী জননী,
স্বাধীনতা—একি তবে নষ্ট জন্ম?
এ-কি তবে পিতাহীন জননীর লজ্জার ফসল?

জাতির পতাকা আজ খামচে ধরেছে সেই পুরোনো শকুন।

বাতাসে লাশের গন্ধ—
নিয়ন আলোয় তবু নর্তকীর দেহে দোলে মাংশের তুফান।
মাটিতে রক্তের দাগ—
চালের গুদামে তবু জমা হয় অনাহারী মানুষের হাড়।

এ-চোখে ঘুম আসে না। সারারাত আমার ঘুম আসে না—
তন্দ্রার ভেতরে আমি শুনি ধর্ষিতার করুন চিৎকার,
নদীতে পানার মতো ভেসে থাকা মানুষের পচা লাশ,
মুণ্ডহীন বালিকার কুকুরে খাওয়া বীভৎস শরীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেসে ওঠে চোখের ভেতরে—আমি ঘুমুতে পারি না, আমি
ঘুমুতে পারি না . . .

রক্তের কাফনে মোড়া—কুকুরে খেয়েছে যারে, শকুনে খেয়েছে যারে,
সে আমার ভাই, সে আমার মা, সে আমার প্রিয়তম পিতা।
স্বাধীনতা—সে-আমার স্বজন হারিয়ে পাওয়া একমাত্র স্বজন,
স্বাধীনতা—সে-আমার প্রিয় মানুষের রক্তে কেনা অমূল্য ফসল।

ধর্ষিতা বোনের শাড়ি ওই আমার রক্তাক্ত জাতির পতাকা

০৩.১২.৭৭ সিদ্ধেশ্বরী ঢাকা।

আধখানা বেলা

হরিতকি—হেমলক, বারুদের পিপাসা,
কারে তুমি বেছে নিলে হৃদয়ের নিবিড়ে?
হে পথিক, কারে তুমি বেছে নিলে পাথেয়,
নির্মান, নচিকেতা, বিনাশ, না, স্বাস্থ্য?

সারারাত কাঠ কাটে ঘুনপোকা গোপনে,
সারারাত ধ'রে তরু বোনে কিছু ফুলকে,
বোনে কিছু সকালের কুসুমের তনিমা—
হে পথিক, কারে তুমি বেছে নিলে পাথেয়!

আধখানা বেলা আছে, আর বাকি কুয়াশা . . .

তাঁতকল কেঁদে ওঠে ক্লান্তির আঘাতে,
রাজপথ বুকে নিয়ে জেগে থাকে একাকি
বান্ধবহীন এক ইস্পাত শহর—
হে পথিক, জানো তুমি? জেনেছো কি কখনো?
ওই কারা সারারাত শিশিরের মতোন
নিশব্দে চোখ থেকে খুলে রাখে কান্না!

আধখানা বেলা আছে সূর্যে,
হে পথিক আর সব কুয়াশা—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সব শেষে কারে তুমি বেছে নিলে পাথেয়
হেমলক, হরিতকি, মানুষ, না, মনসা?

১০.০১.৭৭ মিঠেখালি মোংলা

মুখরিত মর্মমূল

এ কোন কথা চিৎকার কোরে ওঠে বুকের ভেতরে,
চোখের ভেতরে খুলে দিয়ে চোখ অতন্দ্রা আসে!
এ কোন কথার আগুনে পুড়ে কেটে যায় বেলা!
রক্তে জলে ওঠে ধবল কনিকারাশি। কি কথা পোড়ায়

মেধা ও মাধবী আমি তাকে বলতে জানি না।

প্রিয় মুখ, প্রিয় চোখের চন্দ্রকলায় মেঘের কালিমা মেখে
প্রিয় পরিচিত পথ ভুলে নেমে যায় ভিন্ন ভূগোলে,
ঠোঁটের বন্ধনে ভুল ফসলের সঞ্চয় নিয়ে ফিরে যায় পাখি,
কি এক কথার কান্না তখন কেঁদে ওঠে বুকের বিজনে—
আমি তাকে বলতে বুঝি না।

যে-কথা চিৎকার করে, বুকের সভ্যতায় ভাঙে শিল্পের কারুকাজ,
আমি তাকে বলতে জানি না, বলতে বুঝি না—
শুধু চিতার তরঙ্গে জ্বলে যাই দ্বিধাহত মর্মমূল।

দ্বিমুখি সত্যের নিকটে খণ্ডিত তরুন তাপস,
আর কতো মৃত্যু মথিত হবো, মর্মস্থলে পোড়াবো নিজেকে!
আপন কথার কাছে আপনার না-বোঝা গ্লানির ক্লান্তিতে
কতো আর নিরুক্ত নিশ্বাস বুকের ভেতরে রেখে বাড়াবো দীর্ঘশ্বাস!

প্রিয়মুখ—প্রিয় পাখি—প্রিয় পাওয়া ফিরে যাবে
ভেজাচোখ করুন কাতর!!

১৮.০৩.৭৬ মিঠেখালি মোংলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিমানবালা

ককপিটে রোদের নাগরদোলা দুলছে বিরামবিহীন,
প্রপেলারে মত্ত বিংশ শতক—যেন রকেন রোলে দোলে
প্রিস্‌লির স্বর।

উইণ্ডোস্ক্রীনে মুখ রেখে চেয়ে থাকা বিদায়ের বিষণ্ণ মুখ—

এইবার উড়ে যাও, যাও পাখি পরবাসে যাও . . .

ওইখানে কেউ থাকে? মাখে তুষারের শিহরন বুকে ও মুখে?
ক্রিসেনথিমাম হাতে কেউ এসে দাঁড়াবে কি সুহাস,
উন্নত বাহুতে সম্ভাষন, নড়বে আঙুল তার সোনালীমা নোখ?

হয়তোবা ভ্রূর নিচে তার অনিদ্রা-হলুদ চোখে
আঁকাবাঁকা সাপের মতো শুয়ে থাকা নদী—পদ্মা, নীল, হোয়াংহো।
তোমার চোখেও কি নদী নয় ভীষন জমাট জল, ক্ষরিত দীর্ঘশ্বাস?

বিশ্রামের রাতে নিসঙ্গ ক্লান্তিতে রানওয়ে যেমন
আঁধারের আলিঙ্গনে কাঁপে থরো থরো হিমেল ব্যথায়,
তেমি তোমারো চোখের খুব গভীরে এক বর্নহীন দাহ—
হৃদয়ের ক্ষতের মতো তুমি তাকে গোপনে লুকিয়ে রেখে
মুখে শুধু এঁকেছো এক সুরের অচেনা হাসি।

গন্ধহীন, স্পর্শহীন শাদারাত পোড়ায় স্বদেশে,
বুকের ভেতরে জানি গর্জে ওঠে একলাখ ক্ষুধিত এঞ্জিন
একলাখ মত্ত প্রপেলার ঘোরে ওই মাথার ভেতরে।

তবু পৃথিবীতে রাত নামে নিবিড় তুষারের মতো,
তুমি শুধু উড়ে চলো ক্লান্তিহীন, তন্দ্রাহীন
অন্য এক সকালের দিকে।

২৩.০২.৭৬ লালমাটিয়া ঢাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নষ্ট অন্ধকারে

শোনিতে বিক্ষোভ নিয়ে তোমার নিকটে যাই,
লালিত হত্যার হাত বুকের ভেতরে কাঁপে উষ্ণতায়।
যদি নতজানু হোই, যদি দ্বিধায় থমকে যেতে থাকি,
যদি ফুলের মমতা এসে মুগ্ধতা বাড়ায়—এই বুকে
করাঘাত কোরো, আমি ঠিকই ফিরে যাবো, ঠিকই চিনে নেবো পথ।

শংখ শরীরের সুখে একদিন কিছু ভুল ভালোবেসে,
রুগ্ন তরুদের মতো আমিও স্খলন হয়ে
পচা আঙুরের নীল অন্ধকারে সারারাত,
আমিও সারারাত মৃত মানুষের শীতে
শীতার্ত্ত হয়েছিলাম—

বহুদূরে—একখানা হাত,
একখানা আঙুলের হাত প্রত্যাশার মতো
জেগে থেকে একা শুধু শুনিয়েছে গাঢ় স্বরে :
এই মাঠে, এই বুকে ফসল ফলাবে দেখো মোক্তুল কিষান,
তাদের আশ্বাস পেয়ে অবশেষে কেটে গেছে কুয়াশার দিন।

মাটি জানে, বৃক্ষ জানে, আমি ভুল ভালোবেসে
অন্ধকারে নষ্ট ফলের মতো ঘুনপোকা পুষেছি বুকের ভেতর।
শোনিতে বিক্ষোভ ছিলো, প্রতিজ্ঞায় গাঢ় ছিলো হৃদপিণ্ডের সাহস,
শুধু কিছুদিন এক মাংশে মোহে আবরিত ছিলাম কলুষ পাখি।
এইবার ফিরে যাবো—যদি নতজানু হোই, যদি দ্বিধায় থমকে থাকি,
ঘৃনা কোরো, গ্লানি ছুঁড়ে দিও কঠিন আঘাত জন্মে জীবনে বোধে—
ললাটের মাঝখানে লিখে দিও— পরাজয়, দুষিত মৃত্যু।।

০৬.০৭.৭৬ মিঠেখালি মোংলা

স্মৃতি বন্টন

এই সব ব্যর্থতা, গ্লানির দহন,
এগুলো আমার থাক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি শুধু শুভ্রতাটুকু নিয়ে যাও
প্রত্যাশার শেফালিকা পরাবত।

বিনিদ্র রাতের বাতাসে দ্বিধায় ভাসমান
আত্মবিনাশী সন্ধানে দুলে ওঠা নিরুদ্দেশ খেয়া,
ক্লান্তির কাছে নুয়ে আসা একাকি নির্জন পাখি,
এসব আমার থাক।

তুমি এই বর্ষায় ধুয়ে যাওয়া স্বচ্ছ চোখ,
হালকা হিমেল হাওয়ায় খোলা চৈত্রের সকাল
নিয়ে যাও।

দহন আমার থাক, তোমার থাকুক শুধু বহন।
গহন রাত্রির শোক চোখের কিনারে জ্বলুক,
তুমি শুধু চোখের চাঁদে থেকে যাও নিসঙ্গতা।

জন্মের ক্লেদে ভেসে যাওয়া জননী বাহুখানি
আমার সংসারে থাকুক লোকের ঘৃণায়,
তুমি শুধু ফসলে সাজিয়ে বুক ফিরে এসো
প্রাপ্যের উল্লাসে।

পথচলা আমার থাক, তোমার থাকুক শুধু পথ।

আকণ্ঠ গ্লানিরা আমার বেড়ে উঠুক প্রিয়তম ক্ষত,
তোমার থাকুক শুধু শেফালি-সকাল,
বর্ষায় ধুয়ে যাওয়া ফসলিম চোখের সংসার।

২৬.০৩.৭৬ রামপাল বাগেরহাট

ইচ্ছের দরোজায়

সব কথা হয়ে গেলে শেষ
শব্দের প্লাবনে একা জেগে রবো নির্জন ঢেউ,
ভেসে ভেসে জড়াবো নিজেকে।
শরীরের সকল নগ্নতায় আমি খেলা কোরে যাবো,
তীর ভেবে ভেঙে পড়বো আমার যৌবনে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা কি শেষ হয়ে যায়—সব কথা?
নাকি বুকের ভেতরে সব অসমাপ্ত ইচ্ছের মতো
দ্বিধাগ্রস্ত জেগে থাকে বুকে নিয়ে বিনিদ্র রাত,
জেগে জেগে নিজেকে দ্যাখে ভীষণ উৎসাহে?

সব কথা শেষ হলে দরোজায় করাঘাত রেখে যাবো,
উৎকণ্ঠার ধ্বনিরা বিলীন হবে ইথারের স্বাস্থ্যে—
দ্যাখা হবে না।

শিথানের জানালা খুলে রেখে যাবো একটি চোখ,
শিশির চুমু খাবে চোখের উত্তাপে—চুমু খাবে।
জানালায় রেখে যাবো একটি বিনিদ্র চোখ,
যে-চোখ আকাশ দ্যাখে, মানুষের স্বভাব দ্যাখে,
যে-চোখ স্বাতির মগ্নতা দেখে প্রেমার্দ্র বুকে
অনুভব জ্বেলে রাখে অশেষ বাসনা।

সব কথা শেষ হলে ফিরে যাবো,
একটি চোখ রেখে যাবো শিথানের জানালায়।
সব কথা শেষ হলে করাঘাত জাগাবে তোমায়,
তুমি এসে খুলবে দুয়োর—দ্যাখা হবে না।।

২৭.০৩.৭৫ লালবাগ ঢাকা

AMARBOI.COM

শব্দ-শ্রমিক

আমি কবি নই—শব্দ-শ্রমিক।
শব্দের লাল হাতুড়ি পেটাই ভুল বোধে ভুল চেতনায়,
হৃদয়ের কালো বেদনায়।

করি পাথরের মতো চূর্ন,
ছিঁড়ি পরান সে ভুলে পূর্ন।
রক্তের পথে রক্ত বিছিয়ে প্রতিরোধ করি পরাজয়,
হাতুড়ি পেটাই চেতনায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাষা-সৈনিক আমি জানি শুধু যুদ্ধ,
আমার সমুখে আলোর দরোজা রুদ্ধ—
তাই বারুদে সাজাই কোমল বর্নমালা,
তাই শব্দে শানিত আনবিক বিষ-জ্বালা
ধূর্জটি-জটা পেতে রোধ করি অবক্ষয়ের সংশয়,
আমার এ-হাতে শব্দ কাস্তে ঝলসায়।

ভাষার কিষান চোখ মেলে চেয়ে দেখি,
চারিপাশে ঘোর অসম জীবন,
সভ্য পোষাকে পাশবিক বন।
সমতার নামে ক্ষমতাকে কোরে রপ্ত,
আমি জানি কারা জীবনে ছড়ায় পুঁজ-পোকা-বিষ তপ্ত—
জানি আমাদের কারা ধুতুরার ফুলে অন্ধ করেছে অবেলায়,
ছুঁড়ে দিয়ে গেছে নষ্ট নগ্ন বেদনায়।

আমি সেই পোড়া ভিত ভেঙে জেগে উঠেছি জীবনে,
আমি সেই কালো ঘোড়ার লাগাম ধ'রে আছি টেনে।
বুকের ভাষাকে সাজিয়ে রনের সজ্জায়,
আমি বুনে দিই শব্দ-প্রেরনা বাঙালীর লোহু মজ্জায়।।

২৫.০৩.৭৭ সিদ্ধেশ্বরী ঢাকা

AMARBOI.COM

এ কেমন ভ্রান্তি আমার

এ কেমন ভ্রান্তি আমার!
এলে মনে হয় দূরে স'রে আছো, বহুদূরে,
দূরত্বের পরিধি ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে আকাশ।
এলে মনে হয় অন্য রকম জল হাওয়া, প্রকৃতি,
অন্য ভূগোল, বিষুব রেখারা সব অন্য অর্থবহ—
তুমি এলে মনে হয় আকাশে জলের ঘ্রান।

হাত রাখলেই মনে হয় স্পর্শহীন করতল রেখেছো চুলে,
স্নেহ-পলাতক দারুন রুক্ষ আঙুল।
তাকালেই মনে হয় বিপরীত চোখে চেয়ে আছো,
সমর্পন ফিরে যাচ্ছে নগ্ন পায়ে একাকি বিষাদ-ক্লান্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করুন ছায়ার মতো ছায়া থেকে প্রতিচ্ছায়ে।
এলে মনে হয় তুমি কোনোদিন আসতে পারোনি . . .

কুশল শুধোলে মনে হয় তুমি আসোনি,
পাশে বসলেই মনে হয় তুমি আসোনি।
করাঘাত শুনে মনে হয় তুমি এসেছো,
দুয়োর খুল্লেই মনে হয় তুমি আসোনি।

আসবে বোল্লে মনে হয় অগ্রিম বিপদবার্তা,
আবহাওয়া সংকেত, আট, নয়, নিম্নচাপ, উত্তর, পশ্চিম—
এলে মনে হয় তুমি কোনোদিন আসতে পারোনি।

চ'লে গেলে মনে হয় তুমি এসেছিলে,
চ'লে গেলে মনে হয় তুমি সমস্ত ভুবনে আছো।।

০২.০৮.৭৫ লালবাগ ঢাকা

মাংশভুক পাখি

ফুলের পোষাকে ঢাকা শরীর, দারুণ মাংশভুক পাখি,
ওই শকুন, ওই হিংস্র গোপন চোখ জুড়ে থাকা শত্রু-স্বভাব,
আমাদের দিন থেকে খেয়ে যাবে প্রিয়তম রোদের মাংশ।

ওই নষ্ট চোখ
ওই চতুর ঘাতক
ওই ফুলাবৃত শকুন
খেয়ে যাবে, খেয়ে যায় মানুষের শুভ্রধান, পলিমাটি, নীড়,
জোস্নার ধমনী থেকে খেয়ে যায় সৌরভ-কনিকাগুলো।

ঋতু বদলের ভোরে
আমাদের শাখা থেকে তরুন কৃষ্ণচূড়া,
আমাদের ভালোবাসা থেকে সুনীল সবুজ বিক্ষোভগুলো
ছিঁড়ে নিয়ে গেছে ওইসব নষ্ট শকুন। ওইসব মাংশভুক পাখিরা
আমাদের চোখ থেকে খেয়ে গেছে দৃষ্টির স্বাধীন বসবাস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের বুক থেকে
আমাদের প্রান থেকে
ভাষার ভুবন থেকে
শোভন শব্দগুলো কেড়ে নিয়ে গেছে ওরা আমাদের প্রিয়তম আকাশটুকু।

সূর্যহীর্ণ, জোস্নাহীন, এই কালো অন্ধকারে
দুর্ভিক্ষের মতো
ফুলের পোষাকে ঢাকা ওই হিংস্র গোপন নোখ,
ওই মাংশভুক পাখি, ডানা থেকে ফুলের পালক খুলে ফেলে
উড়ে এসে বসবে সব শহরে—গ্রামে—জীবনের সবুজাভ নিসর্গে,
পাণ্ডুর দেহ থেকে ছিঁড়ে খাবে রক্তমাংশ, প্রিয়ফুল। আমাদের
রাত থেকে নিদ্রাগুলো
লাল নক্ষত্রগুলো
স্বাধীনতাগুলো
কেড়ে নিয়ে গেছে ওরা। কেড়ে নিয়ে যাবে চিরকাল?

প্রেমের নিকটে গিয়ে ফিরে আসি—বুকে ভালোবাসা নেই
জোস্নার নিকটে গিয়ে ফিরে আসি—চোখে স্বাধীনতা নেই
শ্রমের নিকটে গিয়ে ফিরে আসি—হাতে বিশ্বাস নেই
মানুষের কাছে গিয়ে ফিরে আসি—দেহে মমতারা নেই
নেই, নেই, ফুল নেই, পাখি নেই, রোদ নেই, স্নেহ নেই,
খেয়ে গেছে গোপন ঘাতক—

শুধু হাড়,
শুধু এক ভয়ানক গ্লানিমাখা আকাংখা নিয়ে
প'ড়ে আছে কলুষিত করুন কঙ্কাল, মৃত কিছু পুষ্টিহীন
হলুদ করোটি।
বোধি নেই, স্থিতি নেই, অনাহারে নক্ষত্রের মতো জেগে আছি,
করতলে শেষ বিশ্বাসের শিকড়ে এসে থেমে আছে দূষিত ক্ষরন।

তবু তো আকাংখারা মাঝে মাঝে চিৎকার কোরে ওঠে সফেন সাগর,
তবুতো কোনোদিন একদিন বৈশাখি রাতে জীবন এসে বলেছিলো ঃ
হাড়ের খুলির মাটি কোনো এক বর্ষার পর ঠিকই পাললিক হবে,
খরার মাঠের বুকে দেখো ঠিক মেলে দেবে ফসলের সোনলি পালক।।
১৪.০৭.৭৬ সিদ্ধেশ্বরী ঢাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি সেই অভিমান

আমি সেই অবহেলা, আমি সেই নতমুখ,
নিরবে ফিরে যাওয়া অভিমান-ভেজা চোখ,
আমাকে গ্রহন করো।

উৎসব থেকে ফিরে যাওয়া আমি সেই প্রত্যাখ্যান,
আমি সেই অনিচ্ছা নির্বাসন বুকে নেয়া ঘোলাটে চাঁদ।
আমাকে আর কি বেদনা দেখাবে?

তপ্ত সীসার মতো পুড়ে পুড়ে একদিন
কঠিন হয়েছি শেষে, হয়েছি জমাট শিলা।
তবু সেই পাথরের অন্তর থেকে
কেঁদে ওঠে একরাশ জলের আকুতি,

ঝর্নার মতো তারা নেমে যেতে চায় কিছু মাটির শরীরে—
আমি সেই নতমুখ, পাথরের নিচের করুন বেদনার জল,
আমি সেই অভিমান আমাকে গ্রহন করো।।

১১.০১.৭৭ মিঠেখালি মোংলা

AMARBOI.COM

বিশ্বাসে বিষের বকুল

যদি সব নদী ফিরে আসে নীড়ে, জন্মের নিকটে,
তবু শরীরে ঘামের গন্ধ আমি তো ফিরিনি আজো
লাঙলের ফলায় মেখে ক্লান্ত-বিশ্রাম,
চুলে নোখে অসভ্যতা, আমিতো ফিরিনি গৃহে বনবাস বিরাগী বাউল।

নদীও নদীর ভেতরে মেলে আছে অনন্ত ঋনী,
প্রাপ্যের কাছে যতো পাওয়া ছিলো, যতো চাওয়া ছিলো,
তারও কি অধিক তুমি দিয়েছিলে ভুলে
আমার জন্মের কাছে নিবেদিত বিষের বকুল?
স্টেশন জেগেছিলো—হুইসেলে কেঁপেছিলো রাত,
তবুতো একটি মানুষ নির্ধারিত আসনে এসে বসেনি।
লোহার সাঁকো বেয়ে নেমে যাওয়া ডাউন-ট্রেন,
তবুতো একটি মানুষ জানালায় রাখেনি মাথা, রাতজাগা চুল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদি সব পাখি ফিরে যায় নীড়ে মমতা-কাতর,
যদি সব নদী অধিক প্রাপ্যের লোভে নেমে আসে
পুরাতন জন্মের খনে,
তবু বিশ্বাসে ঘামের গন্ধ আমিতো ফিরিনি আজো—
হেঁসেলে পোড়াভাত, নিদ্রা-নিহত সেই পোয়াতি কুকুর,
দুধের ফেনার ভেতরে মৃত শিশুদের শীর্ন শরীর,
বিষের বকুল, গোলাপের লাশ—

সেখানেই আমার কিছু প্রয়োজন ছিলো,
সেখানেই আমার শুধু পিছু ডাক ছিলো।।

২৫.০৩.৭৬ রামপাল বাগেরহাট

AMARBOI.COM

অমলিন পরিচয়

সেই থেকে মনে আছে—
কপালের ডানপাশে কালো জন্মজরুল,
চুলের গন্ধে নেমে আসা দেবদারু-রাতে
কতোটা বিভোর হয়ে পারে উদাস আঙুল,
সেই প্রথম অভিজ্ঞতা, সেই প্রথম ভুল।

অথবা ভুলের নামে বেড়ে ওঠা সেই প্রেম,
সেই পরিচয়, আমি তাকে নিসঙ্গতা বলি।
তুমি কি পাখির মতো আজো সেই স্মৃতিদের খড় চঞ্চুতে তুলে
আর কোনো পৃথক নীড়ের তৃষ্ণায় করতলে লিখে রাখো দাহ?

তবে কি এই শেষ, সেই থেকে হয়েছে শুরু?
তবে কি সেই প্রেম, সেই অভিজ্ঞতাটুকু,
আমাদের সমস্ত নিসঙ্গতা জুড়ে আছে আজো এক অধিকারে?
আজো এক অমলিন বেদনার সাম্পান বিশ্বাসে ভেসে যায়
ভেসে যায় . . . ভেসে যায় . . .

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দূরত্ব জানে শুধু একদিন খুব বেশি নিকটে ছিলাম,
একদিন শরীরের ঘ্রান শুঁকে তুমি বোলে দিতে ঃ অমিতাভ
আজ সমুদ্রে যেও না, আজ খুব ঝড় হবে—

৩১.০৭.৭৬ সিদ্ধেশ্বরী ঢাকা

শ্যামল পালক

একটি পালক তার খসে প'ড়েছিলো
দখিনের হাওয়া লেগে ঘাসের উপর,
আহা সেই লাজুক শ্যামল পাখি!

ঝরা সে-পালক তার প'ড়ে র'লো ঘাসে,
বিকেলের ভেজা রোদ অবাক দুচোখে
চমকে থমকে যেন দাঁড়ালো খানিক,
আহা, সেই ঘাসে পড়ে থাকা শ্যামল পালক!

মাঠের বাতাস তার ছুঁয়ে গেল চুল,
শিহরিত দেহখানি লজ্জায় কেঁপে
থরো থরো হলো যেন প্রথম কুমারী—
আহা সেই বিকেলের ভেজা রোদে শুয়ে থাকা কুমারী পালক!

কোন সেই তুষারের দেশ থেকে
ব'য়ে আনা উত্তাপ পালকের প্রতি রোমে রোমে,
আহা, কোন সেই কোন অচেনা দেশের ধুলো
মাখা ওই পালকের নরোম শরীরে!

মনে হলো একবার
তুলে এনে তারে রাখি বুকের নিকটে।
হয়তো কখনো একদিন কোনো এক নারী,
কোনো এক অচেনা নরোম হাত ছুঁয়েছিলো তারে,
কোনো এক আচেনা বাতাস তারে বেসেছিলো ভালো
হয়তো কখনো—কোনো একদিন . . .

০৫.০১.৭৭ মিঠেখালি মোংলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাতালের মধ্যরাত্রি

এ-ও এক কণ্ঠলগ্ন প্রেম রক্তের গহনে,
মারমুখি জনতার মতো ভীষন বিক্ষুব্ধ।
যেন সমুদ্রের ঝড়,
সহজে উড়িয়ে নেবে মাস্তুল, মাল্লার মুগ্ধ-চিত্ত মোহন রমনী।

রক্তলগ্ন নগ্ন ক্ষোভে কাঁপে বিষন্ন বন্দর,
সফেদ জলকপোত যেন তার দীর্ঘশ্বাস
আকাশে ইথারে ঝরে—
মাঝরাতে পুলিশের বাঁশি শুনে জেগে ওঠে ক্লান্ত করুন মাতাল।

মনে পড়ে, একদিন অরক্ষিত জীবনকে পাহারা দিয়েছে সে-ও,
দস্যুর সন্ত্রাসে ভীত সে-ও একদিন মারনাস্ত্রে সাজিয়েছে তাকে।
তবু তার লুট হয়ে গেছে ঘর—

তবু তার বাসনার সিন্দুক ভেঙে দুরূহ ডাকাত
ছিনিয়ে নিয়েছে সব গান, স্বস্তির সোনালি ফসল।

মাঝরাতে পুলিশের বাঁশি শুনে মনে পড়ে—
তারও শহর ছিলো, ডাকাতের ভয় ছিলো,
একদিন তারও মাংশের খোঁয়ে জনপদে
নিরাপত্তায় নিয়োজিত তীব্র প্রহরী ছিলো।

আজ সব পোড়োবাড়ি—ধংশের কালো কফিন পাহারা দিয়ে
আজো তার কণ্ঠলগ্ন মগ্ন প্রেম ভালোবেসে পোড়ায় তনু।
মাঝরাতে পুলিশের বাঁশি শুনে জেগে ওঠে করুন মাতাল,
আকাশের মতো তার চোখ থেকে ঝরে ম্লান ব্যথার শিশির—

নগ্ন অন্ধকারে ভাসমান ওই যে-বিষন্ন মানুষ, ব্যথিত মানুষ,
অস্থির মাতাল ওই হাতে ওর তুলে দাও রাত্রির সমস্ত পাপ,
ওকে আরো মাতাল হতে দাও, ওকে আরো ব্যথিত হতে দাও।।

২৪.০৮.৭৬ সিদ্ধেশ্বরী ঢাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রিয় দংশন বিষ

দংশন করো একাধিক বার দংশন চাই বিষ,
শোনিতে শীতল নীল প্রদাহের তীব্র প্রবাহনতা।
দ্বিমুখি সাপের দ্বৈত ছোবলে ক্ষত বিক্ষত বোধ,
বিরোধিতা চাই চুম্বনে নত ইচ্ছে মাখানো ঠোঁটে।

বিরোধিতা চাই স্বপ্নের ঘ্রানে মধু ও মধুরিমায়,
সারা পথে চাই উষ্ণ মাটির ললাটে ছড়ানো দ্বন্দ্ব।
দংশন চাই বৈরী বিরোধ, দংশন চাই বিষ,
তন্ত্রে তনুতে বিষমাখা দাঁত দংশন করো প্রেমে।

যতোবার আসি উপেক্ষা পেয়ে শংকিত ভীরু পায়
প্রেমে নত সেই মুখটির কাছে যতোবার আসি ফিরে
অবয়বে তার কাঁপে আশ্রয় গ্রহনের প্রেক্ষতা—
সে—মুখেও চাই বিরোধিতা বিষ উপেক্ষা সন্নত।

ভালোবেসে পাওয়া প্রিয় বেশ্যার নগ্ন দুখানি ঠোঁটে,
চুম্বন রেখে সারারাত কাটে চিতা-বহ্নির বিষে।
তবু প্রিয়তম বেদনাকে চাই ব্যথিত বিনিদ্রতা
সংশয়-ভরা চলা-পথ চাই তুষারিত দিন রাত্রি।

দংশন চাই বৈরী বিরোধ অবহেলামাখা বিষ,
দংশন করো রক্তে ও বুকে, দংশনে পাবো তুমি—
দংশনে পাবো বেদনায় ধোয়া তোমার পৃথিবীটাকে।।

১৭.১০.৭৫ লালবাগ ঢাকা

বাঁকা ব্যবধান

পাতক বোলে কি ফুলকে ছোঁবো না,
জোস্না রবে না বুকে?

যতোটুক খানি বুঝেছি তোমার না-বোঝার ছল কোরে,
তার আধখানা যদিবা সাজাই হৃদয়ের নির্জনে।
তা-ও কি পাতকী?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘাতকী অমন হয়েছিল কেন কিসে?
বিষাদে বিভেদে বেড়ে যায় বেলা,
মাধবীর তলা শূন্য কি প'ড়ে রবে?
তবে, চোখে যার ছড়ায়নি রোদ
সূর্যের কিছু রেনু,
তনু ঘিরে তার জ্বলবে আঁধার, অন্ধ বন্ধ পাখা?

বাঁকা হাত পেতে ডাকিনি বোলে কি এতোটা দ্বিধা?
মেধা খুঁড়ে খুঁড়ে গড়েছি বোলে কি
রক্তের মাঝে পুষেছি বোলে কি
এতো অবহেলা!

পাতক বোলে কি ফুলকে ছোঁবো না?
আমি বোলেই কি তোমাকে পাবো না?
ব্যবধান জুড়ে রয়ে যাবে শুধু নীল শূন্যতা বাঁক?

২৬.০৩.৭৬ রামপাল বাগেরহাট

অপর বেলায়

বড়ো বেশি সংসার ঘেঁষে গেছে শরীরে স্বভাবে—
এতোটা কি উচিত ছিলো!
এতোটা মেঘহীন, ঝড়ের শর্তবিহীন বাতাসে
খুলে ফেলেছি শার্টের সবগুলো সোনালি বোতাম—
এতোটা কি উচিত ছিলো!

প্রথম বন্ধন এসে কেঁপেছিলো বেতস লতা,
দ্বিতীয়তে মৃত্যু ছিলো দ্বিধাহীন সখাত সলিলে।
তবুতো তার কাছে স্বপ্নের শেষ কানাকড়ি,
শেষ পরাজয় তুলে দিয়ে বলেছি সিঁদুর-আশ্রয়—
এতোটা কি উচিত ছিলো?

জানি না কি মোহ ছিলো এতো মোহময়
জানি না কি-দাহ প্রাণ এতোটা পোড়ায়!
তবুতো মুগ্ধ মন পুড়েছি একাকী এই দ্বিধাহীন বিশ্বাসে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দারুন নির্জনে নেমে বেঁধেছি একখানা রঙিন নৌকো,
আমি তো পারাপার জানি না, জানি না বৈঠার ভাষা।
কোনখানে কূল নাই তার কোথায় কিনারা নাই,
কতোখানি সাবধানে ভাসাতে হয় ভাঙা তরীখানি
জানি না—

তবু, এই অপর বেলায় অনিকেত নবীন মাঝি
পরবাসি বন্ধুর খবর নিয়ে ফিরে যাই দেশে।
ফিরে যাই বিনিদ্র চোখের কাছে একখানা চিঠি,
বকুলের খামে মোড়া শুভ্র সকাল।

২১.০৩.৭৬ রামপাল বাগেরহাট

মনে পড়ে সুদূরের মাস্তুল

পেছনে তাকালে কেন মূক হয়ে আসে ভাষা!
মনে পড়ে সেই সব দুপুরের জলাভূমি,
সেই সব বেতফল, বকুল কুড়ানো ভোর,
আহা সেই রাঙাদি-র আঁচল তলের উত্তাপ,
মনে পড়ে . . .

মনে পড়ে, বন্দরে সেই সব কালোরাত,
ঈগলের মতো ডানা সেই বিশাল গভীর রাতে,
একটি কিশোর এসে চুপি চুপি সাগরের কূলে
দাঁড়াতো একাকি
তন্ময় চোখে তার রাশি রাশি বিস্ময় নিয়ে।

কবে তারে ডাক দিয়ে নিয়ে গেলো যৌবন সুচতুর,
কবে তারে ডেকে নিলো মলিন ইটের কালো সভ্যতা!

সবুজ ছায়ার নিচে ঘুমে চোখ ঢুলে এলে
মা যাকে শোনাতো সেই তুষারদেশের কথা,
তার চোখে আজ এতো রাতজাগা ক্লান্তির শোক!

পেছনে তাকালে কেন নিরবতা আসে চোখে!
মনে পড়ে—জোস্নায় ঝলোমলো বালুচর,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি কিশোর তার তন্ময় দুটি চোখে
রাশি রাশি কালোজল—সুদূরের মাস্তুল
মনে পড়ে . . .

০৩.০১.৭৭ মিঠেখালি মোংলা

প্রজ্বলন্ত লোকালয়

'আগুন লেগেছে পালা'—
শালা সব শুয়োরের জাত, কুত্তার লেজুড়,
ঘরভরা বীজধান, গর্ভবতী নারী তোর দুধের সন্তান,
সব ফেলে একা-একা পালাবি কোথায়?

'ওই গাঁয়ে মহাজন, ভাত মাছ শস্তায় সকলি মেলে,
খানকি মাগিরা আছে বুক পাছা উরু ঠোঁট রসে থলো-থলো।
ওদের গোলাম হবো, মহাজন খুশি হলে মিলবে এনাম'—।

আগুন লেগেছে দেশে-গ্রামগঞ্জ-নগরে-ভিতে,
পুড়ে যায় দুধভাত, রাইশস্য, নবান্ন, সলেন গুড়,
দুগ্ধবতী গাভিদের ভরাট ওলান চোষে অজন্মার দুধরাজ সাপ।

একা একা ওই দ্যাখো পালায় ভীরুরা,
স্বজনের দগ্ধ-দেহ মরিকার দুপায়ে মাড়ায়ে যায়,
বৃদ্ধ জননীর লাশ ঠেলে ওই দ্যাখো কাপুরুষ কিভাবে পালায়।

শালা সব বেজন্মার জাত,
অভাবি মায়ের মুখে থুতু দিয়ে ওরা যায় গনিকার ঘরে।
ওদের চিহ্নিত করো, খুলে দাও মুখোশের বিচিত্র লেবাস,
নাড়ার বোলেন জ্বেলে ওই সব ভীরু মুখ পোড়াও আগুনে।

কাপুরুষ বিনাশিত হলে,
ওদের কবরে জন্ম নেবে আগামীর গুচ্ছ গুচ্ছ সাহসী সন্তান।

৩০.০৮.৭৭ মিঠেখালি মোংলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঁজরে পুষ্পের ঘ্রান

তোমাকে বলবো বোলে তারকাটা. পাথুরে জলের হিম,
মৃত্যু. রক্ত. লাশ. এই ধ্বংশের শ্মশান ডিঙিয়ে এলাম,
তোমাকে বলবো বোলে।

পাঁজরে পুষ্পের ঘ্রান জ্ব'লে আছে ক্ষুধার মতোন,
ক্ষুধা তো বেঁচে থাকার অন্য নাম।
তোমার আমার এই দূরত্বের মাঝে সেই ক্ষুধার পাথর—
তুমি তাকে প্রেম বলো, স্বপ্ন বলো, লোকে বলে মলিন বিরহ।

তোমাকে বলবো বোলে জলকষ্ট. নিদ্রাহীন রাত
মানুষের শ্বাপদ-স্বভাব মাখা লোভাতুর দাঁতের কৌশল,
আমি তৃষ্ণার অপূর্ন ওষ্ঠ থুয়ে এসেছি পেছনে।

জীবনের তিনভাগ অনাহার নিয়ে একটি জঠরে
যে-মানুষ পাঁজরে পুষ্পের ঘ্রান পুষে রাখে-সূর্যের মতোন
আমি তার স্বপ্নের শিয়র থেকে উঠে এখানে এসেছি
তোমাকে বলবো বোলে।

তোমাকে বলবো বোলে কষ্ট. ধ্বংশ. ক্ষয়. লেলিহান ক্রোধ
তামাটে মাটির গন্ধ বুকে এই ধংশের কবর ডিঙিয়ে এলাম
শুধু তোমাকে বলবো বোলে, ভালোবাসা প্রিয়মুখ
তোমাকে বলবো বোলে।

২০.১১.৭৭ মোংলা বন্দর

পথের পৃথিবী

গোপনে ছিলাম নিজের মধ্যে একা
তুমি এসে কেন হঠাৎ ডাকলে করাঘাতে!
আত্মমগ্ন কুয়াশার মোহ ছিঁড়ে
দূরে তাকাতেই দেখলাম ঘন বনভূমি,
তুমি ডাকলেই মনে হলো আমি একাকি ছিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতিহাস থেকে জেগে ওঠা এক শব
যেন এ-প্রথম দেখলো নোতুন পৃথিবীকে,
যেন তার দেশে ছিলো না আকাশ মাটি
ছিলো না এমন রূপালি রোদের কারুকাজ—
আজ তাই তার পায়ের নিচের ধুলোমাখা ঘাসগুলো
মনে হলো তা-ও কতো সুন্দর আহা!
মগ্ন ছিলাম নিজের মধ্যে একা,
তুমি এসে টেনে নামালে পথের পৃথিবীতে,
হাতছানি দিলো জীবনের সাইমুম—
মত্ত জলের করতালি শুনে বিশ্বাসে
বাঁধলাম এই সাহসে শোভিত মাস্তুল আমাদের।

তুমি ডাকলেই মনে হলো আমি একাকি ছিলাম,
তুমি ডাকলেই প্রিয়ময় হলো আমার নির্জনতা।

২৪.১২.৭৬ সিদ্ধেশ্বরী ঢাকা

স্বজনের শুভ্র হাড়

বুকের তিমির ঠেলে জেগে উঠেছে যে-দ্বীপ
সে-আমার ভালোবাসা,
ব্যথার প্রবাল জমে তিলে তিলে গ'ড়ে ওঠা বাসনার ভূমি।

হননের রক্তপাত শেষে
বিনাশের ধ্বংশযজ্ঞ শেষে
নীলিমার মতো শুভ্র স্নিগ্ধ তনু যে-দ্বীপ উঠেছে জেগে
সে-আমার রক্ত. মাংশ. হাড়. করোটির কষ্ট দিয়ে বোনা
একখানি স্বপ্নধোয়া হৃদয়ের তাঁত।

সে-আমার নোতুন বসতভূমি সাগরের চর,
আমার গৃহের সুখ, জীবনের নিশ্চিত প্রহর।

এইখানে আবার সাজাবো নীড়. সোনালি সময়,
এইখানে অম্লানের চাঁদ সমস্ত বছর দেবে নির্ভার পূর্ণিমা—
বেদনার দীর্ঘ রাত্রি শেষে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিনাশের রক্তপাত শেষে
আমাদের দ্যাখা হলো,
ব্যথার প্রবাল দ্বীপে পুনরায় দ্যাখা হলো তোমার আমার।
রক্তে ধোয়া মমতার মাটি—
স্বজনের শুভ্র হাড় চারিপাশে ফুটে আছে অপরূপ উজ্জ্বল ফুল,
আমাদের সম্মুখে দিগন্তের মতো প্রসন্ন ভবিষ্যত . .
ব্যথার প্রবাল দ্বীপে পুনরায় দ্যাখা হলো তোমার আমার।

রক্তের নিবিড় স্রোতে করাঘাত কোরে যায় স্মৃতি,
বুকের বাঁ-পাশে কার অস্ফুট কান্নার মতো ব্যথা এসে বাজে!
স্বজনের রক্তে ধোয়া এই প্রিয় মাটির সিঁথানে
আমাদের ব্যথিত প্রনাম এসো জ্বেলে দিই ধুপের মতোন।

কোনোদিন এইসব মানুষেরা ফিরবে না আর .
যে-রাখাল উদাস দুপুরে তার বাঁশির সুবাস ছড়াতো বাতাসে
সে আর ফিরবে না।
যে-নারী সিঁথায় লাল সিঁদুরের স্নিগ্ধ প্রেমে এঁকেছিলো মুগ্ধ নীড়
সে আর ফিরবে না।
যে-যুবক রাইফেলে ক্ষুব্ধ হাত বারুদের মতো তেজি বিস্ফোরন
বুকে নিয়ে ছুটেছে মাতাল—সে আর ফিরবে না, সে আর ফিরবে না . . .

স্বজনের শুভ্র হাড় চারিপাশে ফুটে আছে ফুলের মতোন।
বিজয়ের ব্যথিত মিছিল তবু কেন চলে ভুলের ভুবনে
কেন তবু ভুল জীবনের পায়ে রেখে আসে পুষ্পের প্রনাম?

বুকের তিমির ভেঙে সুপ্রভাতে আমাদের দ্যাখা হয়েছিলো,
সুরম্য আলোর নিচে জেগে ওঠা আমাদের স্বপ্নধোয়া দ্বীপ—
তবু সেই নিশ্চিত প্রহর আজো আসেনি এখানে,
তবু সেই অঘনের পূর্নচাঁদ ছড়ায়নি জোস্নার আরক।

আমার ভাষার কণ্ঠ রোধ কোরে আছে আজো চতুর শ্বাপদ,
আজো শুধু স্বজনের শুভ্র হাড় চারিপাশে ফুটে আছে
উজ্জ্বল বিষন্ন ফুল।

১৩.০২.৭৮ সিদ্ধেশ্বরী ঢাকা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরাজিত নই পলাতক নই

আর যাই হোক পলাতক নই—
হয়তো পারিনি জীবনের সব প্রাপ্য মেটাতে
হয়তো অনেক অনিয়ম এনে গড়েছি নিয়ম,
হয়তো স্বজন প্রিয় মানুষের নিষেধ মানিনি
বন্ধন ছিঁড়ে ব্যবধানকেই আপন ভেবেছি বেশি।

অনাহার কতো এসেছে করাল
বন্যায় ঝড়ে ভেসে গেছে কতো নীড়ের জোস্না,
কতোবার আশা ঢেকেছে করুন বেওয়ারিশ লাশে
কতোবার প্রেম বারুদের বিষে হয়েছে কাতর
নির্মমতার নিচে একশত জ্বলন্ত নাগাশাকি—

তবু উন্নত সবল করোটি
তবু দুই হাতে পাথর কাটার প্রাচীন গন্ধ,
তবু বেদনাকে শোনিতে সাজিয়ে বলি প্রিয়তম
বলি সভ্যতা অপরূপ, সারা শরীরে আমার
লেগে আছে আজো আদিম জীবন, বিশ শতকের ধুলো।

আর যাই হোক পরাজিত নই
শত শতাব্দী হেঁটে আসা দেহ হয়তো ক্লান্ত
কিছুটা হয়তো বিশ্রাম চায় অনু পরমানু,
কিংবা হয়তো আরো দূর পথ যেতে হবে জেনে
ছুটবার আগে একটু সময় পেছনের দিকে ফেরা
একটু সময় সময়ের দিকে ফেরা।

১৬.১১.৭৬ সিদ্ধেশ্বরী ঢাকা

কার্পাশ মেঘের ছায়া

শিমুল শাখারা তবু এতো লাল হয়ে ওঠে আজো,
আজো এতো রক্তময় হৃদয়ের মতো শুষ্ক বাতাসে ছড়ায়
লোহিত সুঘ্রান।

সেই শৈশবে—উড়ন্ত কার্পাশ মেঘের দিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছুটতে ছুটতে একদিন নদীর কিনারে এসে মন্ত্রমুগ্ধ
জলের দিকে নির্বাক চেয়ে থাকা চোখ সেই প্রথম দেখেছিলো
আপন প্রতিকৃতি

জীবনে সেই প্রথম নিজেকে দ্যাখা, নিজের শরীরের দিকে
দৃষ্টি ফেরানো—তখনো জননী মানেই অভিমানে ভেজা চোখ
আঁচলে মুখ লুকিয়ে কেড়ে নেয়া স্নেহ-সিক্ত হাতের পরশ
তখনো জননী মানে শুধুই মা।

জলের আর্শিতে দ্যাখা সেই বিভোর বিস্মিত কিশোরের ছায়া
আজো সে তেমি স্থির থমকে দাঁড়ায় এসে নদীর কিনারে,
মৌশুমে সব শিমুল ফুটে ওঠে গাঢ় লাল
বাতাসে কার্পাশ ফাটে—
দুরন্ত কৈশোর আজো ঠিক তেমনি ছুটে যায় তুলোর মেঘের পেছনে

শুধু রক্তাক্ত হৃদয়খানা বুকের ভেতরে লুকিয়ে তন্ময় আমি
গোপনে নিজেকে বলি ঃ তুমি খুব বড়ো হয়ে গেছো খোকা
তুমি খুব বড়ো . . .

পশ্চাতে হলুদ বাড়ি পঞ্চাশ লাজবাঁশ

এটা প্রস্থান নয়, বিচ্ছেদ নয়—শুধু এক শব্দহীন সবল অস্বীকার
পরিকল্পিত প্রত্যাখ্যান, এ-কোনো অভিমান নয়—ব্যর্থতা নয়।

বিরহে কাতর হবে, কাতরতা বাড়াবে স্বাধীন স্বদেশ, জানতাম
আমার শূন্য চেয়ারে হাত রেখে তাকাবে রেখে যাওয়া শেষ স্মৃতিচিহ্ন
বকুলের দিকে,
প্রতিদিন ঘরে ফেরার পদশব্দ শুনতে চেয়ে অপেক্ষা সাজাবে ভেতরে,
জানতাম, আমার না-থাকা শরীর করতলে প্রদীপের মতো
জ্বলতে-জ্বলতে জ্বালাবে নদী. পাখি. ফুল. সংসারে সাজানো সবুজ—
তবু এ-কোনো প্রস্থান নয়, এ-কোনো বিচ্ছেদ নয়।

এখন যেখানে যতোদূরে থাকি দ্যাখা না হওয়াই ভালো।

তোমার দেয়ালের পলেস্তারে ভেসে উঠুক যৌবন-হন্তা-শ্বাপদ
উঠোনে কৃষ্ণচূড়ায় মৌশুমি ফুলের উল্লাস ঝ'রে যাক হলুদ মাটিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অথবা আরো কিছু নোতুন বৃক্ষের ছায়ায় ধ্বনিময় হোক জীবন যাপন,
আরো কিছু হোক, আরো বেশি কিছু—পাওয়া বা পতন
তবু দ্যাখা না হওয়াই ভালো।

চ'লে যাওয়া মানেই প্রস্থান নয়—বিচ্ছেদ নয়,
চ'লে যাওয়া মানেই নয় বন্ধন ছিন্ন করা আর্দ্র রজনী।

চ'লে গেলে আমারো অধিক কিছু থেকে যাবে আমার না-থাকা জুড়ে।

১০.০২.৭৬ কাঁঠালবাগান ঢাকা

নিবেদিত বকুল-বেদনা

একখানা বকুল মালা রেখে গেছি শুধু আমার না-থাকায়
আর কিছু না।
শুধু এক মৌন ফুলের মোম যেন নিশব্দ আলোর গন্ধ
চারিদিকে ছড়িয়ে আছে, যেন আলোকিত হয়ে আছে নিজে।

আমার অস্তিত্বকে প্রমানিত কোরে গর্বিত বুক
ঝুলে আছে মৃত বাসি বকুলের হলুদ পুষ্প পালক,
আমি নেই—

আমি নেই তাই বকুল হয়েছে প্রিয়, দুখের কারন
আমি নেই বোলে বকুল বলছে কথা স্মৃতির ভাষায়।

যেন আমি নই, এই বাসি বকুল ভালোবেসে একদিন
অভিমানী রাতে তুমি বেদনার জোস্না মেখেছিলে বুকে,
যেন এই বকুলের জন্যে এতো পথ হেঁটে আসা
এতোরাত জেগে থাকা অপেক্ষার সাথে একাকি।

সুবোধ সাপের মতো নিবেদিত নিবিড় ভঙ্গিতে
মৃত বাসি শুকনো বকুল ঝুলে আছে হলুদ দেয়ালে,
যেন অহংকারের ভেতর লুকিয়ে থাকা বিনীত বেদনা
স্নেহময় হাতে যাকে স্পর্শ করলে ভেঙে পড়বে প্রবল বন্যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইচ্ছাকৃত ভুলে ফেলে রেখে গেছি আমার বকুল
ভুলে ফেলে গেছি ভেবে ফিরিয়ে দিও না।

২১.১.৭৬ লালবাগ ঢাকা

নিরাপদ দেশলাই

সঞ্চিত বারুদ বক্ষে তবু প্রয়োজন ছাড়া জ্বলি না কখনো।

জ্বলে ওঠা বারুদের নিজস্ব স্বভাব,
স্বভাবের দোষে তাকে দূরে রাখে সতর্ক মানুষ।
বিস্ফোরন বুকে আছে, আমি তার নিয়ন্ত্রন জানি,
আমাকে নিকটে রাখো, বুকে রাখো শীতার্ত কুমারী—
প্রয়োজন ছাড়া আমি জ্বলি না কখনো।

এই শীতে জীবনের কষ্ট হবে খুব—
গৃহহীন অরন্যের পথে যেতে করাল কুয়াশা
শরীরের রক্ত মাংশ কেটে নেবে শীতের হাঙর,
বসতি বিরল সেই প্রান্তরের গহন বিপদে
আমাকে নিকটে রাখো, বুকে রাখো শীতার্দ্র মানুষ—
প্রয়োজন ছাড়া আমি জ্বলি না কখনো।

জ্বলে ওঠা জীবনের দ্বিতীয় স্বভাব
জন্মদোষে আমি শুধু সেটুকু পেয়েছি,
অস্থিতে মেধায় তাই সেই বোধ খেলা করে সমস্ত প্রহর

বিপ্লবের স্বর শুনে মানুষেরা যে-ভাবে ঘুমোয়,
যে-ভাবে তোমার চোখে মিশে থাকে বেদনার লাভা
বিস্ফোরন বুকে নিয়ে আমিও তেমনি আছি।
আমাকে নিকটে রাখো, বুকে রাখো শীতার্ত স্বদেশ—
প্রয়োজন ছাড়া আমি জ্বলি না কখনো।

০৪.০৯.৭৭ মিঠেখালি মোংলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপরূপ ধ্বংশ

একটি পাতার পতনেই যদি
শুভ সুষমায় শুভ্র
একটি ফুলের ফুটে ওঠা হয় সুস্থ,
আমি তবে পাতা ঝরলাম ঝরা বাসনায়।

একটি রাতের মৃত্যুতে যদি
আঁধারের এই রাজ্যে
ফিরে আসে রোদ. বিশ্বাস. শুভ-সূর্য,
আমি তবে সেই শেষ রাত্রির বরাভয়।

প্রাপ্য না হয় হবে না কিছুই
রবে না বিজয় মাল্য
গহন দহন জড়িয়ে থাকবে মর্মে,
আমি তবু এই চির-না-পাওয়ায় উজ্জ্বল।

একটি আমার ধ্বংশেও যদি
অমলিন অনবদ্য
একটি-তোমার বেঁচে থাকা হয় সত্য
আমি তবে হবো সেই ধ্বংশেই অপরূপ।

৪.১.৭৭ মিঠেখালি মোংলা

AMARBOI.COM

সভ্যতার সরঞ্জাম

রক্তে আগুন তোর, তুই এতো নমনীয় হোলি
চন্দনে সিক্ত কপাল হোলি তুই বিনম্র মাধবী!
প্রাচীন পিঁচুটি চোখে তোর এতো দীর্ঘ হলো ঘুম
তুই কোনো রাত্রি দেখলি না, কোনো সকালের সূর্য দেখলি না।

রক্তে তোর হত্যার উৎসব
তবু তুই পৃথিবীর যে কোনো রক্তপাতে এতোবেশি কাতর হোলি
প্রমানিত কয়েদী-র মতো হোলি এতো অসহায়, এতো নতমুখী তরু!
ভেতরে এতো বিক্ষোভ, তবু তুই বিক্ষুব্ধ হোলি কৈ!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রৌদ্রে ফাটা মাটি তোকে ঢেকে নিলো গভীর তুষার,
সুঠাম ইটের মতো দহনের ক্ষতচিহ্ন দেহে নিয়ে তোর মাটি
সভ্যতার সরঞ্জাম হলো—

দাহ তোকে টেনে নিলো
অপরূপ মধ্যরাতে ছিঁড়ে পড়া আকাশের সেই সব তারা
সেই সব বৃন্তচ্যুত তরুন নক্ষত্রের ব্যথা তোকে কি ভীষন
টেনে নিলো বুকে।

তুই কতো শিশু ছিলি এতোকাল অবাধ্য বালক
আদিম পিতার চে'ও তুই ছিলি বেশি নগ্নতনু
ছিলি খুব অনাবৃত অপরূপ স্বভাবে বিশ্বাসে,
তবু তুই আবরিত হোলি শেষে ঘোলাটে তুষারে, হোলি তুই
বাধ্য বিনয়ী বকুল!
রক্তে প্রেম তোর, তবু তুই হোলি এতো বেশি নিসঙ্গ মানুষ!

১৭.৯.৭৬ সাহেবের মাঠ মোংলা

AMARBOI.COM

অবরোধ চারিদিকে

১. কোথায় পালিয়ে যাবে তুমি!
অনুশোচনার কালো এক কুকুর তোমায়
সারাক্ষন তাড়িয়ে ফিরবে।

সৌখিন শিখরে চ'ড়ে তুমি দেখছো মাটি
মলিন ধুলোর উপর শুয়ে থাকা ঘাস,
তুমি ইচ্ছের ঠোঁটে রঙিন সিগারেট গুঁজে বোসে আছো
অর্থহীন কোমল কার্পাশে।

অজান্তেই নেমে যাবে শিখর পাহাড়ের ধসে,
তুমি আহত নীলকণ্ঠ পাখির পালকে খুঁজবে স্মৃতি—
কিছুই পাবে না। তোমাকে তাড়িয়ে ফিরবে এক
কালো কুকুর—অনুশোচনা।
তুমি কোথায় পালিয়ে যাবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে-হাতে ফুল ছুঁয়েছিলে তুমি সে-হাতেই
ছুঁয়েছো পাপের পাখা, রাত্রির নির্মোক।
ফুলের কাছে একদিন তোমাকে আসতেই হবে
যন্ত্রনায় পূর্ন কোরে চোখের সকেট
নতজানু ক্ষমাপ্রার্থীর মতো।

তুমি কোথায় পালিয়ে যাবে?
সারাক্ষন ছায়ার মতো সাথে-সাথে ঘুরবে ঘাতক,
অনুশোচনার কালো এক কুকুর
তোমায় তাড়িয়ে-তাড়িয়ে ফিরবে—
তুমি কোথায় পালিয়ে যাবে!

১১.২.৭৫ লালবাগ ঢাকা

প্রথম পথিক

বলো এই হাত কতোটুকু হিংস্র-সুঠাম হবে!
এই মাধবীলতার মতো নমনীয় আঙুলগুলো
এই চোখ, এ-চিবুক কতোখানি সর্বগ্রাসী হবে
বলো আমি কতোটুকু মানুষ হবো কতোটুকু পশু!

হাড়ের ভেতরে আছে এক লুকোনো অনাহার
আছে ঋন—আছে গত মানুষের অসহায় পচন।
জীবিত খুলির মধ্যে বিক্ষোভে ন'ড়ে ওঠে এক লাখ তীব্র করতল
একলাখ পুষ্টিহীন শিশুর ক্ষয়মান দেহ।
কালো ফুল, কালো হৃদপিণ্ডের শেষতম খেয়া বলো, বলো আমি
কতোখানি বিক্ষোভ হবো, কতোখানি রক্ত হবো?

নিসর্গে নতজানু মন তবু তো তরুতল দেখে
শৈশবে শীতের ঝরাপাতাদের লাশ কুড়োনোর দিনে
ফিরে ফিরে খুলে দেয় বুকের দরোজাখানা,
হিরন্ময় রুটি—ভাত—বিক্ষোভ—বিশ্বাস বলো
আমি কতোজন শ্রমিক হবো, কতোজন দুর্বিনীত ঘাতক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলো আমি কতোখানি প্রেম হবো, কতোখানি বিনিদ্র রাত
সাপের দাঁতের মতো কতোটুকু বিষাক্ত হবো স্বভাবে শরীরে,
বলো, বলো আমি কতোখানি হিংস্র পাশবিক হবো, কতোখানি
নিসঙ্গ ঈশ্বর!

২০.৭.৭৬ নীলক্ষেত ঢাকা

ফসলের কাফন

ভরা ফসলের মাঠে যদি মৃত্যু হয়
ভরা জোয়ারের জলে যদি মৃত্যু হয়,
আমার স্বপ্নের দায়ভার আমি তবে তোমাকেই দেবো।

মুছবো না দেহ থেকে মাছের ঘ্রানের মতো ভেজা ঘাম,
বসন্ত আসার আগে এই মৃত্যু, তবু তাকে বলবো না অসময়
যদি দেখি আমাদের অমিত সন্তান তারা লাঙল নিয়েছে হাতে
চাষাবাদে নেমে গেছে অনাবাদি বেদনার কঠিন মাটিতে সব।

ভরা ফসলের মাঠে যদি মৃত্যু হয় তবু দুঃখ নেই—
সূর্য ওঠার আগেই যদি মৃত্যু হয় তবু কোনো দুঃখ নেই,
জেনে যাবো, ভোর হবে—আমাদের সন্তানেরা পাবে মুগ্ধ আলো,
শীতার্ত আঁধারে আর পুষ্টিহীন শিশুদের কান্নার বিষাদ
কোনোদিন শুনবে না কেউ।
জেনে যাবো ঋনমুক্ত, আমাদের কাংখিত পৃথিবী এলো।

ভরা শস্যের প্রান্তরে যদি মৃত্যু হয় তবে আর দুঃখ কিসে!
জেনে যাবো শেষ হলো বেদনার দিন—ফসল ফলেছে মাঠে,
আমাদের রক্তে শ্রমে পুষ্ট হয়েছে ওই শস্যের প্রতিটি সবুজ কনা।

৩.৯.৭৭ মিঠেখালি মোংলা

বিপরীত বাসনারা

একদিন নারী-প্রেম ডেকেছে আমাকে,
আমি খুব সাড়াহীন নিশব্দে ছিলাম
আমি যাইনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিসঙ্গ বসন্তে আমার
বন্ধ দরোজায় করাঘাত করেছিলে তুমি প্রেম
আমি দোর খুলিনি— আমি যাইনি।

উন্মূল বাসনা-বিদ্ধ রক্তাক্ত যৌবন
আমাকেও ডেকেছিলো অভিসারে
আমি যাইনি।

নদীদের রোমন্থনে ভাষা আছে
ঢেউয়ের মুকুটে জীবনের প্রতিবিম্ব
এ-কথাও বলেছিলে একদিন—
তবু আমি যাইনি নদীর কাছে,
সাগর আমাকে ডেকেছিলো
আমি যাইনি।

সৌন্দর্য আমাকে ডেকেছিলো
প্রাচুর্য আমাকে ডেকেছিলো
আমি যাইনি—

তুমি আমাকে ডাকোনি কখনো
আমি শুধু তোমারই কাছে যাবো।

৪.৫.৭৪ লালবাগ-ঢাকা

AMARBOI.COM

প্রত্যাশার প্রতিশ্রুতি

হাত ধরো
আমি হিংসার পৃথিবীতে এনে দেবো সুগভীর প্রেম
কবিতার অহিংস-স্বভাব।
হাত ধরো, হাত ধরো—আমি তোমাদের আরাধ্য ভুবনে
এনে দেবো ব্যতিক্রম অভিধান,
তোমাদের তমসা-সকালে আমি পৌঁছে দেবো
সমস্যাহীন এক সূর্যময় রোদ্দুর।

গভীর নিকটে বোসে আমি উষ্ণ করতলে
অনর্গল ছড়াচ্ছি আগুনের পুষ্টিকর ওষুধ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাতের দরোজা খুলে রাস্তায় বেরোলেই
সে-রোগনাশক এসে ধুয়ে দেবে জটিল স্বভাব।

হাত ধরো, আমি একটি সঠিক নিশ্চয়তা
এনে দেবো সন্ত্রাসের দৈনন্দিন উঠোনে।

হাত ধরো—আমি সমস্ত হতাশাকে
মন্ত্রবলে নিমেশে মুছে দেবো এক সৌম যাদুকর,
ভরাট অঘ্রান এসে চেতনায়, গৃহস্থালিতে
ছড়াবে আশংকাহীন স্বপ্নের ঘ্রান—

দিঘল রাত্রি কারো শরীরে দেবে না মৃত্যুর ছোঁয়া
চোখের সকেটে কারো স্বপ্নভুক মাছি ফেলবে না শ্বাস।
হাত ধরো, আমি বেদনার দীর্ঘ রজনী থেকে
অনিদ্রা তুলে নিয়ে এনে দেবো নিশ্চিন্ত ঘুম।

হাত ধরো, হাত ধরো—
আমি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিবর্তে
এনে দেবো তৃতীয় পৃথিবীর শ্রেনীহীন কবিতার ভুবন।

৫.২.৭৫ লালবাগ ঢাকা।

AMARBOI.COM

জানালায় জেগে আছি

জেগে আছি, তুমি ভুল বুঝো না—
এতো নিরবে এতো নিশব্দে খুলেছি নিদ্রার রেনু
স্পর্শকাতর বাতাসেরও কাঁপেনি শিথিল কুন্তল।
জেগে আছি—তুমি নিদ্রা ভেবে ভুল কোরো না।

চোখের কার্নিশে জমেছে অযত্ন অবহেলা,
উদাসী ঊর্ননাভ
কখন বুনে গেছে সংসার নিজের চতুর্পাশে জানি না,
আসাতে বিভোর ছিলাম তার চ'লে যাওয়া মনে নেই . . .

এতোটা বিভোরতা ছিলো, এতোটা পাওয়ার পুলক
এতোখানি বসবাস ছিলো তার আমার গভীরে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো কথাহীন নিশব্দে এসে করতলপটে লিখেছিলো
একখানি কথা—আমি।

একখানি কথার ভেতরে এতো কথা ছিলো, এতো মোহ ছিলো
একখানি বাঁকা চাঁদে ছিলো এতোটা স্নিগ্ধ পূর্নিমা!

জেগে আছি, জেগে আছি— যতোদূরে যাও
জেনো রাত্রির ঘরে আমারো একখানা জানালা আছে,
চৈত্রের সব পাখি— সব ফুল— সব প্রতীক্ষারা
এই নিশব্দ জানালার কাছে নত হয়ে আসে
অঙ্গের সুষমা খুলে যায় সৌরভরাশি।

এতোটা নিশব্দে জেগে থাকা যায় না, তবু জেগে আছি....
আরো কতো শব্দহীন হাঁটবে তুমি, আরো কতো নিভৃত চরনে
আমি কি কিছুই শুনবো না— আমি কি কিছুই জানবো না!

১৯.৩.৭৬ মিঠেখালি মোংলা

AMARBOI.COM

অশোভন তনু

তবে কি শরীরে কোনো অনাস্থা ছিলো
অন্তসত্ত্বার লজ্জার মতো ফুটে ওঠা স্ফীত উদোর
কোনো পোষাক যাকে ঢাকতে পারেনি!
জন্মের পূর্বাভাসে বেড়ে ওঠা সেই অশোভন সত্য
কোথাও কি মাখা ছিলো অবয়বে, দেহে।

তবে কি শরীরে ছিলো কোনো উদ্ধত অশোভন
কোনো অপঘাত, প্রত্যাখ্যানে পুষ্ট কোনো মৃত্যুর স্মৃতি
তাজা কিছু ধংশের ক্ষতচিহ্ন
কোনো প্রসাধন যাকে আগলে রাখতে পারেনি!
অন্তরাল ছিন্ন কোরে জেগে ওঠা সেই ভয়ানক ক্ষতি
কোথাও কি পষ্ট হয়ে উঠেছিলো ললাটে, মুখে?

গৃহ ডাকে না—
মানুষ গুটিয়ে নেয় তার সবগুলো ডাকার হাত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিকড় বিশ্বাসী মানুষ এতোটা তরু-ঘাতক হতে পারে
এতোটা হিংস্র হাত ছিঁড়ে নিতে পারে মমতার সকল লতা!

মানুষ কি পাখি, পাখায় লেখা এক যাযাবর পথ?

সংসার রচনায় তবে ফুলের এতো উপেক্ষা কেন
এ-বুকে আগুন দেখে মানুষের এতো ভয় কেন!
তবে কি তনুতে আমার কোনো ধংশের ক্ষতচিহ্ন ছিলো?
তবে কি চোখে মুখে আমার ভিন্ন কোনো পূর্বাভাস ছিলো?

৭.৪.৭৬ মিঠেখালি মোংলা

গোপন ইঁদুর

এক ইঁদুর আসে রাতে আমার ঘরে,
চিকোন দাঁতে কাটে দেয়াল মেঝে
কাটে সকল প্রয়োজনীয় জিনিসপত্তি কাটে,
এক ইঁদুর আসে ঘরে।

তার ছয়টি দাঁতে কাটে মাথার স্নায়ু,
বুকে আমার নোখের কটু ঘায়ে
ছেঁড়ে রূপোলী স্বপ্ন, শুভ স্মৃতির বসবাস
তার বিষের নোখে দাঁতে।

এক সুশ্রী তনু ইঁদুর আসে দেহে,
টের পাই না কোনো কিছুই তার,
দেহে আমার সিঁদ কেটে যায় গোপনে সেই চোর
তার টের পাই না কিছু।

এই ইঁদুর-কাটা দেহের বাড়িঘর,
বাইরে থেকে যায় না বোঝা কিছু
ভেতরে সেই ইঁদুর বোসে ছয়টি দাঁতে কাটে
হায়, বোধি আমার মেধা!

সেই সুশ্রী তনু ইঁদুর এসে দেহে
কাটে জীবন-স্বপ্ন-শুভতরু,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাইরে থেকে যায় না বোঝা, মৃত্যু বাড়ে ঘরে
হায়, টের পাই না কিছু!

৩১.১.৭৭ সিদ্ধেশ্বরী ঢাকা

বিষবৃক্ষ ভালোবাসা

তোমার না-থাকা ভালোবেসে কিছু ভুলকে বেঁধেছি বক্ষে,
কিছু বলো নাই—ভুল বৃক্ষকে অবাধে দিয়েছো বাড়তে।

তুমি কি জানতে
ওই তরু নয় স্বাস্থ্যোপযোগি, ওতো সেই বিষবৃক্ষ।
তুমি কি জানতে ওই ভুল বোধ কতোখানি ক্ষতি নষ্ট!
তাহলে আমার ভুল নির্মান করোনি তা কেন ধংশ?

এটুকু জীবনে এই অপচয়, ভুল পথে এই যাত্রা—
মিছে কষ্টকে ভালোবেসে এই আত্মহনন-যজ্ঞ
কেন জল ঢেলে নেভাওনি এর হোমানল-বিষ-অগ্নি?

না পাওয়াকে যদি পেয়ে যাই তবে না-পাওয়াই হয় সত্য,
গুটিকয় হাতে পাওয়ার নীড়টি থাকে ক্রীতদাস-বন্দী—
আমার প্রাপ্য এই ধোঁয়া-জালে চিরদিন হলো ভ্রষ্ট।

তুমি বলো নাই, এই ত্যাগ হবে কারো স্বার্থের টেক্কা
সারা জীবনের সঞ্চয় দিয়ে একজন রবে ব্যর্থ,
তুমি বলো নাই—তুমি বলো নাই অমোঘ নিয়তি মিথ্যে।

পেতে চাই গ্রাস অঞ্জলি ভরে যা-কিছু আমার প্রাপ্য,
তোমার থাকাকে বুক ভ'রে চাই, না-থাকা কিছুকে চাই না।

১.৯.৭৭ মিঠেখালি মোংলা

ধাবমান ট্রেনের গল্প

তখন সন্ধ্যার পর আমাদের সব কথা বলা হয়ে গেছে।
মুখোমুখি বোসে থাকা কথাহীন ক্লান্ত চোখ, নোখ খুঁটে খুঁটে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে যার স্মৃতির কাছে ফিরে এসে হয়েছি নিরব কোলাহল—
সব কথা বলা হয়ে গেছে।

তখন স্তব্ধতা জুড়ে শুধু মেঘ— শুধু ঘাম—শুধু যন্ত্রের চিৎকার
স্মৃতি আর আকাংখার সব গল্প বলা হয়ে গেছে।
জীবনের কথাগুলো এরকম মুহূর্তে ফুরায়
স্পর্শ করার আগেই ভালোবাসা গৃহ ছেড়ে এভাবে পালায় দূরে।

ধাবমান ট্রেন তার ছুটে চলা ধাতব জীবন,
আমাদের সবুজ কম্পার্টমেন্ট তবু শব্দহীনতা— মৃত্যুর মতো—
যেন ফসল উঠে যাওয়া নিস্ব ক্ষেত—ভেঙেচুরে প'ড়ে আছে
তার মাঝে শীতের বিষন্ন রোদ, নিরুত্তাপ— অসুখে মোড়ানো।

আমাদের সব গল্প, সব কথা, সব স্মৃতি বলা হয়ে গেছে,
টের পেয়ে আকাশের দেহ থেকে ঝ'রে পড়ে সন্ধ্যার তমসা
আমাদের নিশব্দের প'রে, আমাদের জীবনের 'পরে।

আমরা কি কোনোদিন আর কোনো কথা বলবো না?
এরকম পরস্পর মুখোমুখি বোসে থেকে থেকে
ছুটে চলা সময়ের ট্রেনে কোনোদিন আবার হবো না মুখরিত?
কোনো কথা বলবো না!

আমরা কি কিছুই করবো না আর?
আকাশের দেহ থেকে ঝ'রে পড়ে সন্ধ্যার আঁধার—
এসো কথা বোলে উঠি, আমরা ভালোবাসার কথা বলি,
এই নিশব্দের দেয়াল ভেঙে এসো আজ স্বপ্নের কথা বলি।

আমাদের প্রিয় কথাগুলো, গল্পগুলো, প্রিয় স্বপ্নগুলো
সেই শৈশবের মতো কতোদিন প্রান খুলে বলিনি কোথাও!
আহা, কতোদিন আমরা আমাদের ভালোবাসার কথা বলিনি!

২৫.৯.৭৭ মিঠেখালি মোংলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বাসী বৃক্ষের ছায়া

ওই তরুতলে বিশ্বাসী ছায়া, ওই ছায়াটুকু অনুকূল,
রোদে পোড়া মন চায় গৃহ-ছায়া, চায় নির্জন বসবাস—
অবরোধ খোলো, ওই ছায়াতলে যাই।

সারা প্রান্তরে ঘামের গন্ধে বাতাস যখন ম্রিয়মান
যখন শরীরে ক্লান্তির গানে ঝাঁপিয়ে পড়েছে অবসাদ,
তখন তোমার গৃহ-ছায়াখানি খোলো।

গৃহ-ছায়াতলে যে-বৃক্ষতল, যে তরুর ছায়া অপরূপ
ফিরে এলে তুমি সেই ছায়াটুকু খুলে দিও দিন অবসানে।

বেদনাকে চিনি, রোদ্দুর চিনি, তৃষ্ণা তুমুল বিষফল।
দুর্যোগ-দিনে দেখেছি পীড়িত অসহায় একা গাঙচিল—
দুটি চোখ তার নিরাপদ নীড় খোঁজে কি ভীষন তৃষ্ণায়।

গৃহখানি দাও, রোদে পোড়া মন চায় নির্জন অধিবাস . . .

ওই তরুতলে বিশ্বাসী ছায়া, ওই গৃহছায়া অবিনাশ,
শরীর এখন ক্লান্তির কাছে নুয়ে আসে ঘোর অবসাদে—
অবরোধ খোলো, আমাকে তোমার ওই ছায়াটুকু দাও।

১১.৯.৭৭ মিঠেখালি ফোরা

AMARBOI.COM

অনিদ্রার শোকচিহ্ন

বুকের ভেতরে এই ঝড় তুমি জানবে না,
নিরুপায় ধংশের মাঝে কেন এই স্বেচ্ছাদহনে
অনায়াসে স্বপ্নের সরল সংসারখানা ভেঙে ফেলি!
তুমি জানবে না, একখণ্ড মেঘের জন্যে কি বিশাল মরুভূমি
অভ্যন্তরে তুমুল সাইমুমে বিশটি চৈত্রের নিচে পুড়ে যায়
অক্ষম ক্ষোভে।

এই চোখ দেখে তুমি বুঝবে না, কতোটা ভাঙনের চিহ্ন
জীবনের কতোটা পরাজয় ছুঁয়ে তার বেড়েছে বয়সের মেধা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিমানে কণ্ঠ বুজে আসে, নিরপরাধ বাসনার চোখে
স্বচ্ছ কাঁচের মতো জ'মে থাকে জল, টলমল—তবু ঝরে না কখনো . . .

শরীরে ঘামের ঘ্রাণে শুধু কেটে যায় বেলা,
ক্লান্তিগুলো খুলে-খুলে আগামীকে বলি :
জননীর অপেক্ষা নিয়ে কতোটুকু রেখেছো আমার
পৌষে নবান্নের মতো কতোটুকু সুস্থির নিশ্চয়তা?

পরাজয় ক্ষত বুকে উবু হয়ে প'ড়ে থাকা রাতের শরীরে
গ্লানির ক্ষরনে ভেসে যায় চাঁদের করুন অবয়ব
তবু তুমি কিছুই জানো না—

এশিয়ার রাত জানে কতোটুকু অনিদ্রার শোক
জীবনের দুই চোখে বেড়ে ওঠে ভয়ানক কঠিন আক্রোশে!

৯.৮.৭৬ সিদ্ধেশ্বরী ঢাকা

ফাঁসির মঞ্চ থেকে

ফাঁসির মঞ্চ থেকে আমাদের যাত্রার শুরু।

এক একটি জন্মের সমান মেধাবী মৃত্যু
এক একটি প্রতিজ্ঞা-পুষ্ট মৃত্যুর সোপান
দুর্যোগ-অন্ধকারে তুলে রাখে সূর্যময় হাত—
তুমুল তিমিরে তবু শুরু হয় আমাদের সঠিক সংগ্রাম।

মৃত্যুর মঞ্চ থেকে
মৃত্যুর ভূমি থেকে
আমাদের প্রথম উত্থান।
যাকে তুমি মৃত্যু বলো, যাকে তুমি বলো শেষ, সমূল পতন
আমি তার গভীরে লুকোনো বিশ্বাসী বারুদের চোখ দেখে বলি
এইসব মৃত্যু কোনো শেষ নয়, কোনো বিনাশ, পতন নয় . . .

এই সব মৃত্যু থেকে শুরু হয় আমাদের সূর্যময় পথ,
এই ফাঁসির মঞ্চ থেকেই আমাদের যাত্রার শুরু।

১০.৭.৭৭ নীলক্ষেত ঢাকা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হে আমার বিষন্ন সুন্দর

সারারাত স্বপ্ন দেখি, সারাদিন স্বপ্ন দেখি
যে-রকম আকাশ পৃথিবী দ্যাখে. পৃথিবী আকাশ,
একবার অন্ধকারে, একবার আলোর ছায়ায়
একবার কুয়াশা-কাতর চোখে, একবার গোধূলির ক্লান্ত রোদে—
সারারাত স্বপ্ন দেখি—সারাদিন স্বপ্ন দেখি।

একখানি সুদূরের মুখ জ্ব'লে থাকে চেতনার নীলে,
কে যেন বাদক সেই স্বপ্নের ভেতরে তোলে বিষাদের ধ্বনি
আঁকে সেই প্রিয়মুখে— সুদূরের মুখে
বর্নময় রঙিন বিষাদ।

ফিরে আয় বোলে ডাকি—সে বাদক উদাসিন থামে না তবুও . . .

সারারাত স্বপ্ন দেখি, সারাদিন স্বপ্ন দেখি—
স্বপ্নের ভেতরে তুমি হে আমার বিষন্ন সুন্দর
চোখের সমুখে আজ কেন এসে দাঁড়ালে নিঃস্ব;
কেন ওই রক্তে মাংশে, কেন ওই নশ্বর ত্বকের আবরনে
এসে আজ শুধোলে কুশল?

হে আমার বিষন্ন সুন্দর
হৃদয়ের কূল ভেঙে কেন আজ এতো জল ছড়ালো শরীরে
কেন আজ বাতাসে বসন্ত দিন ফিরে এলো কুয়াশার শীতে!

কে সেই বংশীবাদক স্বপ্নের শিয়রে বোসে বাজাতেন বাঁশি
বেদনার ধ্বনি তুলে রাত্রি দিন, সে আজ হারালো কোথায়?

বেদনার রঙ দিয়ে আমি যারে আঁকি
হৃদয়ের রক্ত দিয়ে আমি যারে আঁকি
আমার কষ্ট দিয়ে, আমার স্বপ্ন দিয়ে যে আমার নিভৃত নির্মান
সেই তুমি—হে আমার বিষন্ন সুন্দর

মর্মমূল ছিঁড়ে এসে ঠাঁই নিলে কেন এই মাংশের বুকে!
কেন ওই বৃক্ষতলে, কেন ওই নদীর নিকটে এসে বোলে গেলে
তোমার ঠিকানা!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি তো প্রার্থনাগুলো শস্যের বীজের মতো দিয়েছি ছড়িয়ে
জল তাকে পুষ্টি দেবে, মাটি তাকে ভূমি দেবে, তুমি তার গভীর ফসল—
বাতাসে তুলোর মতো তুমি তবে উড়ে এলে কেন!

কেন আজ পোড়া তুষের গন্ধে শুধু জন্মের কথা মনে পড়ে!
শৈশব কৈশোর এসে মিশে থাকে ফাল্গুনের তুমুল হাওয়ায়
একটি রাত্রি কেন হয়ে ওঠে এতো দীর্ঘ দীর্ঘ রাত?

হে আমার বিষন্ন সুন্দর
দুচোখে ভাঙন নিয়ে কেন এই রুক্ষ দুঃসময়ে এলে
কেন সমস্ত আরতির শেষে আজ এলে শূন্য দুখানি হাত!
কেন এলে, বিষন্ন সুন্দর, তুমি কেন এলে?

২.২.৭৮ সিদ্ধেশ্বরী ঢাকা

নক্ষত্রের ধুলো

মারী ও মড়ক নাচে পাণ্ডুর মানুষের বুকের প্রদেশে।
ধূসর-পালক-রাতে পলাতক সব পাখি—পাখিদের গান—
যেন এই মাঠে আর উৎসব হবে না কোনোদিন—কোনো শীতে
ফসলিম জমি শস্য-পার্বন নিয়ে কোনোর রাত্রিগুলোকে
ছোঁবে না কখনো আর।

প্রৌঢ় পৃথিবীর নগ্ন খুলিতে পা রেখে এক অঘ্রানী যুবক,
করতলে মাটি ছুঁয়ে রক্তে মাংশে পেতে চায় শানিত আগুন,
বন্ধ্যা অন্ধকার তবু মৃত মানুষের মতো ব'য়ে আনে শীত
ব'য়ে আনে কবরের হলুদ কাফনে বাঁধা একরাশ স্মৃতি।

পাণ্ডুর রমনী দেহে—কালো কৃষকের বুকে
শস্যের সম্পাত নিয়ে একফালি মুগ্ধ চাঁদ
কাস্তের চিৎকারে দুলে তুলে দেবে নাকি কিছু ফেলে আসা শ্রম,
শ্রমের ক্ষমতা।

ক্ষুধার শয্যা পেতে এক মন্বন্তরের ক্ষুধিত শকুন
মননের হাড় থেকে ছিঁড়ে খায় বোধি প্রেম, সুস্থতার মাংশ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষ জানে না তবু কতো হাড় করোটির ধুলো জ'মে জ'মে
একটি নক্ষত্রের বিশ্বাস জন্ম নিয়েছে সেইরাতে—

সেইরাতে সমুদ্রের সফেদ ফেনার মতো একখানা হাত
মৃত্যুর গভীর থেকে তুলে এনেছিলো এক শস্যার্দ্র জন্ম,
সেইরাতে, সেইরাতে—সূর্যহীন জোস্নাহীন সেই অন্ধকারে
আমাদের প্রতিজ্ঞারা মেঘের মুখোশ ছিঁড়ে নক্ষত্রের দিকে
উঠে গিয়েছিলো এক ফেনিল প্রত্যাশায়।

৫.৭.৭৬ মিঠেখালি মোংলা

কৃষ্ণপক্ষে ফেরা

অন্ধকারেও চিনে নেবো সঠিক—ভেতরে আগুন আছে।
আত্মঘাতী আগুনের খেলায়
যদিও পুড়েছে বনভূমি, বকুলের কিশোরী নিশ্বাস
প্রিয় অগ্নিকে তবু পুষেছি ঘাতক নির্জন উৎসাহে।

কতোটুকু মোহাচ্ছন্ন হবে পথ
কতোটুকু অন্ধকার হতে পারে আঁধারের তনু!
ঠিকই চিনে নেবো আগুনের অন্য ব্যবহারে,
জীবনে জন্ম ঘ'ষে জ্বালিয়ো আগুন—ঠিকই চিনে নেবো।

দুচোখে মৃত্যু মেখে যতোই অচেনা হও
কথার কৌশলে সাজিয়ে রাখো অপরিচিত অভ্যেস
তবু কতোটুকু অচেনা হবে!
অধরের তীরে কালো তিল নয় বোধের উৎস ভূমিতে
শনাক্তকরন চিহ্নির মতো জ্ব'লে আছো অবিনশ্বর কাংখায়
জন্মে জন্মে জ্বলে আছো অনল জাহ্নবী।

চিনে নেবো আকাশ নদী নক্ষত্র শহর সংসারে
ধারালো রোদের স্বভাবে কেটে—কেটে সকল অগম্যতা,
দুচোখে আঁধারের শোকচিহ্ন নিয়ে কৃষ্ণকণ্ঠ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৃষ্ণপক্ষের চাঁদে গোপন অভিসারী সাহস
দরোজায় মৃদু আঙুল ছুঁয়ে ডাক দেবো— এসেছি।

২৩.৩.৭৬ রামপাল মোংলা

দুর্বিনীত জলের সাহস

প্রয়োজন এসেছে আজ জলে ওঠো আর্ত মানুষ,
জ্ব'লে ওঠো বৃক্ষ. গ্রাম. জনপদ. শ্রমিক শহর
অবরুদ্ধ লোকালয়।

হত্যা আর সন্ত্রাসের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে ব্যথিত জীবন,
আজ বড়ো দুঃসময়—ইটের দেয়ালে বন্দি ফুলের চিৎকার
ওই শোনো কাতর কান্নার ধ্বনি ভেসে আসে নিষিদ্ধ বাতাসে।

কথা বলো, কথা বলো অমিতাভ।
শানিত শোনিতে জ্বেলে প্রতিবাদী আগুনের লাভা
একবার বোলে ওঠো ঃ দুঃশাসন আমি মানি না তোমাকে,
একবার বোলে ওঠো ঃ ভুল মানুষের কাছে নতজানু নই।

পৃথিবীতে তিনভাগ জল—
ওদের জানিয়ে দাও প্লাবনে পাহাড় ধসে, ধ'সে যায় মাটি
শিলার বিপুল মহিমা ধ'সে পড়ে দুর্বিনীত জলের আঘাতে।

অমীমাংসিত ক্ষোভ যার মিশে আছে অস্থি শোনিতে
রক্তাক্ত হয়েছে বুক— নতজানু সে মানুষ হয়নি কখনো।।

১১.১২.৭৭ সিদ্ধেশ্বরী ঢাকা

অবেলায় শংখধ্বনি

অতোটা হৃদয় প্রয়োজন নেই,
কিছুটা শরীর কিছুটা মাংশ মাধবীও চাই।
এতোটা গ্রহন এতো প্রশংসা প্রয়োজন নেই
কিছুটা আঘাত অবহেলা চাই প্রত্যাখ্যান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহস আমাকে প্ররোচনা দেয়
জীবন কিছুটা যাতনা শেখায়,
ক্ষুধা ও খরার এই অবেলায়
অতোটা ফুলের প্রয়োজন নেই।

বুকে ঘৃনা নিয়ে নীলিমার কথা
অনাহারে ভোগা মানুষের ব্যথা
প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন নেই—
করুনা কাতর বিনীত বাহুরা ফিরে যাও ঘরে।

নষ্ট যুবক ভ্রষ্ট আঁধারে কাঁদো কিছুদিন
কিছুদিন বিষে দহনে দ্বিধায় নিজেকে পোড়াও
না হলে মাটির মমতা তোমাতে হবে না সুঠাম,
না হলে আঁধার আরো কিছুদিন ভাসাবে তোমাকে।

অতোটা প্রেমের প্রয়োজন নেই
ভাষাহীন মুখ নিরীহ জীবন
প্রয়োজন নেই— প্রয়োজন নেই

কিছুটা হিংস্র বিদ্রোহ চাই কিছুটা আঘাত
রক্তে কিছুটা উত্তাপ চাই উষ্ণতা চাই
চাই কিছু লাল তীব্র আগুন।

AMARBOI.COM

২৯.৭.৭৬ নীলক্ষেত ঢাকা

পৃথিবীর প্রৌঢ় স্তন

স্ত্রীর অবাধ দুধ পান কোরে
একদিন আমিও চেয়েছি হতে শৈশব—শিশুকাল
আমিও চেয়েছি হতে শিশু।

মাথার খুলির প'রে, মগজের তলদেশে
সারারাত সারাদিন সাড়ে তিনশত কোটি কাক
ঠোকরায় বিরতিবিহীন।
অভাব—অভাব আসে ঝাঁক-ঝাঁক বুনো শুয়োরের মতো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কি করুন কাটে রাত—ঘুম নেই চিন্তার চোখে,
সরল শিশুর মতো খুলে ফেলি শরীরের
যাবতীয় সভ্যতাগুলো,
নত হোই—
স্ত্রীর স্তন্যে রাখি ঠোঁট আদিম মানুষ আমি এই বিংশ শতকে।

একটি মানুষ পারে কতোটুকু সরাতে অভাব!
সে আরো অভাব খুঁড়ে টেনে তোলে অনন্ত শূন্যতা,
অনন্ত হাহাকার আরো বেড়ে ওঠে তার বাইরে ভেতরে।

ঘুম নেই জীবনের চোখে—
শত-শত উলঙ্গ মানুষ ছুটে এসে শিশুর মতো
মাঝরাতে কামড়ায় পৃথিবীর প্রৌঢ় স্তন
নিরুপায় ব্যর্থ ক্রোধে।

১৫.১.৭৭ মিঠেখালি মোংলা

ক্লান্ত ইতিহাস

যে-পথে ফিরেছে সব, সেই পথে আমার হবে না ফেরা,
ভাঙনের রুগ্ন গান শুনতে শুনতে, বৃষ্টিতে আমূল ভিজে
বেহুদার ভাঙা ভেলা ফিরে যাবে জন্মের বিশ্বাসে।

সাথে আমি কি কি নেবো?
বিলাসী নগর থেকে তীক্ষ্ণ রমনীর প্রেম
মদ, মাংশ, কৃত্রিম হাসির ঠোঁট, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ভালোবাসা?
আমি কি কি নেবো!
ইটের নিসর্গ থেকে জং ধরা মানুষের শব, কালো টাকা
জালিয়াতি, আলুর গুদাম আর এই ন-পুংশক রাজনীতি?

সেল্‌ফে বন্দি রবীন্দ্রনাথ, ড্রয়িংরুমে ঝুলে থাকা ধানশীষ
আহা বাংলাদেশ তুমি ঝুলে আছো—আমার সোনার বাংলা . . .
কতিপয় হিজড়া-পণ্ডিত আর মূর্খ নেতাদের ডিনার টেবিলে
মুখ থুবড়ে প'ড়ে আছে বিষন্ন বাংলাদেশ উচ্ছিষ্ট হাড়ের মতো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি জানি এই ঋণ আমাকেই শোধ দিতে হবে,
এই ধ্বংশস্তূপ কাঁধে নিয়ে আমাকেই যেতে হবে সহস্র মাইল।

ফিরে যাবো।
যে-পথে সবাই ফেরে, হাসি খুশি মুখে গান, প্রিয়জন সাথে
সেই পথে আমার হবে না ফেরা, সেই পথ আমার হবে না—
রক্ত, ঘাম আর ধ্বংশস্তূপ কাঁধে নিয়ে আমাকে ফিরতে হবে।

ট্রেনের জানালা দিয়ে ধানক্ষেত দেখতে দেখতে আমার ফেরা হবে না
চেঞ্জারে ভাটিয়ালি লালন শুনতে শুনতে আমার ফেরা হবে না,
বুক ভরা ভালোবাসা মৌন মুগ্ধ গান আমার হবে না ফেরা—

আমাকে ফিরতে হবে ঘাম, রক্ত আর সময়ের ধ্বংশস্তূপ কাঁধে
শেষতম সৈনিকের মতো একা একা ক্লান্ত ইতিহাস।

৪.১১.৭৭ সিদ্ধেশ্বরী ঢাকা

বিশ্বাসের হাতিয়ার

নষ্ট সময়—নষ্ট প্রহর
নষ্ট শশা-র পচনের মতো গলিত জীবন।
মাজরা পোকায় খেয়ে যাওয়া ধান তরুন শস্য
নমস্য কিছু প্রবীন পথিক
আজো বোসে আছে পচা পুরাতন বটের শিকড়ে।

মৌশুম যায়—অনাবাদি জমি প'ড়ে থাকে চাষহীন,
লাঙল আসে না, আসে নর্তকী খেমটা নাচনে ধেয়ে।
ধেনোমদ চায় বিদেশী বনিক, ধান চায় স্বদেশীরা—

শিরা উপশিরা ধমনী-রক্তে কারা বুনে যায় রোগ
কারা লালনের বাউল কণ্ঠে সোনালি শিকল বাঁধে?
কারা সেই প্রতারক!
কারা এ-মাটির পুষ্পকে বলে পাপ?

কোটি কোটি বুক এক বুকে মিশে আছে,
জয়ন্তিয়ায়—খাশিয়া পাহাড়ে—পদ্মার ভাঙা পাড়ে
হাজার বছর যে-মানুষ শুধু লড়েছে কঠিন প্রানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে-মানুষ হাড়ে লবনের ঘ্রান, বুকে সমুদ্র-ঝড়
রোদ্দুরে পোড়া চামড়ায় যারা মেখেছে পলির কাদা,
আজ তারা আসে গর্জনে ঘন বর্ষনে, কাঁপে মাটি।

বাজ-পোড়া তরু ঘরের দুয়োরে,
কুকুরে শকুনে টেনে ছিঁড়ে খায় মায়ের শরীর এই জনপদে,
ঠেকাতে পারি না—কণ্ঠ বাহুতে ঝুলে আছে তালা রাজার এনাম।

আমার পরান প্রিয় এই চর, এই শস্যের মাটি,
ওরা চায় তাকে মরুভূমি আর শ্মশান বানাতে,
তমাল শিরীষ কেটে তাই ওরা বুনেছে খোরমা তরু
এই পলিমাটি চরে।

কোটি কোটি বুক এক বুকে আছে মিশে,
অস্থিতে মাখা তিতুমীর আর সূর্যসেনের লোহু,
অশোকের ঘন ছায়ার মতোন মায়ের প্রেরনা বুকে
কারে তোর এতো ডর?
কার ডরে তোর পাথর-কঠিন সিনা হয়ে আছে নত?

গেরামের পর গেরাম উঠছে জেগে
শস্যের মাঠে লাঙলের কোলাহল,
খুনীর অঙনে বাজে প্রতিশোধ মত্ত মাদল
জাগে সমতার পূব হাওয়াই, পূর্বাভাসের বাঁশি।

কোথায় পালাবে?
মানুষ চিনেছে মুখোশের মুখ, মানুষ চিনেছে শত্রু,
হাতে হাতিয়ার বুকে বিশ্বাস ওই দ্যাখো ওরা আসছে।

২৬.১.৭৭ সিদ্ধেশ্বরী ঢাকা

নিশব্দ থামাও

থামাও, থামাও এই মর্মঘাতী করুন বিনাশ,
এই ঘোর অপচয় রোধ করো হত্যার প্লাবন।

লোকালয়ে ভোর আসে তবু সব পাখিরা নিখোঁজ—
শস্যের প্রান্তর খুলে ডাকি আয়, আয় প্রিয় পাখি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একবার ডেকে ওঠ মুখরতা, মৃত্যুর সকালে
বাজুক উজ্জ্বল গান—জনপদ নিসর্গ জানুক
এখনো পাখিরা আছে, গান আছে জীবনের ভোরে।

থামাও মৃত্যুর এই অপচয়, অসহ্য প্রহর।
স্বস্তির অস্থিতে জ্বলে মহামারী বিষন্ন অসুখ,
থামাও, থামাও এই জংধরা হৃদয়ের ক্ষতি।

ইঁটের দেয়াল ভেঙে যে-ভাষার সদর্প উত্থান
যে-ভাষার নিত্য জন্ম মানুষের জ্বলন্ত শিখায়,
আজ কেন সে-ভাষার কলরব শুনি না জীবনে?

কারা তবে সুখী হয়, নীলিমায় ওড়ায় ফানুস!
কারা এই দুঃসময়ে চ'ড়ে ফেরে অলীক জাহাজ?

ঘড়ভরা মৃত্যুহিম, লোকালয় ভয়ার্ত শ্মশান।
গান নেই, পাখি নেই, শব্দ নেই—নিমেষে থামাও
এ ভীষন বেদনার রক্তচোখ, ডাকাত নেশব্দ . . .

মৃত্যুকে থামাও, বলে আয় পাখি, আয় মুখরতা,
একবার ডেকে ওঠ এই কালো নির্মম সকালে।
লোকালয় গান হোক—জনপদ, নিসর্গ জানুক
এখনো পাখিরা আছে, গান আছে জীবনের ভোরে।

৩.৯.৭৭ মিঠেখালি, মোংলা

বেলা যায় বোধিদ্রুমে

এখনো কি হয়নি সময়, বোধিদ্রুম
এখনো কি আসেনি প্রত্যর্পনের রাত!

ছায়াতলে বোসে আছি, দীর্ঘ সময়
দ্রাক্ষাহীন লতার নিবিড় আস্তিনের ভেতর,
সমুখে সময়ের বাঁকা জল সবল শারীরিক
বেহুলা বেহুলা ভেলায় বিশ্বাস নিরাকার ভাসে—
দ্রাক্ষাহীন জেগে আছি মৃত্তিকায় হলুদ শিকড়ে
বোধিদ্রুম, এখনো কি হয়নি সময়!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জোস্নায় দাঁড়ায় কালো বিরোধী ঘাতক
হননের রুক্ষ বসন মাখা তার অন্ত্রে তনুতে,
মৃগহীন, দ্রাক্ষাহীন আমি জাগি সাবুজিক কোলাহলে
বোধিদ্রুম, এখনো কি আসেনি সময়!

লক্ষ্মী লক্ষ্মীমন্ত ফসল তুলেছে ঘরে
তাই সারারাত তার নহলি ঘ্রানের পরিমানু
খুঁটে খুঁটে ওরা সাজিয়েছে ইচ্ছের রূপালি থালায়।

আমি ভিন্ন ফসলের চাষ করেছি তরুতে,
পুষ্পে মুকুলে দেখে সম্ভাবনার পাঁচটি গভীর রেনু
বিশ্বাস নিরাকার ভাসিয়েছি বেহুলা বেহুলা ভেলা . . .

বেলা যায় দ্রাক্ষাহীন, বেলা যায় অতন্দ্রায়
বোধিদ্রুম, এখনো কি হয়নি সঠিক সময়
এখনো কি আসেনি প্রত্যর্পনের রাত!

৬.৯.৭৫ লালবাগ ঢাকা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাড়েরও ঘরখানি

১. মানুষের প্রিয় প্রিয় মানুষের প্রানে
মানুষের হাড়ে রক্তে বানানো ঘর
এই ঘর আজো আগুনে পোড়ে না কেন?

ঘুনপোকা কাটে সে-ঘরের মূল-খুঁটি
আনাচে কানাচে পরগাছা ওঠে বেড়ে,
সদর মহলে ডাকাত পড়েছে ভর দুপুরের বেলা
প্রহরীরা কই? কোথায় পাহারাদার?

ছেনাল সময় উরুত দ্যাখায়ে নাচে
ন-পুংসকেরা খুশিতে আত্মহারা।

বেশ্যাকে তবু বিশ্বাস করা চলে
রাজনীতিকের ধমনী শিরায় সুবিধাবাদের পাপ
বেশ্যাকে তবু বিশ্বাস করা চলে
বুদ্ধিজীবীর রক্তে স্নায়ুতে সচেতন অপরাধ
বেশ্যাকে তবু বিশ্বাস করা চলে
জাতির তরুন রক্তে পুষেছে নির্বীর্যের সাপ—

উদোম জীবন উল্টে রয়েছে মাঠে কাছিমের মতো।

২. কোনো কথা নেই—কেউ বলে না, কোনো কথা নেই—কেউ চলে না,
কোনো কথা নেই—কেউ টলে না, কোনো কথা নেই—কেউ জ্বলে না—
কেউ বলে না, কেউ চলে না, কেউ টলে না, কেউ জ্বলে না।

যেন অন্ধ. চোখ বন্ধ, যেন খঞ্জ, হাত বান্ধা,
ভালোবাসাহীন, বুক ঘৃনাহীন, ভয়াবহ ঋন
ঘাড়ে চাপানো—শুধু হাপানো, শুধু ফাঁপানো কথা কপচায়—
জলে হাতড়ায়, শোকে কাতরায় অতিমাত্রায় তবু জ্বলে না।
লোহু ঝরাবে, সব হারাবে— জাল ছিঁড়বে না ষড়যন্ত্রের?
বুক ফাটাবে, ক্ষত টাটাবে— জাল ছিঁড়বে না ষড়যন্ত্রের?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩. আমি টের পাই, মাঝ রাত্তিরে আমাকে জাগায় স্মৃতি—
নিরপরাধ শিশুটির মুখ আমাকে জাগায়ে রাখে
নিরপরাধ বধুটির চোখ আমাকে জাগায়ে রাখে
নিরপরাধ বৃদ্ধটি তার রেখাহীন করতল
আমাকে জাগায়ে রাখে।

মনে পড়ে বট? রাজপথ. পিচ? মনে পড়ে ইতিহাস?
যেন সাগরের উতলানো জল নেমেছে পিচের পথে
মানুষের ঢেউ আছড়ে পড়েছে ভাঙা জীবনের কূলে?
মনে কি পড়ে না, মনে কি পড়ে না, মনে কি পড়ে না কারো?
কী বিশাল সেই তাজা তরুনের মুষ্টিবদ্ধ হাত
যেন ছিঁড়ে নেবে স্রোব থেকে তার নিজস্ব ভূমিটুকু!

মনে কি পড়ে না ঘন বটমূল, রমনার উদ্যান
একটি কণ্ঠে বেজে উঠেছিলো জাতির কণ্ঠস্বর;
শত বছোরের কারাগার থেকে শত পরাধীন ভাষা
একটি প্রতীক কণ্ঠে সেদিন বেজেছিলো স্বাধীনতা।

হাতিয়ারহীন, প্রস্তুতি নেই, এলো যুদ্ধের ডাক,
এলো মৃত্যুর এলো ধংসের রক্ত মাখানো চিঠি।
গ্রাম থেকে গ্রামে, মাঠ থেকে মাঠে, গন্ধের সুবাতাসে
সে-চিঠি ছড়ায় রক্তে-খবর, সে-চিঠি ঝরায় খুন,
স্বজনের হাড়ে কয়রোটিতে জ্বলে সে-চিঠির সে-আগুন।

৪. ভরা হাট ভেঙে গেল।
মাই থেকে শিশু তুলে নিলো মুখ সহসা সন্দিহান,
থেমে গেল দূরে রাখালের বাঁশি, পাখিরা থামালো গান,
শ্মশান নগরী, খা-খা রাজপথে কাকেরা ভুললো ডাক।

প'ড়ে রলো পাছে সাত পুরুষের শত স্মৃতিময় ভিটে,
প'ড়ে রলো ঘর, স্বজনের লাশ, উনুনে ভাতের হাড়ি,
ভেঙে প'ড়ে রলো জীবনের মানে জ্বলন্ত জনপদে—
নাড়ি-ছেঁড়া উন্মূল মানুষের সন্ত্রাসে কাঁপা স্রোত
জীবনের টানে পার হয়ে গেল মানচিত্রের সীমা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫. মনে কি পড়ে না, মনে কি পড়ে না, মনে কি পড়ে না তবু?
গেরামের সেই শান্ত ছেলেটি কি-রোষে পড়েছে ফেটে
বন্ধুর লাশ কাঁধে নিয়ে ফেরা সেই বিভীষিকা রাত
সেই ধর্ষিতা বোনের দেহটি শকুনে খেয়েছে ছিঁড়ে—

মনে কি পড়ে না হাতে গ্রেনেডের লুকোনো বিস্ফোরন?
তারও চেয়ে বেশি বিস্ফোরনের জ্বালা জ্বলন্ত বুকে
গর্জে উঠেছে শত গ্রেনেডের শত শব্দের মতো।

গেরামের পর গেরাম উজাড় উঠোনে উঠেছে ঘাস।
হাইত্‌নের 'পরে ম'রে 'পড়ে আছে পালিত বিড়াল ছানা,
কেউ নেই, শুধু তেমাথায় একা ব্যথিত কুকুর কাঁদে।

আর রাত্রির কালো মাটি খুঁড়ে আলোর গেরিলা আসে—

৬. ঝোপে জঙ্গলে আসে দঙ্গলে আসে গেরিলার
দল, হাতিয়ার হাতে চম্‌কায়। হাতে ঝলসায়
রোষ প্রতিশোধ। শোধ রক্তের রোষে, তখতের
নেবে অধিকার। নামে ঝনঝনায়ে যদি জান্ যায়
যাক, ক্ষতি নেই ; ওঠে গর্জন, করে অর্জন মহা ক্ষমতার,
দিন আসবেই, দিন আসবেই, দিন সমতার।

৭. দিন তো এলো না!
পৃথিবীর মানচিত্রের থেকে ছিঁড়ে-নেয়া সেই ভূমি
দুর্ভিক্ষের খরায় সেখানে মন্বন্তর এলো।
হত্যায় আর সন্ত্রাসে আর দুঃশাসনের ঝড়ে
উবে গেল সাধ বেওয়ারিশ লাশে, শাদা কাফনের ভিড়ে,
তীরের তরীকে ডুবালো নাবিক অচেতন ইচ্ছায়।

৮. আবার নামলো ঢল মানুষের
আবার ডাকলো বান মানুষের
আবার উঠলো ঝড় মানুষের

৯. গ্রাম থেকে উঠে এলো ক্ষেতের মানুষ
খরায় চামড়া-পোড়া মাটির নাহান,
গতরে ক্ষুধার চিন্ মলিন বেবাক,
শিকড়শুদ্ধ গ্রাম উঠে এলো পথে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভাবের ঝড়ে ভাঙা মানুষের গাছ
আছড়ে পড়লো এসে পিচের শহরে।

সোনার যৌবন ছিলো নওল শরীরে
নওল ভাতার ঘরে হাউসের ঘর,
আহারে নিঠুর বিধি কেড়ে নিলো সব—
সোনার শরীর বেঁচে সোনার দোসর।

দারুন উজানি-মাঝি বাঘের পাঞ্জা
চওড়া সিনায় যেন ঠ্যাকাবে তুফান।
আঁধার গতর জেলে, দরিয়ার পুত
বুকের মধ্যে শোনে গাঙের উথাল।

তাদের অচেনা লাশ চিনলো না কেউ
ঝাঁক ঝাঁক মাছি শুধু জানালো খবর।

বেওয়ারিশ কাকে বলো, কার পরিচয়?
বাংলার আকাশ চেনে, চেনে ওই জল
আমার সাকিন জানে নিশুতির তারা,
চরের পাখিরা জানে পাড়ে ভাঙা নদী
আমি এই খুনমাখা মাটির ওয়ারিশ।

১০. স্বপ্ন-হারানো মানুষের ঢল রাজপথে আসে নেমে
স্বজন হারানো মানুষের ঢল রাজপথে আসে নেমে
ক্ষুধায় কাতর মানুষের ঢল রাজপথে আসে নেমে
পোড়ায় নগরী, ভাঙে ইমারত, মুখোশের মুখ ছেঁড়ে
ছিঁড়ে নিতে চায় পরাধীন আলো প্রচণ্ড আক্রোশে।

১১. আমি কি চেয়েছি এতো রক্তের দামে
এতো কষ্টের, এতো মৃত্যুর, এতো জখমের দামে
বিভ্রান্তির অপচয়ে ভরা এই ভাঙা ঘরখানি?
আমি কি চেয়েছি কুমির তাড়ায়ে বাঘের কবলে যেতে?

আর কতো চাস? আর কতো দেবো কতো রক্তের বলী?

প্রতিটি ইঞ্চি মাটিতে কি তোর লাগেনি লোহুর তাপ?
এখনো কি তোর পরান ভেজেনি লোনা রক্তের জলে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝড়ে বন্যায় অনাহার আর ক্ষুধা মন্বন্তরে
পুষ্টিহীনতা, জুলুমে জখমে দিয়েছি তো কোটি প্রান—
তবুও আসে না সমতার দিন, সমতা আসে না আজো।

১২. হাজার সিরাজ মরে
হাজার মুজিব মরে
হাজার তাহের মরে
বেঁচে থাকে চাটুকার, পা-চাটা কুকুর,
বেঁচে থাকে ঘুনপোকা, বেঁচে থাকে সাপ।

১৩. খুনের দোহাই লাগে, দোহাই ধানের
দোহাই মেঘের আর বৃষ্টি জলের
দোহাই, গর্ভবতী নারীর দোহাই,
এ-মাটিতে মৃত্যুর অপচয় থামা।

আসুক সরল আলো, আসুক জীবন
চারিদিকে শত ফুল ফুটুক এবার।

১৪. জাতির রক্তে ফের অনাবিল সমতা আসুক
জাতির রক্তে ফের সুকঠোর সততা আসুক
আসুক জাতির প্রাণে সমতার সঠিক বাসনা।।

AMARBOI.COM

পৌরানিক চাষা

পতিত জমিনে যদি কোনোদিন দ্যাখা হয়
ওলো নারী, তখন বলিস ডেকে : আটকুড়ে, শিথিল মরদ—
আমি সব মাথা পেতে নেবো।

চাষের চৌষট্টি কলা শিখেছে শরীর।
আমি সেই পৌরানিক কিষান-আদম
গন্ধমের আছে অভিজ্ঞতা,
আছে জানা খরা, জল, অনাবৃষ্টি, মেঘের গতিক—
ভয় নেই ওলো নারী, চাষাবাদ আমিও শিখেছি।

আমিও শিখেছি নারী লাঙলের জটিল নিয়ম,
মানুষের কতোটুকু মাটি আর কতোটা জলীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কতোটুকু পশু থাকে একজন রমনীর দেহে
বৈশাখের রাতে কেন সোমত্ত শরীর জুড়ে
শ্রাবনের বেনোজল ডাকে।

ওলো নারী, সহজে খুলি না তনু, খুলি না জবান।

নিশিথে নিশির ডাক শুনে যদি শিথিল হয়েছে শাড়ি
তবে আর দ্বিধা কেন?
কাঁকরের রাঙামাটি অপরূপ শয্যা হবে
চন্দনের ঘ্রান হবে শরীরের উষ্ণতম ঘাম—

ওলো নারী ভয় নেই, চাষের চৌষট্টি কলা আমিও শিখেছি,
আমিও শিখেছি নারী আবাদের মাতৃভাষা, সঠিক শৃঙ্গার।।

২৪ বৈশাখ, '৮৫ সিদ্ধেশ্বরী ঢাকা

কাচের গেলাশে উপচানো মদ

বদলে যাচ্ছে এই গ্রামখানি, নদীটির তীর
কপালের নিচে সরল চক্ষু বদলে যাচ্ছে।

কিশোরীর ঝাঁক দল বেঁধে আর খেলতে আসে না।
হাতের ভেতরে মমতার হাত, স্মৃতির পৃথিবী
বদলে যাচ্ছে বদলে যাচ্ছে—বদলে যাচ্ছে।

ঘড়িতে তখন মধ্যরাত্রি
স্নায়ুতে আমার না-পাওয়া সুখের ব্যথিত অনল
স্নায়ুতে এখন তোমাকে না-পাওয়া রাগী সাইমুম।
তুমিও ক্রমশ বদলে যাচ্ছো—বদলে যাচ্ছো।

আমার দুপাশে ভাঙছে পৃথিবী
পদ্মার চর, রাজনীতি আর রম্য গনিকা।
সব বনভূমি হচ্ছে এখানে সভ্য নগরী
গ্রাম থেকে আসা মানুষের ঢেউ ভাঙছে মড়কে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বদলে যাচ্ছে, পৃথিবী আমার বদলে যাচ্ছে,
বধির একটা বুনো মহিষের ক্ষুধার মতোন
আমার ভেতরে নিসঙ্গতাই বেড়ে ওঠে শুধু।

সুস্থতা চাও, সুস্থতা চাও আমি তো পারি না,
কাচের গেলাশে উপচানো মদ আমার রক্ত
পান কোরে আমি ধুয়ে দিতে চাই রুগ্নতাগুলো,
ব্যর্থ পৃথিবী মুছে দিতে চাই আমি তো পারি না।

কষ্ট আমার স্নায়ুর ভেতরে, চোখের সঙ্কেটে,
কষ্ট আমার হাড়ের ভেতরে জ্বলে চন্দন,
নিভৃতি চাও, নিভৃতি চাও আমি তো পারি না।

কাচের গেলাশে উপচানো মদ তোমাদের প্রেম
পান কোরে আমি ধুয়ে দিতে চাই কষ্ট আমার।

আমার দুদিক, চতুর্পার্শ্ব বদলে যাচ্ছে
সোনার হরিন আমি তো খুঁজি না ঐশ্বর্যতী জীবন
আমি তো ডাকি না ব্যাকুল মুহূর্তে খ্যাতির শিখর।

শুধু আমি এই কষ্ট জমাটের মুছে নিতে চাই,
নগরের রুখো গ্রাস থেকে সেই গ্রামখানি মোর
দুধভাত, মিঠে রূপশালি ধান, সেই গ্রামখানি
কেড়ে নিতে চাই কেড়ে নিতে চাই কেড়ে নিতে চাই।
কাচের গেলাশে উপচানো মদ হারানো সে-প্রেম
পান কোরে আমি ধুয়ে দিতে চাই কষ্ট আমার।

আমার গ্রামের নদীটির মতো তোমার দুচোখে
কেন বালুচর জেগে ওঠে স্বাতি, কেন শূন্যতা?
সুস্থতা চাও—কোথায় স্বস্তি, কোথায় সলিল?
এইটুকু মদ গরল পানীয় পারে কি ভেজাতে
পৃথিবীর চেয়ে আরো বড়ো এক পোড়া মরুভূমি?

বদলে যাচ্ছে, বদলে যাচ্ছে—
রূপশালি ধান গ্রামটিরে আমি বাঁচাতে পারি না,
আঙুলের ফাঁক গ'লে নেমে যায় বাসনার জল
রাখতে পারি না কবপুটে প্রিয় স্বপ্ন আমার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কষ্ট আমার বুকের পাঁজরে, রোমকূপে. নোখে
কষ্ট আমার নিদ্রাবিহীন চোখের তারায়।

ব্যর্থতা আমি মুছে দিতে চাই, মুছে দিতে চাই,
কাচের গেলাশে উপচানো মদ ব্যথিত জীবন
পান কোরে আমি ধুয়ে দিতে চাই কষ্ট আমার।।

২৩ ফাল্গুন '৮৪ সিদ্ধেশ্বরী ঢাকা

হারাই হরিনপুর

যে পায় সে পেয়ে যায়—সকলে পায় না।

কাকে বলো? অভিমান. কার সাথে তবে?
অমনই হবে. হয়, ভেঙে তছনছ
পুড়ে পুড়ে খাক হও বিষন্ন অঙ্গার
কিছুই পাবে না তবু—
যে পায় সে পেয়ে যায়— বাকিরা হারায়।

কে যায় হরিনপুর? কতোজন? কারা?
একজন হাসে শুধু বাঁধনার হাসি,
ভালোবাসি—বেঁধে তারে যেখানে জড়াই
সেতো শুধু মাংশ. হাড়. হিয়ার উপমা—
তাকে কি হৃদয় বলে? বক্ষস্থিত প্রান?
কে তারে পেয়েছে কবে? কতোজন, কারা?

যে পায় সে পেয়ে যাবে—আমার হবে না,
রবে না জলের চিহ্ন রোদের কপালে।
আমি শুধু চাষ হবো হবো না ফসল?
বনভূমি কেটে শুধু নগর বানাবো?

কে গেল হরিনপুর, কতোটা বয়স
কতোটা অম্লান তার হৃদয়ের আয়ু
হয় নাই জানা—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখি তার দেহখানা বেড়ে ওঠে রোদে,
আঁধার কেটেছে যারা শীতার্ত অঘনে
তারা থাকে স্বপ্নহীন অমার খাঁচায়।

যে পায় সে পেয়ে যায়—সকলে পায় না তারে।।

২৪ জ্যৈষ্ঠ ৮৬ মিঠেখালি মোংলা

অকর্ষিত হিয়া

প্রস্তুত ছিলো প্রেম, তুমি শুধু হাত তুলে ডেকেছো তারে—
যজ্ঞের জোগাড় শেষে তুমি শুভ্র এলে পুরোহিত,
চুম্বন সাজানো ছিলো, তুমি এসে ছোঁয়ালে অধর
অধরের 'পরে।

সমস্ত পরান জুড়ে যে-অঘ্রান ফলভারে নত
তুমি তার ঘ্রান পেয়ে এলে যেন শ্যামল কিষান,
এলে মাটির মরমে রেখে মনোরম মৌন ক্ষত।

তৃষ্ণার তিমিরে জেগে ভালোবাসা বুনেছি একাকি,
আজ তার ভাঙা-ম্লান দিনগুলো মুছে যায় দ্রুত
নীড়ের নিবিড় কোলে ফিরে আসে স্বপ্নময় পাখি।

লাবন্য-লতার মতো চোখে নামে সবুজাভ স্নেহ,
কিসের আড়ালে ছিলো এতোদিন এই ব্যথা-সুখ
এই মুগ্ধ মৌন বোধ, ভালোবাসা অনাবাদী দেহ?

কিসের আড়ালে ছিলো,
কিসের আড়ালে ছিলো এই তনু, অকর্ষিত হিয়া!

আঁধারে প্রস্তুত ছিলো অপরূপ স্নিগ্ধ-অন্ধ প্রেম
শ্যামল কিষান তুমি খুলে দিলে দেহের শিকল,
হৃদয়ের রাত ছিঁড়ে এলো রোদ. ভালোবাসা. মুগ্ধবোধ
ফসলের হেম।।

১৬ শ্রাবণ '৮৫ সিদ্ধেশ্বরী ঢাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিচয়

এতো যে ভাঙন. ধংশ. রক্ত—
মনে আমার বয়স হয় না।

এতো যে হাওয়ায় ওড়ায় স্মৃতি
এতো যে নদী ভাঙছে দুকূল
মনে আমার বয়স হয় না।

বাইরে এবং বুকের মধ্যে
হিয়ার ভেতর—হিয়ার মধ্যে
হারানো এক হল্‌দে পাখি উড়ছে বসছে
দুলছে, যেন শৈশবে সেই দোলনা খেলা—
হায়রে আমার বয়স হয় না!

বন্ধুরা সব বিত্তে বাড়ে, চিত্তে বাড়ে
বাড়ে শনৈঃ গৃহস্থালি,
আমার তবু বয়স হয় না, বুদ্ধি হয় না

একটি নোতুন ভাষার খোঁজে
একটি ভালোবাসার খোঁজে
হায় কেটে দিন . . .

নোখে এবং দাঁতে সবাই শান্ দিয়ে নেয়,
আমি আমার নিরীহ নোখ ছাঁটছি কেবল
সবুজ মাজন কিন্‌ছি আমার দাঁতের জন্যে।

হায়রে আমার বয়স হয় না, সংসারী-মন পোক্ত হয় না—

অন্ধকারে শরীর ঢেকে সাবধানে সব হাঁটছে যখন
আমি তখন ভেতর বাহির খোলা রেখেছি,
আলোর সামনে খুলে রেখেছি।

আজো আমার বোধ হলো না।
ভেতরে নীল ক্রোধ হলো না
পরান-গলা রোধ হলো না—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাথর এবং পাখির মাঝের ফারাক বুঝতে সময় লাগে,
বৃক্ষ এবং লতার মানে আজো আমি সবুজ বুঝি।।

১৯ ভাদ্র '৮৬ মিঠেখালি মোংলা

ও মন, আমি আর পারি না

পরান দুলে উঠলো হাওয়ায়—
বনে কি মৌশুম এসেছে?
এই কি উদাস হবার সময়?
ও মন-মাঝি . . .

পালে কি তোর বাও লাগে না
টের পাস না জলের উজান?
মন-মাঝি রে—আমি কি তোর বৈঠা নেবো!

ঝুলন্ত এই সাঁকোর 'পরে
আর পারি না।
জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই
ধংশও নেই, সৃষ্টিও নেই
কেবল জোড়াতালির 'পরে, কেবল করতালির 'পরে
আর পারি না।

ও মন, আমি আর পারি না . . .
বাঘের থাবায় হরিন ঘায়েল,
হায়রে আমি হাত-পা বাঁধা
ঠিক সাঁকোটির মধ্যিখানে

দুইদিকে দাঁত, দুইদিকে নোখ,
দুইদিকে দুই বন্য শুয়োর এবং ঘৃনা
শুধুই ঘৃনা—

ও মন, শুধু ঘৃনায় কি আর শস্য ফলে?

মাটির জন্যে মমতা কৈ?
ভালোবাসার জন্যে সে-লাল আগুন কোথায়?
ওই যে নুলো. আঁতুর. ভীরু. আধমরাটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারও তো চাই সামান্য রোদ
সে-রোদ কোথায়?

হাতটি তারে ছোঁয়ালেই কি যন্ত্র বাজে!

বেলা যে যায় ও মন-মাঝি—
নিস্ফলা এই মাটির ভার কি সারা জনম বইতে হবে
কইতে হবে নিজের কাছে নিজের ভালোবাসার কথা?
ও মন, আমি আর পারি না . . .

২৬ ভাদ্র '৮৬ মিঠেখালি মোংলা

একজোড়া অন্ধ আঁখি

কতোটুকু পরিচয় হলো আজো মানুষে মানুষে!
আমি তো নিজের দিকে চেয়ে চেয়ে চিরকাল থমকে থেকেছি
গহন অরন্য-পথে যেন এক হারানো পথিক
চিনতে পারিনি।

চিনতে পারি না—
তাকালেই দেখি যারে সে-যে এক কুয়াশা-মানুষ
বিদেশ বিভূঁই সে-যে চিরকাল দূরের আকাশ।

আঁখির ভেতর থেকে যে-দ্যাখে তাকিয়ে
কথার ভেতরে থাকে যার কথাগুলো,
প্রানের ভেতরে যার প্রানখানি বাজে নিশিদিন
তাকে তো দেখি না—
যে-চোখ তাকিয়ে দ্যাখে, তারে আমি কোন চোখে দেখি?

কতোটুকু চেনা-জানা হলো আজো মানুষে মানুষে!
আমি তো শত্রুর মুখে আজো দেখি স্বজনের রেখা,
আজো দেখি ভালোবাসা ফিরে যায় ঘৃনার ছোবলে
রক্তাক্ত অধরে তার মানুষের ভ্রান্তিগুলো কাঁদে।

ঘৃনা কি বেদনা তুমি হাসিতে লুকাও,
আমি তারে প্রেম ভাবি, ভাবি মুগ্ধ প্রানের প্রকাশ—
নিয়তির চোখ হাসে, হাসে সত্য সুচতুর দুজনার মাঝে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেলা যায়—দিন তবু দিনে-দিনে বাড়ে
মানুষের ঘর বাড়ে ঘরের ভেতর,
হয়তো বা বৃক্ষ ভেবে বুকে রাখি চিরকাল সাপের শরীর
বুঝতে পারি না—
মানুষের বেঁচে-থাকা এইভাবে বেঁচে থাকে ঘোর কুয়াশায়।।

২৫ বৈশাখ '৮৫ সিদ্ধেশ্বরী ঢাকা

পরাজিত প্রেম

পরাজিত প্রেম তোমাকে দেবো না স্বাতি।
এই উন্মূল জীবনের বোনা স্বপ্নের ছেঁড়া তাঁত
তোমাকে দেবো না, তোমাকে দেবো না স্বাতি,
পরাজিত প্রেম তোমাকে দেবো না প্রিয়।

শিথানে আমার ধূপে-চন্দনে পাপ,
রক্তে আমার কালো সময়ের ক্লেদ
নষ্ট চাঁদের পুন্নিমাহীন নিস্ফলা প্রান্তর
নষ্ট জীবন তোমাকে দেবো না প্রিয়,
বন্ধ্যা বাসনা দেবো না তোমাকে স্বাতি।

জন্ম যেমন জননীর দেহ জানে
সন্তান শুধু জানে জীবনের শুভ্র সম্ভাষন,
আমিও তেমি যন্ত্রনা পাপ পুষে রাখি অন্তরে—
আমার যে-প্রেম কখনো সে তার জানে না জন্ম স্মৃতি।

পরাজিত প্রেম তোমাকে দেবো না প্রিয়,
কষ্ট আমাতে বাড়ুক নদীর ভাঙনের মতো শোকে
অসুখি বাতাস অন্ধ করুক হৃদয়ের খোলা আঁখি,
ধংশ আমার মজ্জায় এসে জ্বলুক শ্মশানে চিতা—
তবু এই প্রেম, পরাজিত প্রেম তোমাকে দেবো না স্বাতি,
রুগ্ন সকাল তোমাকে দেবো না প্রিয়।

ভাঙনের ক্ষত বুকে রেখে দেবো আমি,
আমার উত্তরাধিকারী যেন দ্বীপখানি পায় ফিরে।
ব্যথার শ্মশানে প'ড়ে থাক প্রিয় মন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিতার আগুনে পড়ুক আমার নষ্ট বুকের হেম,
পুড়ুক ব্যর্থ তিমিরে আমার হৃদয়ের নীল ব্যথা—

আমি এই প্রেম, পরাজিত প্রেম তোমাকে দেবো না প্রিয়।।

৩০ ফাল্গুন '৮৪ খুলনা

দুটি চোখ মনে আছে

১. দুটি চোখ মনে আছে, আর কিছু নেই . . .

হুইসেল বাজিয়ে যায় মাঝরাতে সুদূরের ট্রেন,
ভেতরে কোথায় যেন খাঁ খাঁ করে শূন্য এক নদী
জলহীন। আমি শুধু এক জোড়া চোখের ভেতর
ক্লান্তিহীন চেয়ে থেকে জীবনের ভাঙাগড়া দেখি,
যেন বা সে ইতিহাস, সভ্যতার ক্রমবিকাশের—

চোখের ভেতরে চোখ. চেয়ে থাকি স্মৃতির ভাষায়,
তবু যেন স্মৃতি নয়, স্বপ্ন নয়—
বোধের অতীত কিছু
দৃষ্টিরও অতীত কিছু
আমি তারে কোনো নামে, কোনো চিহ্নে বোঝাতে পারি না।

২. দুটি চোখ মনে আছে, আর কিছু নেই . . .

লিলুয়া-বাতাসে ঝরে এলোমেলো হলুদিয়া-পাতা,
আমি যে আউলা-হিয়া বেদনার নিঝঝুম বায়ে
ঝ'রে পড়ি। আমারে কি সেই চোখ রেখেছে গো মনে?
সেই দুটি চোখ যেন অঘনের সোনালিমা ক্ষেত
আমারে গড়ায় ভাঙে সারাবেলা স্বপ্নের সংশয়ে।

চোখের ভেতরে চোখ. চেয়ে থাকি পরানের চোখে,
তবু যে মেটে না সাধ, পোড়া মন
পুড়ে সে পোড়ায় হিয়া,
লো নিঠুর দরদিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছো গোপন ঘুন, শাঁস কাটো লুকায়ে ভেতরে—
পুড়ে মরি কেমনে গো আমি তারে বাইরে দ্যাখাবো!

৩০ আশ্বিন '৮৬ সিদ্ধেশ্বরী ঢাকা

ও পরবাসীয়া

চিবুকের চুম্বন চিহ্ন আমি ফিরে যাচ্ছি
চোখে টলোমলো নদী আমি ফিরে যাচ্ছি।
ফিরে যাচ্ছি সন্ধ্যা, ফিরে যাচ্ছি মাধবীলতার ফুল,
খুব বেদনায় নুয়ে থাকা একজোড়া চোখ
ফিরে যাচ্ছি।

ফিরে যাচ্ছি, ললাটে চুম্বন চিহ্ন আমি ফিরে যাচ্ছি—
ফিরে যাচ্ছি হিয়া, ফিরে যাচ্ছি আঁখি, ফিরে যাচ্ছি প্রেম,
কণ্ঠলগ্ন দিন, বক্ষলগ্ন দিন, প্রিয়দিন ফিরে যাচ্ছি।

বুকের ভেতরে গাঢ় পরবাস নিয়ে
হাড়ের ভেতরে এক অন্ধকার নিয়ে
চোখের সকেটে শান্ত সমুদ্রকে নিয়ে
ফিরে যাচ্ছি অমল বিরহ।

ফিরে যাচ্ছি
ফিরে যাচ্ছি
ফিরে যাচ্ছি
পেছনে কাঁদছে হিয়া. দেবদারু. সন্ধ্যার আকাশ,
ভাসায়ে বিরহ-নাও ভালোবাসা পরবাসে যায়
হৃদয়ে চুম্বন রেখে ভালোবাসা পরবাসে যায় . . .

পরবাসে যাই
হৃদয়ে রক্তের চিহ্ন. গাঢ় লাল. পরবাসে যাই,
স্বপ্নের আঁধার পার হয়ে যাই আলোর উঠোনে।।

৪ জ্যৈষ্ঠ '৮৬ চানখার পুল ঢাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৃষ্টির জন্যে প্রার্থনা

একবার বৃষ্টি হোক, অবিরাম বৃষ্টি হোক
উষর জমিনে,
নিরীহ রক্তের দাগ মুছে নিক জলের প্লাবন,
মুছে নিক পরাজিত ব্যর্থ বাসনার গান, গ্লানির পৃথিবী।

তুমি যদি বনস্পতি তবে প্ররোচনা দাও. বৃষ্টি হোক—
বনভূমি, বৃক্ষময় হাত তবে প্রসারিত করো,
মেঘের জরায়ু ছিঁড়ে নামুক জলের শিশু
জন্মের চিৎকারে ভ'রে দিক অজন্মা ভুবন।

বরষা-মঙ্গল গান আজ আর কে গাবে এখানে!
ধংশেরও তবু কিছু অবশেষ থাকে, চিহ্ন থাকে
আমাদের তা-ও নেই—স্মৃতি নেই, চিহ্ন নেই, শূন্য গৃহাঙ্গন।
কতিপয় রক্তপায়ী জীব
কতিপয় জন্মভুক প্রানী
রক্তের উৎসব খ্যালে আমাদের প্রাণের উঠোনে।

বৃষ্টি হোক, একবার বৃষ্টি হোক—
দ্বিধার আকাশ ছিঁড়ে ঝরুক প্রেরনা-আর্দ্র জল।

প্রানের মন্দিরা আজ বাজাতে বাজাতে যাবো মাটির নিকটে,
যে-মাটি উদোম গায়ে শুয়ে আছে অজন্মা-আধার,
যে-মাটি তামাটে তনু. ইতিহাস লেখে তার বুকের কাগজে,
একাকি উড়ায় ধুলো, বিশাল বিক্ষোভে জ্বালে বেদনার শিখা—

ভালোবেসে প্রিয় সেই মাটির সিঁথানে যদি রেখেছি হৃদয়
তবে আজ বৃষ্টি হোক, অবিরল বৃষ্টি হোক উষর জীবনে,
ধুয়ে যাক জমাট রক্তের দাগ. পরাজয়. গ্লানির পৃথিবী।।

১৫ বৈশাখ '৮৫ ঢাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিখিলের অনন্ত অঙ্গন

১. হারানো অতীত ছাড়া, ক্রমাগত ভবিষ্যত ছাড়া
মোর কোনো বর্তমান নেই,
মোর কোনো মধ্যভাগ নেই।

প্রতিটি মুহূর্ত এসে ভেঙে পড়ে অতীতের জলে,
প্রতিটি আগামী এসে ধ'সে পড়ে অতীতের খাদে।
ওগো নদী—অতীতের খাদ, ওগো জল, গভীর গহ্বর
আমার জন্মের ধ্বনি, আমার মৃত্যুর বাঁশি, যদি তুমি মনে রাখো
যদি তুমি নিবিড় স্মৃতির মতো বুকে রাখো তারে—
বুকে তুমি রাখবেই জানি,
আমি তবে আরো এক ভবিষ্যৎ গ'ড়ে তুলি বুকের জমিনে।

আগামী, অতীত ছাড়া মোর কোনো বর্তমান নেই,
শিকড়, প্রশাখা ছাড়া মোর কোনো মধ্যভাগ নেই—

একটি মুহূর্ত তুলে নিতে গেলে সময়ের বৃক্ষ থেকে ছিঁড়ে
দ্বিতীয় মুহূর্ত এসে হাতে ঠ্যাকে, প্রথমা হারায়ে যায়
অতীতের জলে।

কিছুই থাকে না হাতে, ছুঁয়ে থাকা যায় না কিছুই,
আকাংখায় ডেকে আনে শুধু তারে অতীতে হারানো—
যেইখানে শুরু তার, শেষ তার সেখানেই শুরু।

২. আমি এই বর্তমানহীন মুহূর্তের সাঁকো বেয়ে
ভবিষ্যৎ ছোঁবো বোলে ছুটে যাই সমগ্র জীবন,
অতীত মুঠোয় আসে শুধু
ভবিষ্যৎ থাকে তার অ-ধরা অ-ছোঁয়া দূর ভবিষ্যতে।

৩. মুহূর্তের চূর্ন পরমানু ডেকে বলে : ওই দ্যাখ, রে অবোধ
ওই তোর হারানো অতীত, ওই তোর পরানের ভূমি।
কিছু তুই চাষাবাদ শেখ, শিখে রাখ জমিনের ভাষা,
গর্ভিনী রমনী তোর এই ক্ষেতে বুনেছিলো ফসলের বীজ
এই ক্ষেতে রমনীর তামাটে শরীর আর সকল্যান বাহু
একদিন শস্যের সুগন্ধ মেখে ফিরে গেছে অঙনের নীড়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওই নদী. ধলাজল. আঁকাবাঁকা বিশাল উদোম
রোদ্দুরে শুকায় তনু বর্ষায় ফেনায়ে ওঠে উতলানো দুধ—
একদিন বেহুলার দুরন্ত বিশ্বাস ভেসেছিলো ওই জল,
ওই নদী, ওই মত্ত ডাকাত তুফানে।

আন্ধার-দরিয়া তোর ঘিরে আছে জীবনের এপার ওপার,
তোর সে-বিশ্বাস কই, বেহুলার মতো তোর বেদনার ভেলা
কেন আজো ভাসে নাই তুফান-তিমিরে?
কেন আজো শংখ. খোল. করতালে বাজে নাই হৃদয়ের বানী!

অবোধ যে সেই খোঁজে অপরের দূরতম সুখের ঠিকানা।

চামড়ার পরতে পরতে তোর জ'মে আছে লবনের স্বাদ
পলির সুগন্ধ ঘন জীবনের উর্বরতা—
তুই তবু কিছু তার চিনলি না, কিছু তার নিলি না জীবনে,
জোস্নাকে রোদ্দুর ভেবে হারালি চাঁদের স্বাদ, দিনের সুষমা।

৪. সময় গড়ায়ে পড়ে—অতীতের শান্ত জলে উথালি পাথাল
গরজে উঠতে চায় ব্যর্থ কল্পনাসকল, ব্যর্থ রক্তপাত
মুখোশের জটিল লেবাস দুহাতে ছিঁড়তে চায়
পারে না সে।
ছিঁড়তে পারে না ফিরতে পারে না, শুধু শোচনায় ফুরায় প্রহর
আক্ষেপে হারায় কাল বয়সের বিভা।

মুহূর্তের 'পরে বোসে
বোধিবৃক্ষ কথা কয়, কথা কয়
স্মৃতির ভেতর থেকে কেউ যেন কথা ক'য়ে ওঠে,
কেউ যেন চিৎকারে মাতায় দেশ. ব্রহ্মাণ্ড . পৃথিবী
সাগর. অরন্যভূমি. জনপদ জুড়ে তার কণ্ঠস্বর বাজে।
আমার না-বলা কথা, ব্যর্থ বাসনার গান
তার কণ্ঠে বেজে ওঠে আমার স্বপ্নের ভাষা।

৫. জন্মের গন্ধের কথা মনে রেখো হে মাটি, মৃত্তিকা, ধুলো,
হে প্রাণ অচিন পাখি
এই ঘর মাটির মন্দির ছেড়ে যতোদূরে যাও
সাড়ে তিন হাত ঘরে তোর রয়ে যাবে প্রানের পৃথিবী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের বিগত গৌরবগুলো, প্রশান্তিগুলো
ওইখানে ঢাকা প'ড়ে আছে সব ধুলো আর কাঁকরের প্রচুর নিচেয়,
অতীতের মাটি খুঁড়ে কে আজ খুঁজবে সেই প্রেরনার পরম ফসিল?

৬. অনন্ত নিখিল শুধু সব কথা জেনেছে আমার
উদোম অরন্য বীথি শুধু তারা জেনেছে আমায়।
আমার স্বপ্নের কথা মানুষেরও চে' বেশি নক্ষত্র জেনেছে,
আমার বেদনাগুলো আমার চে' বেশি জেনেছে পাখিরা—

৭. সত্যের লাঙলে চিরে এই পোড়া বুকের জমিন
আমিও ফসল হবো, হবো আমি শস্য ভরা ক্ষেত,
সোনালি অঘনে তুমি আঁটি আঁটি ধান তুলে নিও।

আবার নবান্ন কোরো, অতিথিরে নারায়ন জেনে
শাকান্ন. শিঙির ঝোল. আমসত্ব. খেজুর-পাটালি
কাঁসার থালায় এনে খেতে দিও শীতল পাটিতে।

জলের আর্শিতে মুখ দেখে আবার সিঁথি একো সুতনু-সিঁথায়,
কবিগান শুনে-ফেরা রাত জাগা ক্লান্ত চোখে
আদোরের বকুনি বুলিয়ে তুমি ডেকে নিও বুকের আড়ালে,
দিবসের ক্লান্তিগুলো খুলেখুলে রেখো তুমি রাতের শয্যায়।

৮. আমার সন্তান এসে সেই গান শোনাবে তোমায়
আমার রক্ত . ঘাম. বেদনা দিয়ে
আমি আজ সেই গান লিখে যাবো মাটির কাগজে।

৭ বৈশাখ '৮৫ সিদ্ধেশ্বরী ঢাকা

মনে করো তাম্রলিপ্তি

আকাশ মেঘলা নয়—
মনে করো তুমি আর . . . না. তুমি একাই যাচ্ছো।
ঘ্রান নিচ্ছো সবুজের, হাতে নিচ্ছো তুচ্ছ ঘাস,
কোনো তাড়া নেই যেন, যেন. কোনো ব্যস্ততা নেই তোমার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার দক্ষিনে সাগর, উত্তরে পাহাড় আর . . . না, আর কিছু নয়,
তোমার পেছনে ইতিহাস—তোমার সামনে?

মনে করো তুমি যাচ্ছো, তুমি একা—
তোমার হাতে আঙুলের মতো শিকড়, যেন তা আঙুল
তোমার হাড়ে সঙ্গিতের মতো ধ্বনি, যেন তা মজ্জা
তোমার ত্বকে অনার্যের শোভা মসৃন আর তামাটে—
তুমি যাচ্ছো, মনে করো তুমি দুই হাজার বছোর ধ'রে হেঁটে যাচ্ছো।

তোমার পিতার হত্যাকারী একজন আর্য
তোমার ভাইকে হত্যা করেছে একজন মোঘল
একজন ইংরেজ তোমার সর্বস্ব লুট করেছে—
তুমি যাচ্ছো, তুমি একা, তুমি দুই হাজার বছোর ধরে হেঁটে যাচ্ছো।

তোমার দক্ষিনে শবযাত্রা, তোমার উত্তরে মৃত্যু-চিহ্ন,
তোমার পেছনে পরাজয় আর গ্লানি— তোমার সামনে?

তুমি যাচ্ছো, না-না তুমি একা নও, তুমি আর ইতিহাস—
মনে করো তাম্রলিপ্তি থেকে নৌ-বহর ছুটছে তোমার,
মনে করো ঘরে ঘরে তাঁতকল, আর তার নির্মানের শব্দ
শুনতে শুনতে তুমি যাচ্ছো ভাটির এলাকা, মহুয়ার দেশে,
মনে করো পালাগানের আসর, মনে করো সেই শ্যামল রমনী
তোমার বুকের কাছে নত চোখ, থরো থরো রক্তিম অধর—
তুমি যাচ্ছো, দুই হাজার বছোর ধরে হেঁটে যাচ্ছো তুমি . . .

তোমার ডাইনে রক্ত, তোমার বাঁদিকে রক্ত
তোমার পেছনে রক্ত, রক্ত আর পরাজয়—তোমার সামনে?

১৬ আষাঢ় মিঠেখালি মোংলা

পক্ষপাত

তোমার হাতে আনন্দ ফুল, আমার হাতে গ্রেনেড।
ভাঙবো বোলে থমকে এখন দাঁড়িয়ে আছি রুক্ষ পথে,
ভাঙবো বোলে ভাঙছি প্রথম নিজের সীমা-গণ্ডি,
তোমার চোখে শ্যামল সোহাগ, আমার চোখে অগ্নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রয়োজনে আজ গুঁড়িয়ে দিলাম একান্ত সব স্বপ্নগুলো,
প্রয়োজনে আজ বুকে নিলাম পথের যতো কষ্ট।
তোমরা বলো ভুল করেছি, আমার সবি নষ্ট—

বাজায় যারা বাজাক বীনা, করুক যারা করছে ঘৃনা—
আমি আমার পথ চিনেছি আমার পথে চলবো।
নাইবা র'লো সুস্বাগতম এসব কথাই বলবো :

মানুষ তুমি ভুল কোরো না,
সাহস তোমার জ্বালাও শিখা বুকের মাঝে সত্য—
তোমার র'লো সুখী মানুষ, আমার র'লো আর্ত।।

২৭ মাঘ '৮৩ সিদ্ধেশ্বরী ঢাকা

পুড়িয়ে দেবো নীল কারুকাজ

বুকের ভেতর লুকিয়ে আছে তীব্র আগুন
পুড়িয়ে দেবো, পুড়িয়ে দেবো, সতর্ক হও।

রূপেল পালক গুটিয়ে আখন
কৃত্রিমতার নীল কারুকাজ
জঠর জ্বালায় পুড়িয়ে দেবো, সতর্ক হও।

স্বপ্ন-বিলাস ছড়িয়ে আছো চতুর্দিকে,
ফসল ক্ষেতে খেলছে তোমার সোনার মৃগ,
অবক্ষয়ের ধূসর পোষাক অঙ্গে আমার
অন্ধকারের বিরাট পাখায় আড়াল-করা গেরস্থালি,
উঠোন জুড়ে উজান হাওয়ার দীর্ঘনিশাস।

সাপের ফনায় হাত রেখেছো
হাত রেখেছো বাঘের গায়ে—
ঘরে তোমার লালিত সুখ. আজন্ম সাধ
পুড়িয়ে দেবো, পুড়িয়ে দেবো, সতর্ক হও।

মাটির প্রতি অনুর্বরা আঙুল রেখে
মেঘের অর্থ অনাবৃষ্টি বুঝালে হায়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শীতার্ত বুক, শীতল শোনিত,
রোদ্দুরকে বস্ত্রে তোমরা জটিল আঁধার।

মাটিতে এক মাতাল যুবক আগুন হাতে
ভীষন খেলায় মত্ত এখন খামখেয়ালি
উল্টো হাতে ঘোরাচ্ছে তার তীব্র লাটিম—

সুখের বাগান, যুক্তিবিহীন খেলনা পুতুল
রেশমি আদোল, মেদাবৃত নিতম্বদ্বয়
হলুদ রাতে ন্যাংটা উরুর খেমটাপনা,
পুড়িয়ে দেবো, পুড়িয়ে দেবো, সতর্ক হও।

বুক পকেটে আতপ চালের সোঁদা গন্ধ
কোথায় যাবে—নহলি ধান টানছে তোমায়।

কাকের পালক, গঙ্গাফড়িং, বাউল বাতাস
হরগজ্জীবন গেরস্থালি,
চোখের ভেতর নোনা সাগর, খাঁরি শালিক
মাছরাঙ্গার বিচিত্র রঙ—কোথায় যাবে?
আঙ্গিনাতে লাউয়ের জাংলা টানছে তোমায়।

রূপেল পালক গুটাও এখন
গুটাও কৃত্রিমতার ফানুস, নীল কারুকাজ
পুড়িয়ে দেবো, পুড়িয়ে দেবো, সতর্ক হও।।

৯ বৈশাখ '৮২ লালবাগ ঢাকা

মুখোমুখি দাঁড়াবার দিন

মুখোমুখি দাঁড়াবার এইতো সময়,
শত্রু কে চিনে গেছে অমিত মানুষ,
হৃদয় জেনেছে ঠিক কতোটা পচন—
মুখোমুখি দাঁড়াবার এইতো সময়।

বুঝেছে জীবন তার কোথায় স্খলন
কোন সেই ভুল ছিলো বিশ্বাসে, বোধে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোন সেই প্রতারক ছিলো তার প্রভু—
মুখোমুখি দাঁড়াবার এইতো সময়।

ফুলের ঘাতক খোঁজে ফুলের পোষাক
মাংশাসী পাখি তার লুকোয় নখর,
লাঙল জেনেছে তার শ্রমে কার লাভ
রাজপথ জেনে গেছে কারা কাঁদে রাতে—
পোড়া ভিতে পোড়ে কোন নিস্ব জীবন।

পিষ্ট পৃথিবী তোলে পাথরের ভার,
কর্কশ হাত টানে সময়ের রশি।
কালো-ম্লান মানুষেরা জাগে দরোজায়
মুখোমুখি দাঁড়াবার এইতো সময়।।

৩০ পৌষ '৮৩ মিঠেখালি মোংলা

হাউসের তালা

এক জনমের এই রূপোলিয়া-তালা,
কোন চাবি দিয়ে তারে খুলি?

বিহান গড়ায়ে যায়, দুপুর গড়ায়ে যায়, নামে নিশি. বিষের রাত্তির,
জীবন গড়ায়ে যায়, জীবনের ফুল-পাতা, না-ফোটা মুকুল।

গোনের নৌকোর মাঝি. ভাটিয়ালি গেয়ে যাও—জানো তুমি?
তুমি জানো. যব-ডুমুরের গাছে আউলা-বাউলা-মন মাছরাঙা পাখি?
তুমি জানো? ও মেঘ, ও অঘনের পোয়াতি প্রান্তর. জানো তুমি?
সুখ দিয়ে খোলে না সে, খোলে না সে বেদনায়ও,
আমার সাধের তালা কোন চাবি দিয়ে তারে খুলি?

বৈশাখের ডাকাতিয়া ঝড়, তুমি জানো? গায়ের হালোট তুমি জানো?
ও লাঙল, ও মাটি, ও কিশোরির প্রথম প্রণয়, তুমি জানো?
জ্বলন্ত উনুনে ভাত, দারুচিনি আর কাঁচা বিহানের রোদ
দুধের থালের পাশে ভন্ ভন্ নীল মাছি, তুমি জানো? বৃষ্টি. তুমি জানো?
তুমি জানো. দিগন্তে আঁচল মেলে. শুয়ে-থাকা নিধুয়া-পাথার?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলো দিয়ে খোলে না সে, খোলে না সে আঁধারেও,
আমার সাধের তালা, কোন চাবি দিয়ে তারে খুলি!
ঘৃনাতেও খোলে না সে, ভালোবাসা. তুমি পারো?

১৫ জ্যৈষ্ঠ '৮৭ মোংলা

গহিন গাঙের জল

গহিন গাঙের ঘোলা নোনাজল উথালি পাথালি নাচে
ফনা তুলে আসে তুফানের সাপ কাফনের মতো শাদা
পরানের 'পরে পড়ে আছড়ায়ে বিশাল জলের ক্রোধ—
যেন উপকূল ভিটে মাটি ঘর টেনে নিয়ে যাবে ছিঁড়ে।

বাঘের পায়ের চিহ্নের মাঝে জ'মে আছে রূপো-জল
মরা হরিনের চোখের মতোন ঘোর নিরজন রাতে
নায়ের গলুয়ে তামাটে কিশোর
বাঁশিতে বাজায় কথা,
বিজন রাত্রি ভেঙে পড়ে সেই ব্যাকুল বাঁশির টানে
ফুলে ফুলে ওঠে সোমত্ত জলে জোয়ার যৌবন।

রোদ্দুরে পোড়া জোয়ার ভেজা প্লাবনে ভাসানো মাটি,
চারিপাশে তার রুক্ষ হা-মুখো হাভাতে হাঙর জল।
উজানি মাঝির পাঞ্জায় তবু বিদ্যুৎ জ্বলে ওঠে
জ্ব'লে ওঠে তাজা বারুদ-বহ্নি দরিয়ার সম্ভোগ—
উপদ্রুত এ-উপকূলে তবু জীবনের বাঁশি বাজে।

তেজি কব্জায় জমি চ'ষে আমি ঘরে তুলে নিই ব্যথা,
ঘরে তুলে নিই হাহাকারে ভরা অনাহারী দিনমান।
যে-ফসল ক্ষেতে করেছি লালন কষ্টে. রক্তে. ঘামে
আমার অঙনে সে-ধান ওঠে না
ওঠে শস্যের ঋন।
বুকের রক্ত. কষ্টের দামে আমি কিনে নিই শোক
আমি কিনে নিই ক্ষুধার্ত দেশ নিরন্ন লোকালয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুকের মধ্যে থেমে আসে গান, চিৎকার জ'মে ওঠে,
ভেঙে ফেলি বাঁশি, ফুলের বাগান, তছনছ করি নারী,
গহন রক্তে জেগে ওঠে জল গহিন গাঙের ফনা—
বুনো শুয়োরের বন্যতা নাচে মগজে, পেশীতে দেহে,
গজরায় যেন অজগর-রোষে পাঁজরের তাজা হাড়।

এ-ধান আমার।
আমার অস্থি মজ্জায় তার গন্ধ রয়েছে মিশে।
আমার লাঙল যে-নারীকে চ'ষে জঠরে বুনেছে বীজ
ভাতার না-হোই আমি তবু তার শিশুর জনক হবো।

গহিন গাঙের নোনাজল ফোটে টগবগ কোরে বুকে
ভেঙে পড়ে পাড় বিশাল বৃক্ষ প্রপিতামহের ভিটে —
আসে জল, আসে বারুদ-প্লাবন দরিয়ার বিক্ষোভ।

বিজন রাত্রি তছনছ ছোটে, ভীত হরিণের ডাক
খুরের শব্দে কাঁপে মর্মর বুনো বৃক্ষের ভিড়,
চরের মাটিতে স্বজনের হাড়ে
সুরের বাতাস কাঁদে
জনপদে জ্বলে শোকের মলিন চিতা।

সারা রাত্রির নিঃসুম প্রকৃতিরা
সকালের লাল সূর্যকে ছেঁড়ে বেদনার বাঁকা ঠোঁটে।

অধিকারহীন পরাধীন ভোর উঠোনে ঝিমোয় প'ড়ে,
দরিয়ার জল তবুও ধোয়ায় দুঃস্বপ্নের ক্ষত।
তবুও কিশোর, তামাটে কিশোর বাঁশিতে বাজায় কথা
জনপদ জুড়ে সেই সুর লেখে বেদনার নীরবতা।
বক্ষের প'রে রাখো ওই দুটি মেহেদি খচিত হাত,
নকশি কাঁথাটি বুকের উপরে আলতো জড়ায়ে রাখো।
বুকের মধ্যে দামাল দরিয়া নেচে ওঠে আজ
কি জানি কিসের টানে—
ফেটে পড়ে পাকা পেয়ারার মতো চাঁদের হলুদ কনা।

ডাকে চর আয়
আয়—আয়—আয় ডাকে দরিয়ার উতলানো নোনা জল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৃত হরিনের চোখের মতোন ঘোর নিরজন রাত,
কে জানি বাজায় বাঁশিটি আজকে ভিন্ন আরেক সুরে—
ডাকে জল আয়, ডাকে বাঁশি আয় প্লাবনের প্রান্তরে।।

১৬ বৈশাখ '৮৫ সিদ্ধেশ্বরী ঢাকা

চাষারা ঘুমায়ে আছে

কেমন সুরত সই, ওলো সই কেমন সে-তনু
পরান উথলে ওঠে বলা তারে যায় না ভাষায়
কি কোরে বুঝাই তোরে ওলো সই কোন উপমায়!

সমুদ্র দিয়েছে নুন তার হাড়ে নোনা ভালোবাসা,
সেগুনের মতো দেহ অপরূপ গভীর শ্যামল—
সবুজ আঙুল আহা তার দুধের সরের মতো নোখ
মাঝ রাতে খুঁড়ে তোলে পরানের গোপন গোমাব।

শুটকির গন্ধে রাত ভ'রে ওঠে কানায় কানায়,
লো সই বুঝাই তারে শুয়ে থাক, সময় আসেনি,
এখনো গাঙের জলে আসে নাই চূড়ান্ত জোয়ার।
চাষারা ঘুমায়ে আছে সারাদিন বেদনাকে চ'ষে
ঘরের মাগির মাই মুঠে পুরে রয়েছে বেঘোর।

শুধু এক তন্দ্রাহীন তামাটে কিশোর
স্বপ্নের শিথানে বোসে বাজায় গোপন এক আগামীর বাঁশি . . .
আমি বলি ঃ জেগে থাক, কিছুক্ষন জেগে থাক, আসেনি সময়।

জেগে সে আকাশ দ্যাখে, পাঁজরের বেদনাকে দ্যাখে,
সঙ্গমে ক্লান্ত চাষার অসহায় মুখ আর বাহুখানা দ্যাখে—
সহসা চিৎকার কোরে ওঠে ঃ কতোদিন, আর . . . কতো . . . দিন?

এখনো গাঙের জলে আসে নাই চূড়ান্ত জোয়ার
চাষারা ঘুমায়ে আছে সারাদিন অন্ধকার চষে।।

১৭ ভাদ্র '৮৫ সিদ্ধেশ্বরী ঢাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তামাটে রাখাল

বার বার বাঁশি তো বাজে না, বাঁশি শুধু একবারই বাজে।

তামাটে কিশোর তুই সারারাত বাজালি নিশিথ,
বাজালি ব্যথার হাড়, প্রিয় বুক, হিমেল-খোয়াব।
রজনী পোহায়ে এলো, ঢ'লে পড়ে নিঘুম-শিশির
আলোর করাত কাটে ফালি ফালি তিমিরের তনু
তবু তোর বাঁশি তো বাজে না!

হাড়ের পাঁজর বাজে
বাজে হিয়া, রক্ত-মাংশ, চরাচর, নিখিলের নীড়,
হৃদয়ের স্বপ্ন বাজে—তবু কেন বাঁশিটি বাজে না?

তামাটে রাখাল তুই সারাদিন বাজালি বাতাস
বিরান বিলের বুকে নিসঙ্গতা বাজালি রে তোর।

কবে কোন উদাসিন বাউলের একতারাখানি
যেইভাবে বেজেছিলো—যেইভাবে বাজে প্রান, বাজে দেহ,
সেই সুর হারালি কোথায় তুই তামাটে রাখাল?
বাঁশি তো বাজে না তোর!

তামাটে রাখাল তোর বাঁশিটি বাজে না কেন?
বাজে তোর নিসঙ্গতা, বাজে তনু, ব্যথিত খোয়াব,
গহন সুরের মতো বাজে তোর দিবস রজনী—
তবু কেন বাঁশিটি বাজে না?

একবার বেজেছিলো বাঁশি—বাঁশি শুধু একবারই বাজে?

১৬ আশ্বিন '৮৫ সিদ্ধেশ্বরী ঢাকা

খামার

আজ আর বৃষ্টি নেই—রোদের রঙিন চিল
ডানার পালক তার মেলে দিছে আকাশের তলে।
উদ্‌ভিদের দেহ দ্যাখো কি-শ্যামল চেকনাই
আহা কি মাটির ঘ্রান, সোঁদা ঘ্রান—মাটিও কি ফুল?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্রহ্মাণ্ডের শূন্য-ডালে ফুটে. থাকা এই রুক্ষ্ম তামাটে কুসুম
সূর্যহীন. জোস্নাহীন কবে কোন অন্ধকারে ফুটে উঠেছিলো
কবে কোন কিষানেরা অন্ধকার চ'ষে
এই মাঠে বুনছিলো প্রেম
মনে নেই—

মনে নেই কবে এই অনন্ত বৃষ্টি মেঘ
পৃথিবীর তিনভাগ রোদনের মতো ঝ'রে পড়েছিলো।

আজ আর বৃষ্টি নেই
খামারে এসেছে নেমে সভ্যতার নহলি কিষান,
পুরোনো পায়ের চিহ্ন খুঁজে খুঁজে বরষার জলে
তাকে ফের যেতে হবে, পুনর্বার ফিরে যেতে হবে
জন্মের আন্ধার ঘরে পুনর্বার . . .

একদা প্রস্তর-দিন তারপর তামা ও লোহায়
সভ্যতা বেড়েছে তার অন্তরের গাঢ় প্রয়োজনে।
করোটির ঘাম আর পাঁজরের বাঁকা অর্ধ হাড়ে।
মানুষের চর্ম. অস্থি. ঘর্মময় শ্রমের ভাষায়
জীবন লিখেছে নাম নিখিলের অমর কাগজে।

আজ আর বৃষ্টি নেই—আজ শুধু জ'মে আছে মেঘ
জীবন বিরোধী মেঘ,
অরন্য-জীবন নেই আজ আছে জীবনে অরন্য—
পশুরা গিয়েছে বনে সে-ভূমিকা নিয়েছে মানুষ।।

৬ বৈশাখ '৮৬ মিঠেখালি মোংলা

বৈশাখি ছেনাল রোদ

বৈশাখি ছেনাল রোদ. ঘরখানা পোড়ালি আমার!

আমার সবুজ মাঠ. নধর ফসল
আমার অঙ্গন. ভিটে. তরমুজ. রাই,
আমার দুধেল গাই. অন্নদানা. গাভিন ঘরনি
বৈশাখি ছেনাল রোদ. সর্বনাশা. পোড়ালি সকল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গগনে গভীর মেঘ জলের জরুল
বনভূমি বৃক্ষময় শ্যামলিম ছায়া
তবু তারা ফিরে গেল, খরদাহ নেভালো না কেউ,
জেগে র'লো সারাবুকে ক্ষত চিহ্ন, রোদের আঘাত।

কারে আমি ডেকে বলি সুহৃদ স্বজন
কার ছায়া তবে সত্য, বাসযোগ্য ভূমি!
কার হাতে হাত রেখে চিতাভস্মে জীবন সাজাবো
এনে দেবো কার বুকে স্বপ্ন-ধোয়া প্রেরনার সাধ!

বৈশাখি ছেনাল খরা হিয়াখানি পোড়ালি আমার—

আমারে বানালি বিধি বিষাদের খেয়া,
তবু যদি সত্যি হয় এই জন্ম নেয়া
তাহলে জীবন ঘ'ষে পুনর্বার জ্বালাবো আগুন,
পুনর্বার প্রেম ছোঁবো, ছোঁবো স্বপ্ন মাটির পাঁজর।।

৬ জোষ্ঠি '৮৫ সিদ্ধেশ্বরী ঢাকা

AMARBOI.COM

সাত পুরুষের ভাঙা নৌকো

এই তো রে সেই জীবন-তরী
বাইতে বাইতে জনম গেল টের পেলি না।

এইতো রে সেই জীবন-তরু
চাষ আবাদে ফুরোলো দিন ফল পেলি না,
বাইতে বাইতে জনম গেলো টের পেলি না।

এই হলো সেই সময়-নদী, এই তো সে-কূল, এই কিনারা
এইখানে তোর পাল ছিঁড়েছে, ভাঙা নায়ে জল নিয়েছে।
এইখানে বাঁক নেবার কথা
ছিলো, কিন্তু পথ হারালি,
হারালি তোর দিক-নিশানা—
বাইতে বাইতে জনম গেল টের পেলি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আহারে আন্ধারের মাঝি
উজানে তোর নাও চলে না,
সাত পুরুষের ভাঙা নৌকো
আজো সে নাও বাঁক নিলো , কূল নিলো না।

সামনে কারা মেঘ দ্যাখালো
দুঃখ দিয়ে গাঙ সাজালো,
কারা তোর এই ভাঙা নায়ে
চাপিয়ে দিলো হাজার বোঝা খোঁজ পেলি না।

সাত পুরুষের ভাঙা নৌকো
বাইতে বাইতে জনম গেল টের পেলি না।।

২২ জ্যৈষ্ঠ '৮৭ মিঠেখালি মোংলা

রাস্তার কবিতা

বন্দনা করি
বন্দনা করি এদেশেরই অনার্য পিতার
শ্যাম চামড়ার শ্যামল মানুষ খাঁটি শ্যামলার,

খাঁটি মানুষ যারা ২ রক্ত ধারা দিয়েছে মিশায়ে
এদেশেরই মাটি জলে নওল নোনা বায়ে,

যারা মাটির ছেলে ২ কৃষক জেলে শ্রমিক সর্বহারা
এই জাতির রক্তে দিছে শক্ত শ্রমের ধারা,

যারা গাঁয়ে থাকে ২ গায়ে মাখে বৃষ্টি রোদের প্রেম
আষাঢ় মাসের কাদায় বোনে শস্য সুখের হেম,

বোনে দুঃখ-জরা ২ রক্ত ঝরা জীবন যুদ্ধের গান,
যাদের হাড়ে মাংশে ফোটে আন্দোলনের ধান।

বাজান করতালি, ২ সবকে বলি. পদ্য আমার শুরু
প্রনতি জানাতাম যদি থাকতো কোনো গুরু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু হতভাগ্য, ২ দুরারোগ্য ব্যারাম সারাদেশে
কোনো তথ্যে কোনো পথ্যে সারে না সে ব্যাধি।

দ্যাখো চতুর্দিকে, ২ নিচ্ছে শিখে, ছেলে. বুড়ো, নারী,
তেল মালিশের না-না কৌশল না-না ছল-চাতুরী।

এবার সুদিন এলো, ২ পাওয়া গেল পানির নিচে গ্যাস,
সাগরে ভাই পাওয়া যাবে আরো তেলের রাশ।

বলো মারহাবা, ২ তেল পাইবা, পাইবা তেলের পা,
দরকার মতো সেই পায়েতে তেল লাগাইয়া যা।

কোনো চিন্তা নেই, ২ ধেই ধেই নাচো দিয়ে কাছা
মামা ভাগ্নে নাইবা রলো আছে আইনের চাচা।

আমরা হাঁদা-হাবা, ২ মার বাবা বেঁধে হাত ও পা,
চিরকালই খাবো আমরা ফরেন লাঠির ঘা।

বড়ো কষ্ট মনে, ২ এ অরন্যে বাঁচা ভীষণ দায়,
রাজার হাতি ছাইড়া দিছে সকল কিছু খায়,

কোনো বিচার হয় না, ২ আছে জানা আইনের সব ফাঁক,
আইন তৈরি করেন যারা তাদের সবি মাফ।

আহা বঙ্গদেশ, ২ রঙ্গ বেশ, কতো রঙ্গের খেলা,
তন্ত্রে মন্ত্রে যুদ্ধ চলছে, চলছে শিল্প-মেলা।

আমরা চুনোপুঁটি, ২ গুটি সুটি থাকি ঘরের কোনে,
রুই বোয়ালের বড়ো বুদ্ধি বড়ো যে তার মানে।

তবু যেটুক বুঝি, ২ তাই পুঁজি, তা-ও হয় যে মিস্,
গাছ পালা কাইটা ঢাকার বানাইছে প্যারিস।

বড়ো ভালো চিন্তা, ২ নাচো ধিন্‌তা, ধিন্‌তা ধিনা ধিনা
বাংলাদেশে প্যারিস পেলে মজার নেই তো সীমা।

'ওরা নষ্ট লোক, ২ করে শোক গেরাম গেরাম বোলে,
বাংলাদেশকে ঢোকাবো ভাই রাজধানীর খোলে—'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলেন চিন্তাবিদ। ২ দিকবিদিক জ্ঞানের মধ্যে পোকা,
নামের শেষে না-না হরফ মানুষকে দ্যায় ধোকা।

করে বুদ্ধি বণ্টন, ২ হাতে লণ্ঠন, দিবালোকের চোর
ডলার রুবেল দিনার পেয়ে কাটে না আর ঘোর।

আমরা সবি জানি, ২ কতোখানি কারা কোথায় আছে,
কে কতোটা জলে তলে কে কতোটা গাছে।

কারা ছদ্মবেশী, ২ বাইরে দেশি, বিদেশি ভেতরে
সময় মতো মুখোশ খোলে, সময় মতো পরে।

এরাই মূল শত্রু, ২ পাপের গুরু সমাজের জীবানু,
মনের মধ্যে ক্ষত এদের বাইরে সুশ্রী তনু।

ভাইরে বিশ্বেস করো, ২ বুকে বড়ো ব্যথার আগুন জ্বলে,
আর্ত মানুষ পিষে ওরা সুখের বালান তোলে।

দেশে নানা শ্রেণী, ২ বাড়ায় গ্লানি, হিংসা ও বিদ্বেষ
সব কথার গোড়ার কথা বলছি আমি শেষ

মানুষ সচেতন হও, ২ মুখোশ ছিঁড়ে ফেলো, ভাঙো শ্রেণীভেদ
দেশের মাংশে পচন ধরে করতে হবে ছেদ।

বাজাও খোল করতাল, ২ আর কতোকাল মুখোশ প'রে রবে,
বুকের স্বপ্ন বাজাও এবার জাগরনের রবে।

ফেরো নিজের ঘরে, ২ নিজ সংসারে স্বজনের উঠোনে,
সমান ভাবে ভাগ কোরে নাও বেঁচে থাকার মানে।

মানুষ কষ্টে আছে, ২ কষ্টে বাঁচে হাজার গ্রামের লোক,
স্বপ্নবিহীন জীবন তাদের হৃদয় ভরা শোক।

তাদের বন্দনা গাই, ২ বুকে সাজাই সময়ের ইতিহাস
এই জাতির আনন্দ, সুখ, দুঃখ, দীর্ঘশ্বাস

পরাজয়ের গ্লানি। ২ টানছি ঘানি আজো জানি তার,
আলোর ঘায়ে খুললো না কেউ অন্ধকারের দ্বার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিলো শক্ত পেশী, ২ যে বিশ্বাসী সমুন্নত হাত
ছিড়লো না সে. রক্তচোষা অবিচারের রাত।

ছিলো নিজস্ব গান, ২ নিজের পরান, নিজের বাড়ি ঘর
মাল মশলা নিজের ছিলো নিজের কারিগর,

ছিলো নদীর ভাষা, ২ ভালোবাসা বেহুলার সাম্পান
তবু লখিন্দরে আজো পেলো না পরান।

যতো বিজ্ঞজনে, ২ আয়োজনে ব্যস্ত যে শহরে
নিজের সুখের ঘর গড়তে দুখী মাইন্‌সের হাড়ে।

তাদের বলি শোনো, ২ যদি কোনো না-করো উপায়
হাজার মানুষ ভাঙবে ও-সুখ হাজার হাতের ঘায়,

কোনো নিষ্কৃতি নাই, ২ আমি জানাই শোনো স্বার্থপর—
আর্ত মানুষ কেড়ে নেবে তাদের অধিকার।

তারা জেগে উঠছে, ২ ছুটে আসছে বুকে সত্য আলো,
তাদের আগমনের বার্তা রুদ্ধ হইয়া গেল।

আমার পদ্য শেষ, ২ এই দেশ, এ মাটির বাঙ্গালি,
আমার ভালোবাসার অস্ত্রে সাহস ওঠে জ্বলি।

ওঠে রনবাদ্য, ২ যা আরাধ্য, প্রার্থনা যা মনে
সমস্ত আরতি আমার বিশ্বাসের চরনে—
তুমি শক্তি দিও।।

৬ ফাল্গুন '৮৩ সিদ্ধেশ্বরী ঢাকা

স্বপ্ন-জাগানিয়া

আমারে বানাও ফের তোমার নাহান
তোমার নাহান ঋজু, স্বাস্থ্যবান হিয়া,
আমারে বানাও শুদ্ধ-স্বপ্ন-জাগানিয়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই যে বিনীত মাথা, গোলামের ঘাড়
পুনর্বার করো তারে স্বভাবে স্বাধীন,
করো তারে শব্দময়, নীরবতাহীন।

মানুষের মানবিক ভাষা ও স্বভাবে
যতোখানি ঘৃনা থাকে, থাকা স্বাভাবিক,
আমারে বানাও ঠিক ততোখানি প্রেম—
ততোটা বানাও লোহা যতোটুকু হেম।

আমারে বানাও ফের আগুনের শিখা,
আমারে বানাও ফের জলকণী মেঘ।
আমারে বানাও ফের শস্যময় ভূমি
যতোটা সাহসী হাত, যতোটুকু তুমি।

৮ মাঘ '৮৬ বাজুয়া খুলনা

হারানো আঙুল

নেই। কেউ নেই—
ইতিহাস জেগে আছে শুধু একা স্বতন্ত্র দুচোখ।
যেন এক মৃত মানুষের পাঁজরের জীর্ন হাড়
বিগত জন্মের স্মৃতিকথা বুকে নিয়ে নীরবে রয়েছে প'ড়ে
ধুলো-জমা লতা গুল্ম তৃনের ভেতর।

নেই। সেই সব তাঁতের হৃদয় থেকে বেজে-ওঠা শ্রমের সঙ্গিত
নেই। স্বপ্নের সেই সব শিল্পীর হাত থেমে গেছে অনেক অতীতে,
এখন ক্লান্তির মতো জীবনের স্মৃতিচিহ্ন প'ড়ে আছে ব্যথিত পাঁজর।

কোনো গান শুনবো বোলে কি এই পথে আসা?

হারানো উত্তাপ আমি খুঁজতে খুঁজতে কেন ওই জীবনের হাড়
লতা গুল্ম, ভাঙা ইট , কেন ওই দেয়ালের পাথর সরাই!
কেন শুধু মসলিন মসলিন বোলে কেঁদে উঠি বুকের ভেতরে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাঙা-ইট, ওই হাড়—ও-তো শুধু বেদনার ব্যর্থ অবশেষ
আমি তবু সেই ধুলো খুঁড়ে খুঁড়ে শুঁকে দেখি ভেতরের মাটি।
কেন দেখি? কেন সেই শিল্পীর কাটা-আঙুল খুঁজে পেতে চাই?
পেতে চাই তাঁতের হৃদয় থেকে বেজে-ওঠা শ্রমের সঙ্গিত
ঘরে ঘরে রেশমের গন্ধমাখা আশ্বাসের মসৃন বাতাস।

হারানো শিল্পের ভাষা
হারানো শ্রমের পেশী
হারানো উত্তাপ আমি খুঁজতে খুঁজতে কেন ওই বুড়ো অশথের নিচে
বাঁধানো দিঘির ঘাট ওই ভাষা দেয়ালের কাছে এসে থমকে দাঁড়াই!

কেন শুধু জীবনের হাড় থেকে ধুলো, বালি, ক্লান্তি, ঘাম, ব্যর্থতা সরাই?

এখানে জীবন ঘিরে যে-বাতাস বুকে নিতো তাঁতের শীৎকার
ঘামের গন্ধ আর বধূদের স্বপ্নময় বুকের উত্তাপ
আজ আর সে-বাতাস নেই . . .
যে-আকাশ দেখেছিলো রেশমের তন্তু-মুগ্ধ শিল্পীর আঙুল
আজ আর সে-আকাশ নেই . . .
যে-চাঁদ . নীলিমা, রাত্রি শুনেছিলো ঘুঙুরের গল্প-লেখা-গান
সে-চাঁদ, নীলিমা, রাত ধুলোর অন্ধকূপে নিচে গিয়েছে হারায়ে।

রেশমের তন্তু-মুগ্ধ এক নোতুন আঙুল
বিশ্বাসের তাঁতে আজ আবার বুনতে চাই জীবনের দগ্ধ মসলিন।

এই ধুলো, ক্লান্তি . ভুল, ব্যর্থ রক্তগুলো খুঁড়ে খুঁড়ে গভীর মাটিতে
এই ইট, ঘুনপোকা, জীর্ন দুঃখগুলো খুলে খুলে গভীর হৃদয়ে
ফিরে যাবো—যে রকম গৃহে ফেরে নীড়ভ্রষ্ট নিরুদ্দেশ পাখি,
যে রকম কূলে ফেরে কালোজলে দিশেহারা নিখোঁজ নাবিক।

হারানো শিল্পের কাছে
হারানো প্রানের কাছে প্রয়োজনে নতজানু হবো,
হারানো শিল্পীর কাছে পুনরায় নতজানু হবো।

এই ধুলো, ক্লান্তি, ভুল, জীর্ন দুঃখগুলো ছিঁড়ে খুঁড়ে ফিরে যাবো স্বর্নগ্রামে।।

২১ ফাল্গুন '৮৪ সিদ্ধেশ্বরী ঢাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষের মানচিত্র

১.

আহারে বৃষ্টির রাত, সোহাগি লো, আমি থাকি দূর পরবাসে।
কাঁদে না তোমার বুকে একঝাঁক বুনোপাখি অবুঝ কৈতর?
কেমনে ফুরায় নিশি? বলো সই, কেমনেবা কাটাও প্রহর?
পরান হাঁপায়ে নামে বাউরি বাতাস দারুন বৃষ্টির মাসে।

যে বলে সে বলে কথা, কাছে বসে, হাতে খিলিপান দিয়ে কয়—
এতো জল ঝরে তবু পরান ভেজে না কেন, কও তো মরদ?
দুয়ারে লাগায়ে খিল যদি কেউ থাকে তারে কে দেবে দরোদ।
শরীরের মোহনায় দেখি তার বুনো ঢেউ রক্ত-মাংশময়।

শরীর গুটায়ে রাখি, শামুকের মতো যাই গুটায়ে ভেতরে।
অন্ধকার চিরে চিরে বিজুলির ধলা দাঁত উপহাসে হাসে,
আমি বলি—ক্ষমা দাও, পরান বন্ধুয়া মোর থাকে পরবাসে,
দেহের রেকাবি খুলে পরানের খিলিপান কে খাওয়াবে তোরে।

গতবার আষাঢ়ও পার হয়ে গেল তবু নামে না বাদল,
এবার জোষ্ঠিতে মাঠে নেমে গেছে কিষানের লাঙল জোয়াল।
আমাদের মাঝে দ্যাখো জমিন ভাগের মতো কতো-শতো আল,
এই দূর পরবাস কবে যাবে? জমিনের আসল আদোল।

কবে পাবো? কবে পাবো আলহীন একখণ্ড মানব-জমিন?
পরবাস থাকবে না, থাকবে না দূরত্বের এই রীতি-নীতি।
মহুয়ার মদ খেয়ে মত্ত হয়ে থাকা সেই পার্বনের তিথি
কবে পাবো? কবে পাবো শর্তহীন আবাদের নির্বিরোধ দিন।।

৮.২.৮৮ মিঠেখালি মোংলা

২.

পাখির নাহান ডাকো মাঝরাতে ডাক দাও পাখির গলায়।
আমি কি বুঝি না ভাবো? কাতলা মাছের মতো ঘাই মারে বুকে
ওই ডাক ঘাই মারে রক্তেমাংশে। ভাবো ঘরে আছি খুব সুখে।
আহারে পোড়ার সুখ—তুফানের গাঙ দেখে মাঝি সে পলায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুড়ো ভাতারের ঘর কোন সুখে করি তুমি বোঝো না নাগর?
পাখির নাহান শুধু ডাক পাড়ো মাঝরাতে ঘরের কিনারে।
হাঁপানির চোট খুব গরম তেলের জাব দিতে হয় তারে,
আমার হাঁপানি থাকে বুকের তুষের নিচে অনল-সাগর।

সারাদিন রান্নাঘরে। একপাল পোলাপান তাদের যতন।
আর তিন বউ তারা দিন-রাত পান খেয়ে মুখে দেয় শান্।
তাদের শানানো কথা গতর জ্বালায়ে ছাড়ে, জ্বালায় পরান।
আহারে পোড়ার সুখ! দিন কাটে, রাত তা-ও দিনের মতোন—

রাত্তির কাটে না আর। দেহের আগুন নেভে, পরান নেভে না।
কোনোদিন সখ হলে কাটা ঘায়ে ফের তিনি ছিটান লবন,
দিনভর দেহ জ্বলে, সারারাত জ্বলে এই নওল যৈবন।
পোড়ার জীবন নেবে, পোড়া-কপালিরে তবু মরন নেবে না . . .

পাখির নাহান কেন ডাক দাও নিশিরাতে? বিহান বেলায়
যদি পারো ডাক দিও, ডাক দিও রোদ্দুরের তাতানো দুপুরে,
কেমন ছিড়তে পারি শিকলের শিক দেখো জীবন-নূপুরে
গান তুলে কেমন আসতে পারি ধোয়া হৃদয় তলায়।।

৮.২.৮৮ মিঠেখালি মোংলা

AMARBOI.COM

৩.

মেম্বারের ছেলে দুটো ইশকুলে পড়ে, আমার হাড়িতে টান।
বেশুমার দায় দেনা, খাওয়াইয়া সাতজন, পঙ্গু বাপ ঘরে,
বেজাত আকাল যেন ঝাঁ'পায়ে পড়েছে এসে জীবনের 'পরে।
এতো যে সেয়ানা মাঝি, আমার নদীতে তবু বেজায় উজান।

আমি গাঙে নাও দিলে সব নাও পাছে পড়ে উজানে কি গোনে,
আমার জীবন-নাও সবার পেছনে কেন তবু প'ড়ে রবে?
পশারের গাঙে এক তুখোড় জোয়ান মাঝি এই কথা ভাবে।
চারপাশে অন্ধকার, সে তার বুকের ক্ষেতে এই প্রশ্ন বোনে।

রাত্তির গভীর হয়, তুফানের শব্দ বাড়ে, জলে জ্বলে নুন,
দিনের রোদ্দুরে পোড়া তাতানো গতর থেকে গন্ধ আসে তার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনের চাদ্দিকে হাতড়ায় মাঝি—আলো নেই, শুধু অন্ধকার,
কাঞ্চা বাঁশের নাহান জোয়ান শরীরে তার ধ'রে গেছে ঘুন!

জলের সংসারে ভাসে তবু তো শিকড় তার রয়েছে মাটিতে,
তবু তো শিকড় তার রয়েছে জীবনে, জীবনের পুষ্টিহীন
উষর মাটিতে আজো, আজো মাঝি শুধে যায় জীবনের ঋন।
জোয়ারের নাওখানি বার বার কাঁপে তার দুখের ভাটিতে।

রাত তো পোহায়ে এলো, লগি খুলে স্রোতে দিতে হবে নাওখানা,
আমার রজনী কবে পোহাবে দয়াল? ভাঙা নাওখানি কবে
গোনে বা বেগোন স্রোতে জীবনের মত্ত গাঙে একধারা ব'বে!
এ-প্রশ্নের চারা হবে সে কোন অস্থানে তার উত্তরের ধান?

৯.২.৮২ মিঠেখালি মোংলা

৪.

ভাসান যে দিতে চাও, কোন দেশে যাবাই যাবা সে কোন বন্দরে
আমারে একলা থুয়ে? এই ঘর, বৈষ্ণবের কে দেবে পাহারা?
এমন কদম ফুল—ফোটা ফুল থুয়ে কেউ পরবাসে যায়!
তুমি কেন যেতে চাও বুঝি সব, তবু এই পরান মানে না।

লোকে কয় ভিন দেশে মেয়ে মানুষেরা নাকি বেজায় বেহায়া,
শরীরের মন্ত্রদিয়ে আটকায় শাদা-সিদে পুরুষ মানুষ।
তোমারে না হারাই যেন সেই দিব্যি দিয়ে যাও জলের কসম,
আর বলি মাস মাস খোরাকি পাঠাতে যেন হয়নাকো দেরি।

পুবের না পশ্চিমের দেশ, কোন দেশে যাবা মাঝি, কোন দেশ?
সেখানে কেমন জানি লোকজন, মানুষের আচার বিচার!
শুনেছি দক্ষিনে ভয়, আজদাহা দরিয়ার বেশুমার খিদে,
পাহাড় সমান ঢেনা আচমকা টেনে নেয় পেটের ভেতর।

দক্ষিনে যেওনা মাঝি, কালাপানি দরিয়ায় কামোট কুমির।
তোমারে হারাই যদি গলায় কলসি বেঁধে ডুব দেবো জেনো,
তোমারে হারাই যদি ধুতুরার বিষ খেয়ে জুড়োবো পরান।
পরবাসে যাবা মাঝি, মনে ভেবো ভরা গোলা রেখে গেছ ঘরে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোমত্ত বয়স দেহে মাঝি-বউ দিন গোনে, ফেরে না ভাতার,
গলায় কলসি বাঁধা হয়নাকো তার। পেটের আগুনে পোড়ে
অতপর ঘরদোর, সোনার গতর আর সব শেষে পোড়ে
তার যৌবনের কড়ি। মাঝি-বউ দিন গোনে, তবু দিন গোনে . .

৯.২.৮৮ মিঠেখালি মোংলা

৫.

গেল বছরের দেনা এ বছর নিয়ে গেল খোরাকির ধান।
এই সনে দেনা হবে আরো, হালের বলদ-গাই যাবে ব্যাঁচা,
কার্তিকের অনটন সংসারে ডাকবে ঘোর অভাবের প্যাঁচা।
মহাজন ভালো লোক, দেনার বদলে দেবে নাড়ি ধ'রে টান—

দ'শানা ছ'আনা ভাগ, ধানের মাড়াই শেষে থাকে না কিছুই,
রাজভাগ মহাজন, বাদবাকি দায়-দেনা তবু যদি থাকে।
জীবন জড়ায়ে গেছে জীবনের এই অন্ধ অন্যায়ের পাঁকে,
যতোই টানো না কেন, একতিল এগোবে না, টানবে পিছুই।

উপরে যে আছে তার বাড়ছে গোড়া-ডাল-পাতা-ফল-ফুল,
নিচের তরুটি আর বাড়েনাকো, দিনে-দিনে খসে তার দেহ।
এমনি নিয়ম নাকি, ওরা বলে—নিয়তির এরকমই স্নেহ,
ভালোরা উপরে থাকে, অধমের চিরকাল ভেঙে যায় কূল।

এ-কথা বিশ্বাস কোরে এতোকাল বেঁচে আছে মাঠের চাষারা,
তামাদি হয়েছে সুখ, নোনা ধ'রে গেছে সারা জীবনের গায়,
মজ্জায় জমেছে শীত, আদ্দার বেঁধেছে জট বুকের খাঁচায়—
ভাঙতে ভাঙতে কূল ঠেকে গেছে ভিতে, শুধু বাঁচার আশারা

বেঁচে আছে, তাই নিয়ে প্রতিদিন জীবনের সাথে হয় দ্যাখা।
মৃত স্বজনের হাড় মাঝরাতে জেগে উঠে শোনায় কাহিনী,
মাংশের ভেতরে সেই কাহিনীরা জমা হয়, রক্তের ধমনী
সেই কথা শোনে, আজ শুনে রাখে—যে-কাহিনী হয়নাকো লেখা.

১০.২.৮৮ মিঠেখালি মোংলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬.

কুটুম এসেছে ঘরে, সাঁচিপান সাজো বউ রূপোর বাটায়।
চিড়ে মুড়ি আছে কিছু? নয়তো বাতাসা দাও সাথে নারকেল।
একেবারে খালিমুখ, আর কি সেদিন আছে, আহারে আকাল!
শ্রাবনের বানের নাহান ভেসে গেছে সব—হায়রে সুদিন।

কি সুখে ছিলাম বউ! ভাত মাছ, তরকারি কিসের অভাব?
অতিথি বাড়িতে এসে খালিমুখে ফিরে যাবে সে কেমন কথা!
আর কি সেদিন আছে—কতো রাজা বদলায়, দিন তো ফেরে না।
কিছুই মেলে না আর, কেতাবের কলিকাল এরে বুঝি কয়?

ও বউ মাদুর দাও, ছায়ায় বসুক এসে, বাইরে যা খরা—
ছেলেরা সবাই মাঠে, পুকুরে যে জাল ফ্যালে তা-ও কেউ নেই।
দুপুর গড়ায়ে এলো—ও বউ রান্না চড়াও, চাল দাও বেশি,
আর কি সেদিন আছে! কিছুই মেলে না আর, কিছুই মেলে না।

ঝুড়িভরা ফলমূল, দুই বেলা দুধ আহা বাঁটোরাস্ত গাই,
খাটাশ আটার রুটি কোনোদিন ছুঁয়ে কি দেখেছি, কোনোদিন?
কতো রাজা বদলায়, দিন বদলের কথা শোনায় ছেলেরা,
দিন তো ফেরে না বউ? বানের জলের মতো ভেসে যায় সব . . .

পশরের পাড়ে আজো এই দৃশ্য বেঁচে আছে, দৃশ্যের মানুষ।
সব গেছে, আছে শুধু আহ্লাদটুকু, আছে অতীতের স্মৃতি।
এইসব প্রবীনেরা হারানো দিনের গন্ধ ধ'রে রাখে আজো,
আজো তার স্বাদ পায়, আজো তার স্বাদ চায় বিলাতে অন্যকে।।

১০.২.৮৮ মিঠেখালি মোংলা

৭.

বনের হরিন নয়, বাঘ নয়, এতোরাতে চৌকিদার চলে।
হোই কে যায়? কে যায়? গঞ্জের বাতাস ফেরে হিম, নিরুত্তর
কে যায়? কে যাবে আর! দশমীর অন্ধকার একা একা যায়,
একা একা চৌকিদার আঁধারের বাঁকে বাঁকে নিজেকে তাড়ায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজেকেই প্রশ্ন করে, কে যায়? কি নাম তোর? কোথায় থাকিস?
কী তুই পাহারা দিবি, জীবনের কতোটুকু আগলাবি তুই!
ছিঁচকে-সিঁদেল চোর—আর যেই চোর থাকে দিনের আলোয়?
আর যেই চোর থাকে দেহের ভেতর, শরীরের অন্ধকারে?

রাতের আঁধারে খুঁজে তারে তুই পাবি? চৌকিদার, পাবি তারে?
যে-চোর পাহারা দেয়, পাহারার নামে করে ভয়ানক চুরি,
চুরি করে মানুষের ঘিলু-মাংশ-রক্ত-হাড় বুকের বাসনা,
তারে পাবি, যে-তোর জীবন থেকে চুরি করে পূর্নিমার রাত?

যে-তোর জীবন থেকে চুরি করে পয়মন্ত দিনের খোয়াব,
যে-তোর শিশুর স্বাস্থ্য, দুধভাত, চুরি করে বোনের সিঁদুর।
তারে পাবি, যে-তোর গতর থেকে খুলে নেয় মানব-শরীর?
কিসের পাহারা তবে? কেন তবে রাত ভর রাতকে তাড়ানো?

অন্ধকার পৃথিবীতে শুধু কিছু তারা জ্বলে, দূরের নক্ষত্র।
ঝিঁঝিঁ ডাকে। পাটের পচানি থেকে গন্ধ আসে রাতের বাতাস।
পুরোনো কবর খুঁড়ে শেয়ালেরা বের করে আধপচা লাশ
হোই কে যায়? কে যায়? পৃথিবীর অন্ধকারে চৌকিদার চলে।।

১১.২.৮৮ মিঠেখালি মোংলা

AMARBOI.COM

৮.

'উঠোনে ছড়ালে ভাত কাকের অভাব হয়? শত কাক আসে।'
সব পাখি কাক নয়, জানা ভালো, সব কাক আসে না তবুও,
কিছু কিছু কাক আছে চিরকাল উড়ে চলে উজান বাতাসে—
আমিও তেমন কাক, তোমার উজান স্রোতে দাঁড়ায়ে রয়েছি।

ডাঙায় ডাঙর হয় গভীর ফাটল আর জলে বাড়ে নোনা।
এই তো আমার ঘর, রোদে জ্বলা, জলে ভেজা আমার বসতি,
এই তো আমার দেশ, এই তো আমার প্রেম, আমার হৃদয়—
তিনভাগ জলের উপরে ভাসা একভাগ মানবিক মাটি।

তবু সে-মাটিতে নেই আমার দখল, আমার দখলে নেই
জীবনের কোনো মাটি। উজান জলের এক বিশাল ভুবনে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাঁড়ায়ে রয়েছি, জানি দাঁড়ায়ে থাকার নাম প্রকৃত জীবন।
সকলে বসতে চায়, কেউ কেউ থাকে তবু বিরুদ্ধ স্বভাব।

বানের জলের শেষে প'ড়ে থাকে অকৃপন পালির সংসার,
আর তাই দেখে দেখে জঙ্ঘধরা বক্ষে, প্রানে বেজে ওঠে বাঁশি।
গাঙের জলেতে চুল খুলে দিয়ে এক বউ শরীর ভেজায়—
এই তো আমার ঘর, দিনে রাতে সে-ঘরের খ'সে পড়ে আয়ু।

গোপন ইঁদুরে কাটে, কাটে এক সর্বনাশা সোনার কামোট,
আমার ঘরের ভিতে গর্ত করে অঘ্রানের কাতর সাপেরা।
এই তো আমার প্রেম, এই তো আমার ঘর, আমার স্বদেশ—
তিনভাগ জলের উপরে ভাসা একভাগ মানবিক মাটি।।

১৬.২.৮৮ মিঠেখালি মোংলা

৯.

সিঙেল বয়ারগুলো সারাদিন জলে ডুবে ঝাপটায় মাথা।
দু-চারিটি ধোড়াসাপ ভয়ে ভয়ে ঘোরে ফেরে খালের কিনারে।
মাছ খায়। পাড়ে কিছু গোরুই শালিক আর খয়েরি শালিক—
ভাবো তো এমন দৃশ্য কবে তুমি দেখেছিলে, কতোকাল আগে?

গোরুর বাথালে এক শ্যামলা রাখাল তার কী সুরেলা বাঁশি
মনে পড়ে রোদের পাহারা-ঘেরা দূর এক বিরান প্রান্তরে
সেই বাঁকা ঝাউগাছ, রাজা-প্রজাপতি আর ঝাঁক ঝাঁক টিয়ে?
মহুয়ার পালা শুনে কী যে কষ্ট বুকে নিয়ে ফেরা—মনে পড়ে?

জীবনের খোলা রাতে আজো ফুরোয় না সেই মহুয়ার পালা,
হোমরা বাইদ্যার রোষ ফেরে আজো মহুয়ার পেছন পেছন,
বিষের খঞ্জরে বেঁধে স্বপ্নবান জীবনের চাঁদ সদাগর—
বুকের খোয়াব নিয়ে জীবনের ঘোরতম আঁধারে পালাই।

খঞ্জর ছাড়ে না তবু। কী দিয়ে ফেরাবো এই বিষের খঞ্জর?
নাচের মুদ্রার মধ্যে ঝলোমলো কোরে ওঠে মৃত্যুর সমন,
ঢোলের শব্দের মাঝে বেজে ওঠে ঘাতকের অনিবার্য রোষ।
বিষের খঞ্জর আমি কী দিয়ে ফেরাবো বলো, কী দিয়ে ফেরাবো?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মরা নদীটির পাড়ে এক শঙ্খচিল কাঁদে। দুপুর গড়ায়।
কে যেন আকাশে ভাঙে একরাশ শাদা কালো মেঘের শিমুল।
রাত নামে। অন্ধকার ঘিরে আসে বাইদ্যার দলের নাহান
বিষের খঞ্জর হাতে—এ জীবনে ফুরোয় না মহুয়ার পালা।।

১৮.২.৮৮ মিঠেখালি মোংলা

১০.

তালাক হয়েছে তার আশ্বিনের শেষ দিন অপর বেলায়।
অকারনে। লোকে বলে—সোয়ামির দিকে তার ছিলো না নজর,
পাড়া বেড়ানিয়া মাগি যার তার ঘরে গেছে সন্ধা কি ফজর—
অপরাধ বড়ো তার, পাথর ভেঙেছে সে-যে মাটির ঢেলায়।

সোমত্ত জোয়ান ঘাড় ফেরায়ে বলেছে মেয়ে—যাবো না, যাবো না।
ভরা অভাবের মাসে এখন কোথায় যাবো, কে দেবে খোরাকি?
যে অঙ্গ সোহাগ চায় সেইখানে লাথি নিয়ে সেধেছে একাকি।
অন্ধকারে। নামতে হয়েছে তাকে, তার কথা হয় নাই শোনা।

সোয়ামির ঘর থেকে তালাক হয়েছে তার, জোটেনি তালাক
জীবনের কাছ থেকে। জীবন নিয়েছে তারে অন্ধকারে টেনে।
মজা পুকুরের পাড়ে ভিন পুরুষেরা তার দেহখানা ছেনে
চিনিয়ে দিয়েছে দেহ জীবনের কানাগলি, অন্ধকার বাঁক।

বুকের আগুন আজ জ্বেলেছে সে তার দেহে, দেহের খাঁচায়।
বধূ নয়, মাতা নয়, সে এখন শুধু এক সর্বনাশা মেয়ে—
সংসারের কূল ভাঙে উথাল গাঙের কালো অন্ধজল হয়ে,
মেঘের মতোন সে-যে রোদে পোড়া কিষানের আশাকে নাচায়।

ঘোলাটে জোস্নার রাতে দড়ি হাতে যায়নি সে গাবগাছ তলা,
এনডিন ভালোবেসে পরান জুড়োতে তার হয় নাই সাধ।
বেঁচে থেকে জীবনের পচাগলা অন্ধকারে নিয়েছে সে স্বাদ
জীবনের—জীবন দেখুক এক মানুষের অন্ধকারে জ্বলা।।

২০.২.৮৮ মিঠেখালি মোংলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১১.

ভেজানো গাবের গন্ধে নিকেরি পাড়ায় নামে পূর্নিমার রাত।
জোয়ার ফেনায়ে ওঠে গাঙপাড় ছেড়ে যায় জেলে নাওগুলো।
জোয়ার ফেনায়ে ওঠে—ঝ'রে পড়ে জোস্নাহীন পূর্নিমার ধুলো।
মাছের মতোন জালে আটকা পড়েছে আজ জেলের বরাত।

আজ কোনো জোস্না নেই, আজ কোনো স্বপ্ন নেই মানব পাড়ায়,
যে-মাছেরা ঢাকা পড়ে বরফে ও নুনে, যে-মাছেরা গাঙপাড়ে
খরায় শুকায় আর শীতে ধলাপোকা জন্মে যে মাছের হাড়ে—
সেই সব মাছের জীবনে আজ বুক ভাঙা মানুষ জড়ায়।

জন্মেই জড়ায়ে গেছি মানুষের সুচতুর জালে ও খাঁচায়,
তারপর যতোবার জোয়ার এসেছে গাঙে-এসেছে প্লাবন
কূল ভেঙে গেছে শুধু, ভাঙে নাই খাঁচা-জাল, জালের বাঁধন।
চিরকাল স্বপ্ন তবু জেলের নৌকোর মতো জীবন ভাসায়—

জেলের কুমারী কন্যা এখনো খোঁপায় গোঁজে কলাবতী ফুল,
দরিয়ার মতো কালো এক বুকে পিষ্ট হতে ইচ্ছা তার কাঁদে,
ভাঙা গাঙপাড়ে তবু কালো মেয়ে কার খোঁজে জোস্নাহীন চাঁদে।
শুটকির গন্ধ আসে, জোয়ারের জলে ভাসে পরানের কূল।

ওঠে দুর্দিনের ঘোর উৎসবে মুখর হয়ে দরিয়ার পাড়।
তুফান জলের সাথে খাল্লা দিয়ে ছোটে নাও, ছোটে যে জীবন
স্বপ্ন দিয়ে মানুষেরা কি রকম শক্ত ভাবে করেছে সীবন—
উঠোনে শুকোয় জাল, শুকোয় না নিকেরির কষ্টে ভেজা হাড়।।

২২.২.৮৮ মিঠেখালি মোংলা

১২.

ভরা বসন্তের দিনে এ-মধুর চাক তুমি ভেঙো না মৌয়াল,
মধুপোকা আসবে না, ভাঙা চাকে আসবে না রাঙা মউমাছি।
দারুন যক্ষের ধন আমি শুধু এইটুকু স্বপ্ন নিয়ে আছি।
ভেঙো না মধুর চাক, বিষ-পিঁপড়েয় তবে ছেয়ে যাবে ডাল—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাতের শিয়াল আসে, ঝাঁক বেঁধে বানরেরা আসে অসময়,
অন্ধকার বাদাবনে পাতার আড়ালে রাখি লুকায়ে শরীর,
শরীর লুকোনো যায়, কি কোরে লুকোবো আমি সৌরভের তীর।
কি কোরে লুকোবো এই বসন্ত বাহার আমি তপ্ত তৃষ্ণাময়!

এমন চাঁদের রাতে চাকে হাত দিওনাকো বড়িলা নাগর,
তিষ্ণার গাঙেতে জল উথালি পাথালি করে সয় না পরানে।
অতো কি বোঝাও তুমি পূর্নিমার চাঁদ আর বসন্তের মানে?
বুঝি সব। জোয়ার এসেছে গাঙে খুলে যায় বুকের দুয়োর।

তুমি যদি কথা দাও আমারি কপালে দেবে সিন্দুরের টিপ,
বুক ভরা স্বপ্ন দেবে, আর দেবে জীবনের আধেক সীমানা,
দিঘির জলের মতো কালো এক শিশু দেবে তবে নেই মানা,
তুমি হয়ো ঘর আর আমি হবো অন্ধকারে ঘরের প্রদীপ।

যদি তুমি কথা দাও কার্তিকের অনটনে দেবে না তালাক,
তোমার বুকের নিচে আমি তবে ভূমি হবো হবো কি নদী,
হৃদয়ের জল দিয়ে ভেজাবো তোমার ভূমি আমি নিরবধি—
তোমার জবান যদি সত্য হয় তবে আমি বাসনা জ্বালাক।।

২৩.২.৮৮ মিঠেখালি মোংলা

১৩.

কলার ভেলায় লাশ, সাথে ভেসে চলে এক স্বপ্নবান বধূ।
হাঙর কুমির আসে, আসে ঝড়, অন্ধকার দরিয়ার বান,
লাশের শরীর থেকে মাংশ খসে, বেহুলার অসীম পরান,
কিছুতে টলে না স্বপ্ন, আকাংখার শক্ত হাত মেলে রাখে বঁধু . . .

ওলো ও বেদেনি শোন, ছোবল দিয়েছে বুকে জাত কাল সাপ,
নীলবর্ন হয়ে আসে সোনার গতরখানা অঙ্গ জ্বলে বিষে,
কী সাপে দংশিলো লখা? ঘোরবর্ন সাপ ছিলো অন্ধকারে মিশে।
উদোম নাচন দিয়ে দুই কানে শোনা তুই মন্ত্রের আলাপ।

কী সাপে দংশিলো লখা! জীবন আন্ধার হলো, অঙ্গ হলো কালি,
এ-কোন সাপের বিষ জীবন নেয় না শুধু শরীর জ্বালায়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরান পোড়ায়ে নামে বিষের নহর যেন রক্তের নালায়—
দোহাই বেদেনি তোর, বিষের বাগানে তুই বিষহরা মালি

মন্ত্র দে, মন্ত্র দে তুই, ছোবলের ক্ষতে রাখ বিষমাখা ঠোঁট।
বিষে নীল লখিন্দর ভাসে দ্যাখ পৃথিবীর কীর্তনখোলায়,
জলের উপরে ভাসে বিষাহত আকাংখারা, জলের ঘোলায়—
কী সাপে দংশিলো লখা, জীবনের নাড়ি কাটে বিষের কামোট?

ওড়ে আকাশে শকুন। উত্তর দিগন্ত ঘিরে কালো মেঘ আসে।
কেউ কি বেহুলা নেই স্বপ্নবান কোনো এক তরুন বেদেনি?
স্বজন-রক্তের কাছে, স্বজন হাড়ের কাছে দায়বদ্ধ, ঋনী?
কেউ কি বেহুলা নেই হাড়ের খোয়াব নিয়ে বৈরী জলে ভাসে?

২৭.২.৮৮ মিঠেখালি মোংলা

১৪.

এমন ঝড়ের রাতে আচমকা ভেঙে দিলে নায়ের গলুই।
আমারে ভাসালে তুমি মাঝগাঙে, তরিয়ার সর্বনাশা জলে,
আমারে পোড়ালে রোদে দুপুরের অনাবৃত আকাশের তলে।
শিরদাঁড়া ভেঙে আসে, বুকপাষান ভার আজ কোনখানে থুই?

এই দগ্ধ মসলিন ছেঁড়া কাপড় ফের কোন তাঁতে বুনি?
মৌশুমি পাখির ঝাঁক ঘিরে ঘিরে জমা হয় হেমন্তের মাঠে,
পচে রস। জিরেন রসের তাড়ি অঘ্রানের অবসাদ কাটে—
আমি শুধু অন্ধকারে একা একা দুর্দিনের পদশব্দ শুনি।

এতো যে কষ্টের ধান! মাঠভরা ধানে তুমি নামালে বয়ার,
আগুনে পোড়ালে ক্ষেত, পাকা-শস্য, ঘরে দিলে করাল আগুন।
আমার শরীর আর মাথার মগজ জ্বলে, জ্ব'লে ওঠে খুন,
আমিও ছিঁড়তে পারি এই রুক্ষ বুনো হাতে বেয়াড়া আঁধার।

মাল্‌শায় পোড়ে তুষ। নবজাতকের কান্না ভেসে আসে দোরে,
বিরান সংসারে জাগে নোতুন মানুষ এক নোতুন খোয়াব,
তুমুল চিৎকারে ভাঙে ক্রুদ্ধধরা হৃদয়ের নিরীহ স্বভাব।
বুকের ভেতর এক তাজা শিশু জন্ম নেয় প্রাণবন্ত ভোরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমিও ফিরতে পারি, বানের মতোন পারি ভাসাতে দুকূল,
কেউটে সাপের মতো রুখে পারি ফনা তুলে আমিও দাঁড়াতে,
পারি ভূমিকম্পের মতোন কালো পৃথিবীকে দু'হাতে নাড়াতে—
আমিও আনতে পারি সবলে ছিনিয়ে ওই স্বপ্নময় ফুল।।

৩১.২.৮৮ মিঠেখালি মোংলা

১৫.

এতোকাল ধরে শুধু আকাশ মেঘলা হয় নামে না বাদল,
নাড়ি-ছেঁড়া ব্যথা ওঠে, কাতরায় খালি ঘরে চূড়ান্ত পোয়াতি।
পশ্চিমের মেঘ দেখে হাটবারে দোকানিরা গুটায় বেসাতি,
বরষা আসে না—শুধু মেঘ জমে ওঠে, বাজে মেঘের মাদল।

সময় গড়ায় আর ভাঙা ঘরে চলে রোজ মৃত্যুর মহড়া।
আমাদেরও স্বপ্নগুলো ক্রমশ ঝিমায়ে পড়ে বয়সের ভারে,
ভরা পূর্নিমায় কেউ আঙুল রাখে না আর জোতারার তারে,
ঘানির জোয়াল টানে একদার স্বপ্নবান প্রাণবন্ত ঘোড়া।

বাওয়ালীর দুঃখ বোঝে বাদাবনে জোংড়াখুটা, জেলে ও মৌয়াল,
জনপদে তারা আর চেনে না নিজের মুখ। আলাদা মানুষ
তারা সব বিষের আগুনে পোড়া বিষমগ্ন মাল্‌শার তুষ,
পোড়ায় অন্যের ঘর, আর পোড়ে নিজে নিজে দগ্ধ চিরকাল।

আমরা দেখিনি আর পরস্পর হাত খুলে গাঢ় কোনো সাঁঝে,
প্রতিটি হাতের তালু এক চিহ্ন ধ'রে আছে দেখি নাই কেউ।
পরস্পর চেয়ে থেকে দেখি নাই সবার বুকেই এক ঢেউ,
সবার একই মুখ, সবার একই ভাষা চামড়ার ভাঁজে।

বড়শির সুতা ধ'রে অন্ধকারে বোসে থাকে রুগ্ন এক জেলে,
মাছের খোয়াব তার চোখের পিচুটি হয়ে ঢেকে রাখে চোখ।
বুকে তার ক্ষুধায় খরায় পোড়া দূরবর্তী স্বজনের শোক—
এক জেলে চায় যেন নিখিল খোয়াতে তার ম্লান স্বপ্ন ঢেলে।।

৩১.২.৮৮ মিঠেখালি মোংলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৬.

কোনো কি প্রার্থনা নেই? কিছুই চাওয়ার নেই বিশ্বাসের কাছে?
সংসার বিরাগি যেন একতারা হাতে এক বেভুল বাউল,
কি সাধে নিয়েছো তুলে মাটি থেকে মানবিক আকাংখার মূল?
আছে, আছে, তোমারো রক্তের স্রোতে বাসনার বেনো জল আছে।

তোমার অরন্যে আছে অপরূপ স্বপ্ন আঁকা চিতল হরিন।
তন্দ্রাতুর হরিয়াল-ডাকা ফাল্গুনের রাত। শাদা খরগোশ।
তোমার কিনারে আছে পাললিক নোনাজল, জলের পরশ,
সরল শিশিরে ধোয়া সোনালিম শস্যময় হেমন্তের দিন।

তোমার পরানে আছে বাঘের থাবায় এক আহত হরিন—
বাঘে-ধরা পাঁজরের ক্ষতে তার মাংশ পচে, জন্মে নীল পোকা,
শীতল ব্যথায় বাঁধা হরিনটি বোঝে নাই অরন্যের ধোকা,
এখন আপন মাংশে পচনের বৈরী বিষ ওঠায় সঙ্গিন।

কিছু কি প্রার্থনা নেই? তোমার আঁধার দাঁড়ো তোমাকে ভাসায়।
তাবৎ আলোর মধ্যে এক কনা অমা থাকে পচনের বিষ,
দিনে দিনে বাড়ে ক্ষত, পোকা জন্মে, জন্মে কালো আঁধার-পুরীষ
তোমার আঁধার রাখে তোমাকে জড়ায়ে ওই তোমার খাঁচায়।

তোমার জীবন শুধু তোমাকে তাড়ায় বন্দি তোমার জীবনে।
পাওখানা বাঁধা থাকে খেয়াঘাটে মাঝিহীন অপর বেলায়,
দু'টি পাড় শূন্য চেখে ভাসে যেন কূল-ভাঙা গাঙের ভেলায়—
আহত হরিন এক পচা মাংশে নীলপোকা তোমার পরানে।।

৩.৩.৮৮ মিঠেখালি মোংলা

১৭.

আমার লাটাই সুতা হাতে র'লো ঘুড্ডিখানা হারালো কোথায়?
লিলুয়া বাতাস পেয়ে জীবনের স্বপ্ন-ঘুড়ি উড়ায়ে ছিলাম,
হায়রে আকাশ তার অঙনে ডাকলো আজ নীলের নিলাম,
কারা যেনন ঢেকে দিলো রোদের সুরুজটারে মেঘের কাঁথায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সব কথা ফুরোলো না, চোখ ভ'রে সব দ্যাখা হলোনাকো দ্যাখা,
আশ্বিনের মেঘের মতোন ঝ'রে গেল চোখের পলকে সব
আকাংখার জল, গেল শিশিরের মতো ঝরে গহিন খোয়াব।
সব কথা ফুরোলো না, হৃদয়ের সব তৃষ্ণা হলোনাকো লেখা।

দিনের আহার শেষে ধবল পাখিটি আর ফিরলো না নীড়ে।
সব বাঁশি বাজলো না, পেলো না হাতের ছোঁয়া সবকটি তার,
ফসল বোনার আগে ভেঙে প'ড়ে গেল জলে গাঙের কিনার।
বুকের শিখাটি জ্ব'লে উঠলো না বেদনার অন্ধকার ছিঁড়ে—

গাঁয়ের হালোট বেয়ে গোরুগুলো ঘোরে ফেরে। হাটবার আসে!
জাংলা থেকে শিম পাড়ে ঘরের নোতুন বউ, মন উচাটন।
খেয়াঘাটে লোক জমে। ওপাড়ায় চুরি হয়। থামেনা জীবন—
গাঙের উজান স্রোতে চিরকাল যেন এক কালো নৌকো ভাসে।

সব কথা ফুরোলো না এই কথা ফুরোবে না, তবু একদিন
দিনের আহার শেষে ধবল পাখিটি আর ফিরবে না নীড়ে,
দুই ফোঁটা নোনাজল মিলে যাবে জীবনের অগনন ভিড়ে।
জোয়ারে ভাটায় নদী অবিচল শুধু যাবে পৃথিবীর ঋন।।

৬.৩.৮৮ মিঠেখালি মোংলা

AMARBOI.COM

১৮.

ঘণ্টায় তিরিশ টাকা। কম নাই। আমাদেরও প্যাট আছে সাব,
আমাদেরও সাধ আছে। পাঁচ টাকা সের চাল, কেমনে বাঁচুম!
গতরে তুফান তুলে দুয়ারে লাগালো খিল পাড়ার রমনী,
তখন ঝিমায়ে গেছে নবমির ঘোলাচাঁদ দূরের আকাশে . . .

নর্দমায় পচা কফ, কালো রক্ত, বীর্য, মুত, মাতালের বমি।
বাতাসে মদের গন্ধ, বেসুরো গজল আর খিলখিল হাসি।
ঘুমন্ত শিশুর পাশে পিষ্ট হয় ন্যাংটা দেহ, ভাড়াটে শরীর,
স্টোভে ভাত ফোটে, দরোজায় গেঁথে থাকে দালালের ধূর্ত চোখ।

জ্বলে সুখ, গেরস্থালি, শীতল আগুনে তার মজ্জা-মাংশ জ্বলে,
বয়স্ক জরায়ু যেন ক্রমশ শুকায়ে আসে জীবনের স্বাদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পালায় থুবড়ে পড়ে সাধের বাসনাগুলো মাতালের মতো,
বেসুরে হার্মোনিয়াম বাজে তার রঙচটা বর্নহীন বুকে—

ফ্যাকাশে সকাল ভাঙা দেয়ালের কাছে এসে থমকে দাঁড়ায়,
নিশিথের ক্ষতটারে মোছাতে পারে না। পারে না রোদের জল
ধোয়াতে জীবন, এই নষ্ট ফল, এই মানুষের নষ্ট হিয়া—
সূর্য শুধু স্বপ্ন আনে, মানুষের ভাঙা-স্বপ্ন জোড়াতে পারে না।

নেশায় ঘোলাটে চোখ, টলতে টলতে যায় বুকের বাসনা,
অন্ধকারে শাড়ি খোলে কারো বোন, কারো বধূ, কারো বা জননী।
দেহের আগুন নয়, ক্ষুধার আগুনে পোড়া এই সব বুক,
জীবনের মাংশে এক বিষ ফোড়া, জীবনের গভীর অসুখ।।

৯.৩.৮৮ মিঠেখালি মোংলা

১৯.

মলিন আজান শুনে জেগে ওঠে পোলাটার ভাতারখাগি মা,
শরীরে সয় না আর, ভরা অভাবের মাঝে এখন কার্তিক।
সবার হাড়িতে টান। সাত গ্রাম ঘুরে তবু মেলেনাকো ভিক—
ক্ষীনকণ্ঠ মুয়াজ্জিন, দু'বেলা জোটে না তারো। অভাবের সীমা

গাঙের ভাঙন হয়ে বেড়ে চলে জমিহারা কৃষকের মতো।
গঞ্জের বাতাসে ওড়ে শাদা কালো মনোরম ভিনদেশি নোট,
সহ্যের বলদ দুটি খোঁড়ায় সে-ভারে ন্যুব্জ, সয় না সে-চোট।
জীবনের হাড়ে মাংশে বাড়ে এক কালো রোগ, কালো এক ক্ষত।

কেন এ-বিহান আসে? খুপড়ির অন্ধকারে কেন আসে ভোর?
ঘুম তো মরন, সেই মরনের মধ্যি থাকি, টাটায় না খিদে,
অন্ধকার, সেই ভালো, অন্ধকারে বেঁচে-থাকা সেই তো সুবিধে।
সকলি আন্ধার যার একটু সলোকে কিবা কাটে তার ঘোর!

থাকুক আন্ধার রাত তামাম দুনিয়া ঘিরে, না হোক সকাল।
উদোম গতরখানা কী বস্ত্রে লুকোই দিনে, কিসের আড়ালে?
কী দিয়ে জুড়োই জ্বালা, নিভাই জঠর? জীবনের শূন্য ডালে
কী কোরে ফুটাই পাতা? চারিদিক ঘিরে আসে সর্বনাশা কাল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুয়াজ্জিন কাকে ডাকে? কার হয়ে সাক্ষী দেয় না বোঝা ভাষায়?
কিছুই বোঝে না সে যে, ম্লান কণ্ঠে ডাকে শুধু আল্লাহ মহান,
পাঁজরের হাড়ে তার শব্দহীন বেজে ওঠে ক্ষুধার আজান—
রাত্রি শেষ। পাখি ডাকে। আরেক আঁধার তবু পৃথিবী ভাসায়।।

৯.৭.৮৮ মিঠেখালি খুলনা

২০.

আখবনে ছায়া পড়ে। মধ্যরাত দুলে ওঠে শীতের বাতাসে।
ছায়া নড়ে—এতো রাতে কার ছায়া? কুয়াশায় কাঁপে কার পাপ?
দূরে, আকাশের পশ্চিম কিনার ঘেষে ক্ষয়ে যাওয়া ঠাণ্ডা চাঁদ,
খুবলে উঠায়ে নেয়া যেন এক গলা-চোখ, ভিজে, রক্তমাখা।

কার ছায়া নড়ে ওই আধো আলো অন্ধকারে, কুয়াশার ফাঁকে!
হাড্ডিসার রোগা ভাঙা গতকালও দুইঘর ছেড়ে গেছে গ্রাম,
তেঁতুলের মগডালে গলা বেঁধে ঝুলে আছে খোদেমের বাপ—
গেরাম উজাড় প্রায়, বানে ও ক্ষুধার মারে মরে নাই যারা

রঙিলা শহর শেষে গিলেছে তাদের। তাদের লাশের নামে,
তাদের হাড়ের নামে, তাদের রক্তের নামে আজ রাজনীতি,
জ'মে ওঠে জনসভা, হাততালি, নগরের বিশাল মিছিল . . .
আঁখবনে কার ছায়া? মাঝরাতে অন্ধকারে জোড়া ছায়া নড়ে।

নষ্ট চোখের নাহান, রক্তমাখা ভেজা চাঁদ নেমে যায় দূরে—
ফারাক রাখে না ক্ষুধা, একপাতে এনে দেয় কুকুর শেয়াল।
হাভাত ক্ষুধায় ক্লান্ত, বেঘোরে ঘুমোয় বুড়ো ছিদাম নিকেরি,
গোলায় মজুদ ধান, মহাজন নিদ্রাহীন, বাড়িতে পাহারা।

দুঃস্বপ্নে জেগে ওঠে ছিদামের চোখ, তার চোখে ছায়া নড়ে,
এক নয়, জোড়া নয়, শত শত ছায়া নড়ে—তারা শুধু ছায়া
ধানের গোলার পাশে জমা হয় শত ছায়া—তারা শুধু ছায়া
তারা এক ছিদামের বুকের ভেতরে জমা আক্রোশের ছায়া।।

১.৯.৮৮ মোংলা বন্দর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২১.

বড়ো চেনা এই চোখ, ঘন ভুরু, এই রঙ শ্যামল শরীর,
এই ঠোঁট বড়ো চেনা উজান গাঙের মতো কোমরের বাঁক,
এ-পুষ্ট ভরাট মাই পুষে রাখে যেন নোনা দরিয়ার ডাক,
বড়ো চেনা এই হাত, নিশিথের আলিঙ্গনে কামনা-অধীর।

বড়ো চেনা এই ঘ্রান, বৃষ্টি ভেজা মাটি এই দেহের তুলনা।
তামাটে তরুন চাষা লাঙলে চিরেছে এই নওলা জমিন,
কিশোর সবুজ ধান ধ'রে আছে তার সেই শরমের চিন—
এখন সে মৃত, ন্যাংটা, পচা লাশ—তার কথা এখন তুলো না।

এ-ও খুব চেনা কথা, এই কথা শুনেছিলো কুসুমের হাড়।
থই থই ভরা বুক সোমত্ত শরীরে বুনো শ্যাওড়ার ঘ্রান,
বৈশাখে নিখোঁজ মেয়ে আষাঢ়ে উঠলো খেয়ে লাঙলের টান।
'চুপ চুপ'—এই কথা শুনেছিলো মাটি আর মেঘের পাহাড়।

বড়ো চেনা ওই স্বর, ওই কণ্ঠ 'চুপ চুপ' বেমালি শাসন—
ওইখানে পোড়ে প্রেম, হাড় মাংশ, ওইখানে হাবিয়া দোজখ,
জীবন-গাছের গোড়া ওই হাত কাটে, ওই সর্বনাশা চোখ.
যেদিকে ফেরায় পোড়ে ঘরদোর, ভিটেমাটি, ভাতের বাসন।

এই যুদ্ধ বড়ো চেনা, চোখের আড়ালে বাঘ, গোপন লড়াই,
কখন নিয়েছে পিছু, মরণে জড়ায়ে গেছি পাই নাই টের।
জীবনের রক্ত মাংশ, প্রিয় মুখ হারায়েছি ঢের আমাদের—
মরন জীবনে থাকে, জান বাজি, আমি ওই বাঘটাকে চাই।।

৪.৯.৮৮ মিঠেখালি খুলনা

২২.

তারপর সেই গল্প। সেই চেনা গল্প, চেনা কথা জীবনের—
মনে করো সেই মুখ খুঁজতে খুঁজতে আর কোথাও পাচ্ছো না,
সেই যে নদীর পাড়, দুটো লাশ পড়েছিলো পাশাপাশি, পচা,
একজন তোমার গাঁয়ের ছেলে, অন্যজন সহোদর, ভাই . . .

অনেক খুঁজেও তুমি সেই চিহ্ন, সেই স্মৃতি কোথাও পাচ্ছো না।
সেই যে কিশোর খুব শান্ত, বোবা, নয় মাস সাথে সাথে ছিলো,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুদ্ধে সে সমর্থ নয় তবু তাকে কোনোভাবে ফেরানো গেল না—
ভাবো, সেই ছেলে যুদ্ধে নয় মারা গেল স্বাধীন স্বদেশে তার।

সেই দুটো ঘন কৃষ্ণচূড়া, আমাদের শপথের স্মৃতি সাক্ষী,
মোড়লের লোহার কুড়োল তার কেটে নিছে জীবন-শিকড়।
মনে করো সেই মুখ, সেই প্রিয়মুখ খুঁজতে খুঁজতে আর . . .
আর কোথাও পাচ্ছো না খুঁজে চেনা মুখ, একটি যুদ্ধের মুখ।

উপরে তাকাও, দ্যাখো ওই মুখ চেনো তুমি, ওই যে মানুষ?
শকুনের মতো চোখ, ঠোঁটে রক্ত, কালো শুকনো জমাট রক্ত,
নোখে লেগে আছে দ্যাখো শিশুর মগজ-মাংশ, কুমারীর লজ্জা।
আর দ্যাখো একজন যুদ্ধের মানুষ কী বিমর্ষ, রুগ্ন, ম্লান—

সেই প্রিয় মুখ তুমি খুঁজতে খুঁজতে আর কোথাও পাচ্ছো না
সেই চেনা দেশ তুমি খুঁজতে খুঁজতে আর কোথাও পাচ্ছো না
সেই বাংলাদেশ তুমি খুঁজতে খুঁজতে আর কোথাও পাবে না
ত্রিশ লক্ষ লাশের উপরে ওই ছিন্ন ভিন্ন জাতির পতাকা।।

৬.৯.৮৮ মিঠেখালি খুলনা

২৩.

প্রচুর জোনাকি ছিলো, ভরা রাত, নিশা-লাগা ঘোর অন্ধকারে
জেগে আছে তিনজোড়া চোখ যেন তিনজোড়া শানিত ইস্পাত।
অর্ধেক জলের নিচে, শরীরের বাকিটুকু গিলে আছে রাত—
অপেক্ষায় প্রহর ফুরোয়, উঁচু ব্রীজ, ঢালু সড়কের ধারে।

ঝিঁঝি ডাকে। স্মৃতিরা জাপটে ধরে যেন এক আদুরে কিশোর . . .
পদ্মায় দুপুর নামে চক্‌চকে ইলিশের তরতাজা ঘ্রানে,
ফেনা ভাতে শুট্‌কির ভর্তা মেখে মার হাত থেমে যায়। প্রানে
জাগে খোকার খোয়াব—ওর চোখে এতো কেন দরিয়ার ঘোর।

এটুকু বয়সে কেন গাঙের নেশায় ওরে এতো বেশি টানে!
জন্মেই খেয়েছে বাপ, বাপ খাগি, কবে জানি নিজেকে সে খায়,
সংসারে মজে না মন, জেলে-নাওখানা তারে পাথালে ভাসায়।
পরান উতলা হয়, খাজখিজিরের নামে সিন্নি রাখে মেনে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রেনেডের চাবি দাঁতে, তিনজোড়া চোখ জ্বলে বিষের ভাষায়।
দাউ দাউ বাংলাদেশ। স্মৃতিরা খামচে ধরে পাঁজরের হাড়,
বোনের উদোম দেহ, জমাট রক্তের পাশে লাশের পাহাড়—
বারুদের হাত আজ তীব্রতম আঘাতের প্রতিজ্ঞা সাজায়।

জলপাই রঙা এক ঘাতকের বৈরী ট্রাক, ঘাতক সময়,
হৃদয়ে বারুদ রেখে অপেক্ষায় বোসে থাকে পদ্মার সৈনিক।
আকাশে নক্ষত্র জ্বলে। জলে প্রতিরোধ। জোনাকি দ্যাখায় দিক,
তিনটি হৃদয় জাগে, জেগে থাকে বিস্ফোরক তিনটি হৃদয়।।

৭.৯.৮৮ মিঠেখালি খুলনা

২৪.

সোনার খাঁচায় বেঁধে রেখেছে পাখিটি, পায়ে সোনার শিকল।
আহারে রঙিলা খাঁচা! দেখতে কি অপরূপ পাখিটির ঘর,
পাখির আকাশ আজ বাঁধা প'ড়ে আছে ওই খাঁচার ভিতর।
বুনো গান ভুলে গেছে, শিখেছে নোতুন বুলি, নয়া কোলাহল।

রঙিলা খাঁচায় বাঁধা পাখিটির চারপাশে আলোর বহর,
পাখির সকাল নেই, ফাল্গুনের জোস্না নেই, নেই সন্ধ্যা, রাত।
বিশাল আকাশটিরে কেটে নিছে রুগ্ন এক সুখের করাত—
আহা আজ নিসর্গের উদোম গলায় ঝোলে সোনা মোড়া হার!

পাখি তার ইতিহাস, জন্মের ঠিকানা ভুলে, ভুলে তার বাসা,
বাহারি খাঁচায় বোসে ভিনদেশি গান গায় পরের জবানে,

বিড়ালের শিশু যেন দুধ খায় বড়ো সুখে বাঘিনীর বানে—
পেছনে দাঁড়ায় এসে ইতিহাস শব্দহীন, অতীতের ভাষা।

পেছনে দাঁড়ায় এসে খোলা মাঠ, ঝোড়ো হাওয়া, বিশাল আকাশ,
বৃক্ষের বাড়ানো হাত, ডালপালা, রোদ আর বরষার জল।
পেছনে দাঁড়ায় এসে ইংরেজ-মোগল-আর্য, শিকারির ছল।
পেছনে দাঁড়ায় এসে উপদ্রুত জীবনের ভেজা দীর্ঘশ্বাস।

এইসব স্মৃতি নেই, এইসব কষ্ট নেই রঙিলা খাঁচায়,
জীবনের বাজি নেই, ভার নেই, নেই কোনো উত্তরাধিকার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোনার খাঁচায় বাঁধা অপরূপ সুখ-পাখি কার, তুই কার?
মাঠের পাখিরা ওই সোনা-মোড়া খাঁচাটিরে ভেঙে দিতে চায়।।

৯.৯.৮৮ মিঠেখালি খুলনা

২৫.

পচা ডোবা, তাকে যদি দিঘি বলো, বলো যদি জলাশয় তাকে,
ওই যে উথাল নদী কি নামে ডাকবে তাকে, দেবে কোন নাম?
চাষাটার ঘর ওই। ওখানের ক্ষেত মাঠ চেনে ওর ঘাম,
কি নামে ডাকবে ওকে? ওর নাম লেখে মাটি, আষাঢ়ের পাঁকে।

এক ঘর পুষ্যি তার, বছর বছর মাগি সমানে বিয়ায়।
কমে না নাড়ির জোর, মাজায় পুরোনো দাঁদ, কঠিন সূতিকা।
যাত্রা শুনে বাড়ি ফিরে মাঝরাতে মরদের তবু চাই সিঁকা,
সিঁকায় লুকোনো হাঁড়ি, সে-হাঁড়ির কাঁচারস হাঁড়ি ভেঙে খায়।

চাষাটার ওই দোষ, রোজ রাতে চাই তার অতরের সুখ।
সারাদিন ক্ষেতে খাটে, পেটভরা খিদে নিয়ে ফিরে আসে ঘরে,
তার খেদ ঝাড়ে শেষে হাড্ডিসার পোলাপান, মাগিটার 'পরে।
ফুটো চালে উঁকি দেয় রোদ, বৃষ্টি আর চাঁদের বেহায়া মুখ।

বউটার উদ্‌লা গা, ন্যাংটা-পাছা ছেলেপিলে, বুড়ির পচন,
ফুলে ঢোল পাওয়ানা, পুঁজে রক্তে একাকার, ঠেসে আছে মাছি,
এক কোনে প'ড়ে থাকে, ছেঁড়া চটে, পচা গন্ধে, ইচ্ছা তবু বাঁচি—
রোদ্দুরে শুকোয় সব, এ-জীবন শুকোয় না, বিষের জীবন।

মোশুমের আয় কিছু মেলার প্যাণ্ডেল আর জুয়োয় খোয়াবে,
তারপর আটাগোলা-ঘাটকচু-আলুসিদ্ধ দিনের খোরাক।
বুড়িটার পচা পাও। ক্ষয় কাশ। ভেতর বাহির পুড়ে খাক . . .
ওইটুকু, তাকে যদি দুঃখ বলো, একে তবে কোন নাম দেবে?

১০.৯.৮৮ মিঠেখালি খুলনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৬.

চৈত্রের মেলায় ফের দ্যাখা হলো, সার্কাসের খেলোয়াড় মেয়ে,
এখন সে অন্যরূপ অন্য নামে লোকে ডাকে, চেনা বড়ো ভার।
তবু তাকে চিনে নিলো সোনাই শেখের চোখ, ঘোলা চোখ তার,
দুই ঠিলে মজা তাড়ি, নেশা ধ'রে গেছে খুব খোলা হাওয়া খেয়ে।

ডালিমন ছিলো নাম, ঝিলিমিলি মনে পড়ে ঝাপসা সে ছবি . . .
বান-ভাসানির পর সে বছর কলেরায় ধুয়ে নিলো ঘর,
ভয়ে গাঁ ছেড়েছে লোক, ঘরে ঘরে লাশ পচে আপন কি পর,
কবর জোটে না কারো—কে-কার খবর নেয় আধমরা সবি।

যমে বুঝি ফেলে গেল, দুই কুলে রলো বেঁচে একা ডালিমন।
দুয়োরে দুয়োরে মাঙে, চুরি করে এটা সেটা, ঠ্যালা গুঁতো খায়,
মাঝেমধ্যে রাখালেরা ছাড়া মাঠে নিয়ে তাকে যৈবন শেখায়।
স্বচ্ছল চাষির ছেলে ইচ্ছে হলে সে-ও পায় মেয়েটার মন।

একদিন শরীর জানায়ে দিলো পেটে তার আরেক জীবন—
কার শিশু? হয়তো বা ডালিমন জেনেছিলো কার ছেলে পেটে,
কে তার রসের জাউ অসময় বিনা দামে খেয়ে গেল চেটে।
প্রশ্নহীন। কালো চোখ তার যেন মেঘে ঢাকা ঈশানের কোন . . .

ওই তো ত্রিশূল খেলা, ডালিমন হাতে তার মরন ত্রিশূল,
ঘোলা চোখ কেঁপে ওঠে, সোনাই শেখের মনে ন'ড়ে ওঠে ছায়া,
একটি শিশুর মুখ—ঠোঁট নেই, চক্ষু নেই। ত্রিশূলের ছায়া . . .
মাটিতে পড়ার আগে ফলাগুলো ছেঁড়ে তার হৃদয়ের মূল।।

১২.৯.৮৮ মিঠেখালি খুলনা

২৭.

কথা নেই, বার্তা নেই ভোর বেলা টান্ টান্ ম'রে প'ড়ে আছে
মাদুরের কালাগাই, শারাস্ত গতরখানা, নোতুন গাবিন।
রোগ নেই, ব্যামো নেই, বিষ-শূল দিছে কেউ এই দ্যাখো চিন,
হরিপদ মুচি, ব্যাটা বেজন্মা চাড়াল, ওর কাজ, ও-ই মেরেছে।

আদেশেরও আগে যায় পোষাপাণ্ডা, মাদুরের পেয়াদার দল।
ভোরবেলা হরিপদ বেতের ধামায় সবে দিয়েছে বুননি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরোনো চামড়াগুলো রোদে মেলে দিছে খুলে মুচির ঘরনি,
এমন সময় এসে সমন হাজির—ওঠ, এই শালা চল।

বিচারের শাস্তি ঘাড়ে হরিপদ চলে গেল থানার গারোদে,
হুশ নেই। নাকে মুখে রক্তমাখা, বোধহয় ভেঙেছে পাঁজর।
এ-বিচার ঠিক নয়, প্রতিবাদ করে তার কোথায় সে-জোর।
বুক পাছা ভারি বেশ, বৌটার শরীর চাটে দারোগার খিদে।

তারপর যথারীতি আইনের বড়ো ঘর সদরে চালান,
বউটি থাকবে বেঁচে শোকে তাপে—আপাতত এই গল্প শেষ।
আসলে কি গল্প শেষ? এ-গল্পের শেষ খোঁজে উপদ্রুত দেশ,
মজা নদীটির জল চায় আজ খরস্রোত জোয়ারের টান।

ক'বছর কেটে যাবে—হরিপদ বাড়ি ফিরে দেখবে উঠোনে
জন্মেছে অচেনা ঘাস। ঘরহীন পোড়োবাড়ি, বউটি নিখোঁজ।
দিন যাবে—সবহারা একদিন পাবে এক ডাকাতির খোঁজ,
স্রোত বদলাবে নদী, ভাঙবে পুরোনো পথ, ছুটবে বেগোনে।।

১২.৯.৮৮ মিঠেখালি খুলনা

২৮.

অল্প বয়সে আমার দিওয়ানা বানালি বন্ধু, বানালি পাথর।
আগুন উস্‌কে দিয়ে পরবাসি হলি তুই, থুয়ে গেলি একা,
আকাশের ভরাচাঁদ মাস গেলে ফিরে আসে, মেলে তারও দ্যাখা,
বছর গড়ায়ে যায়, আমার বন্ধুর সই মেলে না খবর।

গলায় তাবিজ বাঁধি, কে জানে কোথায় কারে মনবান্ধা দিছে,
আরো কেউ আছে বুঝি, পরান জুড়োয় তার জুড়োয় শরীর।
রঙিলা সুখের নাও লিলুয়া বাতাস পেয়ে ছেড়ে গেল তীর,
ডানা ভাঙা পাখিটিরে দেখলো না, একবারো তাকালো না পিছে।

এই যদি মনে ছিলো তখন পুঁতির মালা দিয়েছিলি কেন?
কেন দিয়েছিলি ফুল, রাঙাপাড় ডুরি শাড়ি, আলতার শিশি?
বাঁশবনে ডেকে নিয়ে শরীরে সোহাগ দিতি কেন ও বিদেশি?
এই যদি মনে ছিলো গোপন দরোজাখানা খুলেছিলি কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাঞ্চা গাছে কোপ দিয়ে চ'লে গেছে পোড়ামুখি রসিয়া নাগর,
কে আর আসবে বলো! কি কোরে বা এঁটো থালে খেতে দেবো তারে?
নোতুন শাড়ির রঙ অবেলায় জ্ব'লে গেল সাবানের ক্ষারে।
কে দেবে শুকনো ফুলে নিশিরাতে মরমের গহ্নি আদোর।

কপাল মানি না আমি, হয়তো বা এই ছিলো কপালের ফাঁড়া—
এমনি পাপের বোঝা, আইবুড়ো পাঁচ মেয়ে, নিজে সে নাচার,
শরীরের স্বাদগন্ধ সাতজনে লুটে খাবে, নেবে না ভাতার।
ধান কেটে নিয়ে গেছে, সারা ক্ষেত জুড়ে শুধু প'ড়ে আছে নাড়া।।

১৩.৯.৮৮ মিঠেখালি মোংলা

২৯.

তক্কে তক্কে থাকে, কখন সুযোগ বুঝে মটকায় জালি ঘাড়,
কখন যে ফ্যারে ফেলে কেড়ে নেয় জমিজমা, বসতের ভিটে।
কুলোর বাতাস দিলে ধানগুলো থেকে যাবে উড়ে যাবে চিটে,
এই কথা জানে সে-ও, তাই শুধু সামলায় রাগি বুনো ষাঁড়।

মগডালে বাসা তার, পাতায় পাতায় হাঁটে, নজর সেয়ানা।
গাঙের বাতাস বুঝে নাও ছাড়ে, পাড় চিনে ভিড়ায় সে নাও,
গোনের সময়ে আছে কষে গিন ভাটিয়ালি, উজানে উধাও—
সুবিধার নৌকো এ-যে, ছেঁড়া পাল তলা ফুটো ডিঙ্গি বা খেয়া না।

হেমন্তের ধান ক্ষেতে নামে তার রুক্ষ থাবা, লোভে ভেজা হাত।
চাষাদের মজ্জামাংশ, কটু ঘাস চিনে চিনে যে-ধানের চারা
বেড়েছে বাদলে রোদে, চাষার গহ্ন ক্ষোভ জানেনাকো তারা,
ঝলমলে দিনেও কেন চাষাদের ঘরে থাকে পচাগলা রাত।

আল্লাহতালার কাছে কপাল বন্ধক দেয়া এ-কথা বুঝায়,
সে বুঝায় পূর্বপুরুষের পাপ, পুরোনো পাপের এই ফল।
চাষার টাটায় পেট, রক্ত নাচায় মাথা, চোখে আসে জল।
তুমুল পেশল হাত অসহায় নুয়ে আসে অসম পূজায়।

সে খুব কঠিন মূল, শক্ত হাতে ধ'রে আছে সমাজের কল—
শক্ত এক গাছের নাহান কামড়ে রয়েছে সে কঠিন মাটি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিন ভাগ জলের নিকটে তবু কতোটুকু শক্ত তার ঘাঁটি?
অন্যায় পাহাড় কবে ভাঙতে আসবে ফুঁসে দুর্বিনীত জল?

৯.১.৮৯ মোংলা বন্দর

৩০.

এবার অঘ্রান মাসে কিনে দেবো তাঁতে বোনা লাল পেড়ে শাড়ি,
চাষের মোশুমে যদি খোরাকির ধার দেনা অধিক না হয়
তবে দেবো নাক ফুল, গেরস্থ বউরা সব যেমন গড়ায়।
বলে রাখি, দুটো মাস একটু আদটু খাবো বাজারের তাড়ি।

তিনটে বছর গেল বুকের উপর দিয়ে যেনবা পাহাড়,
একবেলা ভাত দিতে পারি নাই পেটে, উদলা গতরখানা
সবারে দ্যাখায়ে গেছ ঝি'র কাজে আন বাড়ি। অভাবের দেনা
উশুল করেছে জানি, রূপ রস শুষে নিছে বাকি শুধু হাড়।

বুড়ো বুড়ি পেট ফুলে দু'জনে মরলো গেছে, মরেই বাঁচালো,
ফুশলায়ে কে যে নিলো, বিধবা বোনটা গেল কোন নিরুদ্দেশে।
আল্লার গজব যেন ভাঙা ঘরে ঢুকে এলো অভাবের বেশে
সবহারাদের কাছে রাজার পেয়াদা যেন রাজকর চালো।

এবার ফসল ভালো, হলে যেন টের পাই পানির পরশ,
নূহের বাতাস বুঝি, জীবনের পালে লাগে অনুকূল হয়ে।
পাষানের মতো ভার এ-জীবন তবু জানি যেতে হবে বয়ে,
অঘ্রানের দেশে যাবো, কতোদূর সেই পথ? কতো, কতো ক্রোশ?

তোমার জমিনে দেবো এইবার ঘাড় শক্ত মানুষের বীজ,
শত আঘাতেও যেন সে মানুষ কিছুতেই না-নোয়ায় ঘাড়।

আমাদের রক্ত মাংশ পুঁজি কোরে দেবো তারে আমাদের হাড়,
তবু যেন কোনোদিন পরতে না হয় তাকে ভাগ্যের তাবিজ।।

১৫.১.৮৯ মিঠেখালি মোংলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩১.

মাঝরাতে স্বপ্নে দ্যাখে সাপ। সাপে কাটে, কামড়ায় ,মধ্যরাতে
কালো এক বাজপাখি ছোঁ মেরে উপড়ে নিতে আসে তার চোখ।
মাঝরাতে সাপ আসে, স্বপ্নে তার জেগে ওঠে বেহুলার শোক,
কারা যেন কাটে তার দুইখানা কচি পাও কঠিন করাতে।

সে তার জানে না নাম। জানে না কে তার বাপ, কে মা, ভিটেমাটি
জানে না কোথায় তার শৈশবের ভাটিফুল, আদিগন্ত চিল,
কোথায় চৈত্রের নদী, ভীত ডানকানা মাছ, ম্লান শঙ্খচিল,
কোথায় বিছানো তার মার স্নেহ, ছায়াতলে শীতলিয়া পাটি।

কাটা আগাছার মতো ছিটকে পড়েছে এসে শহরের পথে।
আকালের তাড়া খেয়ে যেভাবে ছিটকে পড়ে গাঁয়ের মানুষ,
যেভাবে ছিটকে আসে হাড্ডিসার মানুষেরা ক্ষুধায় বেহুশ—
ভেসে আছে, যেইভাবে ভেসে থাকে খড়কুটো বেনোজল স্রোতে।

কুকুরের গ্রাস কেড়ে খেয়ে তার নাগরিক জীবনের শুরু।
এই টার্মিনালে তার কেটে গেছে শৈশবের ভাঙাচোরা দিন
এই টার্মিনাল তার রক্তের গভীরে দিচ্ছে জীবনের ঋণ
এই টার্মিনাল তাকে চক্ষু দিয়ে ছিনিয়ে কেটে নিচ্ছে ভুরু।

সে তার জানে না নাম—মাঝরাতে স্বপ্নে দ্যাখে সাপ, সাপে কাটে
সে তার জানে না নাম—মানুষ না কুকুরের বংশ তার জাতি
সে তার জানে না নাম—জানে না সাকিন, পরিচয়, পরিণতি
শুধু, মাঝরাতে স্বপ্নে দ্যাখে সাপ, সাপে কামড়ায়, সাপে কাটে . . .

১৮.১.৮৯ মিঠেখালি মোংলা

৩২.

চোপ। ওই হালা জাউরার পুত, খবিশ জবান তোর থামা,
কি ভাবিস, চোখের সামনে মুলা ঘুরায়ে নাচায়ে পাবি পার?
টাকা দিয়ে রক্ত ধুবি? ধুলোয় ঢাকবি লাশ? স্মৃতি, স্বপ্ন আর
বুকের আগুনে দিবি পানি? ইটের বদলে দিবি ফাঁকি, ঝামা?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চোতমারানির জাত, আমার পোলারে তুই ভিনদেশি বুলি
কেন চাস শেখাতে পড়াতে? তুই বাড়া ভাতে ছাই দিস কেন?
নদীর জোয়ার ভাটা আমার জবানে এসে সাজানো গোছানো
কথা হয়ে ফোটে, কথা হয়ে ফোটে ভাত, বীজধান, বুলবুলি।

থামা, খানকির পোলা তোর ইলা-বিলা থামা। মানুষের ঢল
দ্যাখ নোনা দইরার মতো কূল ভেঙে কেমন গর্জায়ে ওঠে।
কেমন শিমুল দ্যাখ, রক্তজবা কিরকম রাঙা হয়ে ফোটে।
খুনের বদলে খুন, জুলুম চালালে নেবো জুলুমে বদল—

অনেক হয়েছে দেনা, পরনে আমাও আর জোটে না এখন,
না খাওয়া পোলা থুয়ে যাই যায় আন বাড়ি আন বিছানায়।
তারেও বা দুষি কেন, পেটে খিদে বিষ হয়ে অনল জ্বালায়।
পেটের ভিতরে বিষ, মাথার ভিতরে বিষ, লোহুতে কান্দন—

কেতাব কোরান যদি সত্য হয় তয় কেন এমন আজাব?
দশজনে পোড়ে আর একজন খোয়াবের বেহেস্ত বানায়,
এই যদি বিচার বিধান তয় মানি না—ভুখা দুনিয়ায়
জুলুম চালায় যারা কেড়ে নেবো তাগো সব সুখের খোয়াব।।

১০.১১.৮৯ বাসাবো ঢাকা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাখিদের গল্প

আমার স্নায়ুর সকল ইচ্ছা দিয়ে
তোমাকে চাইছি হৃদয়ের কাছে পেতে।
তোমাকে চাইছি মানবিক স্নেহে, প্রেমে,
মানবিক মোহে, শরীরে ও পিপাসায়।

পাখিরা যেমন মৌশুমি ঘর বাঁধে,
উত্তর থেকে নাতিশীতোষ্ণ বিলে।
আমরাও বাঁধি পাখিদের মতো নীড়,
চলো গ'ড়ে তুলি নীলিমার সংসার।

সন্ধ্যায় চলো মহুয়া ফুলের বনে,
উঠাই দুজনে চোলাই মদের হাঁড়ি।
জোস্না যদিবা না-ও ফোটে আসমানে,
আমরা দুজনে ফোটাবো জোস্না মিথ্যা।

অথবা দুজন ডানা মেলে চলো উড়ি,
রোদ্দুরে পুড়ি, ভিজি ঝিলের জলে,
পাখা মেলে ভাসি আকাশের অঙ্গনে
চলো দুইজনে জীবনের মানে খুঁজি।

চলো ভেসে যাই সমুদ্রগামী স্রোতে,
অচেনা জলের অকূল পরিধি জুড়ে
হাতছানি দেয় অনিশ্চিতের ঢেউ,
মুক্ত জীবনে ডাকে দরিয়ার চিঠি।

শরীরে জড়ানো সামাজিক শৃংখল,
চেতনা অলস অনিশ্চিতের ভয়ে।
অনিশ্চয়তা জীবনের সম্পদ,
চলো ছিঁড়ে ফেলি ফানুসের কারুকাজ।

কৌম জীবনে পূর্বসূরীর মন,
হারায়ে এসেছি হাজার বছর আগে।
হারায়ে এসেছি মানুষের মূল ভাষা
নিসর্গচারী খাঁটি শরীরের স্বাদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুঁজে দেখি চলো হারানো প্রানের গান,
হারানো ফসল, পূর্নিমা উৎসব।
চলো খুঁজে দেখি নিসর্গ-অভিধান,
জীবনের মূল শব্দ, অর্থগুলো।

সম্মিলিতের সাম্য জীবন খুঁজে,
আমরা সরাবো ব্যক্তিক জঞ্জাল।
আমরা ছিঁড়বো চেতনার শৃংখল,
মুক্ত বিশ্বে পাখি হবো দুইজনে।

মেধার সকল সূক্ষ্মতা ছুঁয়ে ছুঁয়ে,
ভাষার সকল প্রকাশ ক্ষমতা দিয়ে
তোমাকে চাইছি শরীরের কাছে পেতে,
তোমাকে চাইছি জীবনের কাছে পেতে।।

১২.০৪.৮৫ মিঠেখালি খোংলা

AMARBOI.COM

সকালের গল্প

লাল সকালের সূর্যটা উঠি উঠি,
বৈশাখ মাস, বইছে দখিনা হাওয়া।
আলোর ঘাসেরা গুটি গুটি পায়ে এসে
কেবল ছুঁয়েছে কষ্টার কালো তিল,

কেবল তোমার ছুঁয়েছে চোখের পাতা।
কপালের পাশে ঝ'রে-পড়া কটি চুল
রেশমি বাতাসে হয়েছে আত্মহারা,
বাতাসও হয়েছে মাতাল তোমাকে ছুঁয়ে।

ঘামে চিক্ চিক্ চিবুকের মিহি লোমে
খেলছে দিনের প্রথম সোনালি রোদ,
ফুল ফুটবার মতোন তোমার চোখ
মেলেই দেখলে অভাবের ক্রূর থাবা,

খুবলে নিয়েছে দেয়ালের যৌবন।
জীর্ন ঘরের হেঁশেল হাতড়ে ঘেটে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিশাচর কটি সুপ্রাচীন তেলাপোকা,
শ্লথ পায়ে ফিরে চলেছে আঁস্তাকুড়ে।

গত রাত্রির অনটনে ভেজা স্মৃতি
আজকের তাজা সকালেও অম্লান।
অনিশ্চয়তা ড্রাগনের মতো মুখ,
দুটো টিকটিকি শৃংগারে নিমগন।

বুনো মাকড়শা মেলেছে সূক্ষ্ম জাল,
খাদ্যের খোঁজে ধাবমান নীল মাছি
বেঁধে আছে জালে নিজেই খাদ্য হয়ে।
কালো মাকড়শা ফেলেছে জটিল জাল।

কালো মাকড়শা তোমাকে বেঁধেছে জালে,
বেঁধেছে তোমার জীবনের যত সাধ,
সাধ্যের জালে আটকা পড়েছো তুমি-
টের পাও আজ সকালের সৌরভ?

টের পাও তুমি দখিনা হাওয়ার মানে?
অবসরে স্মৃতি শৈশব কানামাছি
টের পাও আজ চেতনার কোলাহল?
সাধ্যের জালে বন্দি তোমার স্বাদ।

শ্রমের মূল্য, মজুরীর ঘেরাটোপে
তোমার স্বপ্ন বহুদিন থেকে বাঁধা,
মাকড়শা-জালে মৃত মাছিটির মতো
তুমিও আটকা সামাজিক শৃংখলে।

তোমার হেঁশেলে খাদ্য পাবে না মাছি,
স্বপ্ন-ব্যর্থ তেলাপোকা যাবে ফিরে।
দখিন হাওয়ারা তোমার জানালা খুঁজে
কখনো পাবে না সৌভাগ্যের ঘ্রান।

বিকেলে লেকের পাশের নির্জনতা,
সূর্যাস্তের রঙ বদলানো মেঘ,
কখনো পাবে না তোমার ঠিকানা খুঁজে।
মাছিটির মতো তুমিও বন্দি জালে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার দুপাশে ছুটে যাবে দ্রুতযান,
আলো ঝলমল পরিপাটি হাসি মুখ
পাশ কেটে যাবে সুখের মুখোশ এঁটে—
তুমি জানো সুখি এভাবে হয় না কেউ।

তুমি জানো এই নগরের উৎসব
কেড়ে নিয়ে গেছে তোমার অনেক সাধ,
তোমার অনেক অবশ্য- প্রয়োজন।
তুমি জানো তুমি অর্থনীতিতে বাঁধা।

তোমার জীবন আটকা পড়েছে জালে
তোমার স্বপ্ন আটকা পড়েছে জালে
তোমার শরীর আটকা পড়েছে জালে
তোমার স্নায়ুরা আটকা পড়েছে জালে—

তুমি জানো তুমি নিরুপায় মাছি নও
তোমার স্বপ্ন সচেতনতার ভাষা
ভেঙে দিতে চায় ভাঙা জীবনের ভিত—
তুমি জানো তুমি মিছিলের একজন।।

১৪.০৪.৮৪ দিলেখালি মোংলা

AMARBOI.COM

শাড়ি-কাপড়ের গল্প

শাড়িতে তোমাকে মানায় সবচে' বেশি
এবং তা যদি স্বদেশের তাঁত হয়।

অস্ট্রিকভাষী ভেড্ডিড জনধারা
বয়ে এনেছিলো যে-পোষাক দেহে কোরে,
আজকে তা শাড়ি নাম নিয়ে আছে বেঁচে।
পুরুষের ধুতি লুপ্ত হয়েছে প্রায়।

মাটি ও জলের মাতৃভাষার সাথে
মিশে আছে স্বাদ, দিনযাপনের ভাষা।
শ্রমের স্বভাবে গাঁথা মানুষের দিন,
তার সাথে গাঁথা প্রানের স্বভাবগুলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাড়িতে তোমাকে মানায় সবচে' বেশি
এবং তা যদি স্বদেশের তাঁত হয়।
নগ্ন দেহের শ্যামল প্রকৃতি ঘিরে
নদীর মতোন জড়িয়ে থাকবে শাড়ি।

কূলের সবুজ নিসর্গ-পরিচয়
মসৃন ত্বকে তৃষ্ণা উঠবে জ্বলে,
প্রকাশিত বাহু লাবন্যে অপরূপ
ডানা মেলে যেন উড়বে আকাশে পাখি।

শাড়িতে তোমাকে মানায় সবচে' বেশি
এবং তা যদি স্বদেশের তাঁত হয়।
মসলিন-স্মৃতি যে সব আঙুলে মাখা,
তারাই সাজাবে তোমার শরীরখানি।।

১৫.০৪.৮৪ মিঠেখালি মোংলা

নারী ও নদীর গল্প

খোলা জানালায় দাঁড়ালে, বাইরে চোখ,
জোয়ারে ভাটায় বহমান নদী পাশে।
ঝাঁপিয়ে পড়েছে হাওয়ার পঙ্গপাল
তোমার দেহের সবুজ শস্যক্ষেতে।

তাকিয়ে দেখছো বিকেলের ভেজা আলো
ভিজিয়ে দিয়েছে জলের বস্ত্রখানা।
নদী আর নেই প্রকৃতির স্রোতস্বিনী,
যান্ত্রিক স্রোতে সে-নদী গিয়েছে খোয়া।

ভেঁপুর শব্দে কাঁপিয়ে বসুন্ধরা
ছুটে চলিতেছে জল-সকটের ঝাঁক।
ছড়ানো ছিটানো গতিহীন গাধা-বোট,
মুখে ফেনা তুলে ঝিমুচ্ছে অবিরাম।

নদীকে আদৌ নদীই হয় না মনে,
মনে হয় জালে আবদ্ধ খরগোশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে হয় যেন ধাবমান হরিনেরা
বাঁধা প'ড়ে গেছে শিকারির পাতা ফাঁদে।

সহসা অমন চমকে তাকালে কেন?
সহসা নিজেই তাকালে নিজের দিকে—
তুমিও তো নেই প্রকৃতির সেই নারী,
শস্যস্বপ্নে শ্রমবান শ্যামলিমা।

তুমিও তো নেই বীজ বপনের মাঠে
তুমিও তো নেই ফসল তোলার গানে।
মহুয়া মদের উদ্দাম জোস্নায়
মাতাল তোমার শরীরে সে-নাচ নেই।

তুমি নেই আর আত্ম-নির্ভরতা,
প্রানীদের মতো দক্ষ নিজের পায়ে।
তুমি নেই আর স্বাধীন প্রানের ভাষা
নিসর্গময় অবারিত বিচরন।

বিপুল সম্ভাবনার পৃথিবী ছেড়ে,
বাঁধা প'ড়ে গেছো হেঁশেলের কারাগারে।
মোহময় গিনি বস্ত্র, অলংকারে
বাঁধা প'ড়ে গেছে তোমার সোনালি দিন।

তোমাকে এখন নারীই হয় না মনে,
মনে হয় যেন মহিলা-জাতীয় লোক।
সূর্যদীঘল শস্যের ক্ষেতখানি,
কেউ যেন এনে রেখেছে ড্রয়িং রুমে।

খোলা জানালায় উড়ছে তোমার চুল,
বাইরে দিন ও রাতের সন্ধিক্ষন।
তোমার সামনে বহমান ঘোলা নদী,
সংঘাতময় রক্ত বিছানো দিন।

পেছনে তোমার দেয়ালের কংক্রিট,
সভ্যতা শেখা মানুষের ইতিহাস।
সামাজিক পালা বদলের সংঘাতে
হারানো তোমার মানবিক অধিকার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেছনে তোমার মুক্ত দিনের স্মৃতি,
বন্ধনহীন জীবনের দায়ভার।
পেছনে তোমার প্রেরনার পাটাতন
দাঁড়িয়ে রয়েছে সাহসের শিখা হাতে।

খোলা জানালায় মাতাল তোমার চুল,
এখন দিন ও রাতের সন্ধিক্ষন।
তোমার সামনে জানালায় শিক আঁটা,
পেছনে তোমার সামাজিক কংক্রিট।

এখন দিন ও রাতের সন্ধিক্ষন,
নদীতে জোয়ার ও ভাঁটির ক্রান্তিকাল।
তোমার স্নায়ুতে বিক্ষোভ দানা বাঁধে,
টের পায় জল জোয়ারের জাগরন।

ইচ্ছা তোমার সচেতন প্রতিবাদে
ভেঙে দিতে চায় জানালার কালো শিক।
দুচোখে তোমার বিশ্বাস জ্বলে ওঠে,
জোয়ারের জল প্লাবনে ভাসায় নদী।।

১৬.০৪.৮৪ মিঠেখালি মোংলা

AMARBOI.COM

কবিতার গল্প

এই কথা তুমি সবচেয়ে ভালো জানো,
তোমার পড়শি কবিতা বোঝে না কেউ।
তুমি জানো তারা সোনাদানা বোঝে ঢের,
ঢের বোঝে তারা ঈর্ষার কারুকাজ।

কবিতা বোঝে না মিল মালিকের বউ,
বনিক শহরে বানিজ্য মতিঝিল,
কবিতা বোঝে না বনিক নাগরিকেরা।
কবিতা বোঝে না বিটিভি জেনারেশন।

কবিতা বোঝে না ভাড়াটিয়া পণ্ডিত,
দীপ্তচক্ষু কোমল অধ্যাপক,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবি ঠাকুরের শততম মুদ্রন—
কবিতা বোঝে না কবিতা-সমালোচক।

কবিতা বোঝে না রাজ্যের সেনাপতি,
কবিতা বোঝে না পারিষদ পরিজন।
নৌ-পদাতিক অশ্ব আকাশচারী,
কবিতা বোঝে না দারোগার ঘাটমাঝি।

কবিতা এখন কি-যে হাবিজাবি ভাষা,
নোংরা মানুষ ও নোংরা কথার ঢেউ
ভাসিয়ে নিয়েছে যাবতীয় সুবচন।
কবিতা এখন মিছিলের সাথে চলে।

এখন কবিতা ফুল নদী জোস্নার
'শিল্প-সফল ভাষা'ই গিয়েছে ভুলে।
কবিতা এখন খিস্তি-খেউড়ে ঠাসা,
কালিঝুলি মাখা শ্রমিকের ছেঁড়া হাত।

কবিতা এখন ক্ষুধার্ত মানুষ,
কবিতা এখন মলিন বস্ত্র দেহে,
কবিতা এখন প্রতিবর্মের ভিড়ে,
অনিশ্চয়তা রাত্রির মতো কালো।

কবিতা এখন মিছিলে ক্ষুব্ধ হাত,
স্বৈরশাসন বিরোধী প্রথম ভাষা।
কবিতা এখন ট্রাকে চাপা দেয়া লাশ,
রক্ত মগজ পেষা মাংশের থুপ।

কবিতা এখন গুলি খাওয়া জমায়েত,
কাঁদানে গ্যাসের ধোঁয়ায় রক্ত চোখ।
কবিতা এখন অস্ত্রের মুখোমুখি,
কবিতা এখন অস্ত্রের অধিকার।

কবিতা এখন বোঝে না ফুলের ভাষা,
এখন কবিতা জীবনের কথা বলে।
কবিতা এখন বোঝে না কোমল স্বর,
কবিতা এখন শত মানুষের ধ্বনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন কবিতা খাপখোলা তলোয়ার,
এখন কবিতা মেদহীন ঋজুদেহ।
কবিতা এখন স্বপ্নের প্ররোচনা,
কবিতা এখন বিশ্বাসী হাতিয়ার।।

১৭.০৪.৮৪ মোংলা বন্দর

মিছিল ও নারীর গল্প

মিছিলে তোমার দৃপ্ত পদক্ষেপ,
উন্নত হাতে জীবনের দাবি মাখা।
মিছিলেই তুমি নারী হয়ে ওঠো বেশি,
যেমন শিশু ও শস্যের উৎসবে।

মিছিল তোমার মুক্ত পায়ের পথ,
মিছিল তোমার খোলা দরোজায় নদী।
মিছিল তোমার প্রধান অলংকার,
মিছিলেই তুমি সবচেয়ে অপরূপা।

তোমার শিশুর ঘাড়ে জোড়া হবে ঘানি,
যে-ঘানি তুমিও টেনে চলো অবিরাম।
তোমার শিশুর ঘাড় ভেঙে যাবে যখন,
সাতপুরুষের যে-ঋণ তুমিও টানো।

মিছিলে তোমার বিশাল দীর্ঘ হাত,
ভেঙে দিতে চায় জীবনের ভাঙা ভিত।
মিছিল তোমার বাঁচবার অধিকার,
মিছিলে তোমার শিশুর পক্ষে তুমি।

মিছিলে তোমার ক্ষুধার পক্ষে তুমি,
মিছিলে তোমার মাথা গুঁজবার ঠাঁই,
পরনে কাপড়, শিশুর নিশ্চয়তা।
মিছিল তোমার প্রানের অঙ্গীকার।

মিছিলেই তুমি সবচেয়ে লোভনীয়,
মিছিলেই তুমি সবচেয়ে বেশি নারী।।

১৮.০৪.৮৪ মোংলা বন্দর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিঠিপত্রের গল্প

চিঠিগুলো রোজ চুরি হয়ে যায় শুধু
খালি খাম এসে জ'মে থাকে রাশি রাশি।
সব খামেরাই তোমার ঠিকানা চেনে
একটি চিঠিও পায় না তোমার দ্যাখা।

ডাক বিভাগের মোষের চামড়া জানি,
কোনো আঘাতেই ভাঙে না তাদের ঘুম।
উদাসিনতার প্রামান্য ছায়াছবি,
দ্যাখা যেতে পারে যে কোনো পোস্টাপিসে।

চিঠিগুলো রোজ চুরি হয়ে যায় কেন!
উৎকণ্ঠার দিন ও রাত্রি কাটে
বিস্ময় এসে স্নায়ুতে পাকায় জট,
জীবনের কোনো খবর পাও না তুমি।

আমার কষ্ট, বেদনা ঝরানো দিন,
প্রবল আমার স্নায়বিক বিকলতা,
আমার রক্ত উত্তাপে ভরা স্মৃতি,
প্রতিদিন আমি তোমাকে জানাতে চাই—

বাজারে চালের হুহু বেড়ে যাওয়া দাম,
মরিচ তেলের কৃত্রিম সংকট,
প্রশাসন জুড়ে লুটের মহোৎসব,
প্রতিদিন আমি তোমাকে জানাতে চাই—

চিঠিগুলো রোজ চুরি করে কে বা কারা?
আমার সকল দুর্ভাবনার কথা,
দুঃশাসনের সকল স্বৈরাচার,
চতুর্পার্শ্বে রাতের বাড়ানো থাবা,

প্রতিদিন আমি তোমাকে জানাতে চাই—
মাথার উপরে খড়্গ রয়েছে খাড়া,
বাঘের থাবায় অসহায় খরগোশ,
পিচের সড়কে রক্তের কারুকাজ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিদিন আমি তোমাকে জানাতে চাই—
মিছিলের 'পরে পুলিশের খুনী ট্রাক,
সুবিধাবাদের রমরমা রাজনীতি,
সংলাপে সুখি নেতাদের নটিপনা,

প্রতিদিন আমি তোমাকে জানাতে চাই—
চিঠিগুলো রোজ চুরি হয়ে যায় কেন,
কেন মানুষের মানব স্বভাব নেই,
রাজপথে কেন নামে জীবনের ঢল,

কেন মাঝপথে 'সংলাপ' জ'মে ওঠে,
পথে নেমে এলে সচেতন শ্রমিকেরা
কেঁপে ওঠে কেন 'প্রগতিশীলের' বুক,
সুতো ছেঁড়া ঘুড়ি এতো প্রতারক কেন,

কেন তত্ত্বের নূপুরে এতোটা ধ্বনি,
উল্টো কাছিম এতো অসহায় কেন,
কেন এতো মেঘ সূর্যের চারিপাশে,
বাতাসে বা কেন ভাসে রক্তদের ঘ্রান,

অগ্নিগর্ভা সময়ের অনুবাদ,
তপ্ত রক্তে লেখা হৃদয়ের ক্ষোভ,
প্রতিদিন আমি তোমাকে জানাতে চাই—
চিঠিগুলো তাই চুরি হয়ে যায় রোজ।।

১৯.০৪.৮৪ মিঠেখালি মোংলা

দাম্পত্যক লহের গল্প

প্রায়শ আমার স্বভাবের সৎগুনে,
তেতে ওঠো তেলে বেগুন ভাজির মতো।
যেন ছিঁড়ে খাবে আস্ত পৃথিবীটাকে,
দুচোখে তোমার এমনই হিংস্রতা।

আমি চেয়ে দেখি মানুষের অবয়বে,
কতোটুকু ক্রোধ প্রকাশিত হতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষের স্বরে কতোটা উচ্চগ্রাম,
নাগরিক নীড়ে শেষাবধি ওঠে ফুটে।

তোমাকে বলিনি এসবের কোনো কিছু,
কারন এসব জানাবার কথা নয়।
তোমাকে বলেছি চোখের নীলাভ চাঁদে
তুষারের মতো স্বপ্ন মাখার কথা।

তোমাকে বলেছি প্রাকৃতিক পৃথিবীতে
এই সভ্যতা মানুষের নির্মান।
তোমাকে বলেছি বিবর্তনের ধারা,
গুহা থেকে গৃহ, বহুতলা ইমারত।

তোমাকে বলেছি অম্লানী জোস্নায়
শরীরে জড়িয়ে মসৃন মিহি তাঁত,
গ্রামের সকল মেয়েরা এসেছে ঘাটে—
বাতাসে ঝাঁঝালো নোতুন ধানের ঘ্রান।

লজ্জার মতো মৃদু শিশিরের জল,
মহুয়া মদের স্বপ্নে মাতাল চোখে
মাখিয়ে দিয়েছে জীবনের উল্লাস।
বাতাস ধ্বনির মাদলের কলরবে।

দেহে উদ্দাম বুনো জোয়ারের ঢেউ
অবসাদহীন সতেজ ওষ্ঠপুট।
যেন অনন্ত পৃথিবীর মিহি ঘাসে
অমরত্বের পেয়েছে সে সন্ধান।

নক্ষত্রের সুপ্রাচীন রূপকথা,
তোমাকে বলেছি দানবের ইতিহাস।
তোমাকে বলেছি যন্ত্রের ঘেরাটোপে
মানুষের স্নায়ু অসহায় নির্ভর।

তোমাকে বলেছি আঁধারে কাদের সাথে
দ্যাখা হয়েছিলো আমার অনেক দিন,
আঁধারে মানুষ বীভৎস নোখে দাঁতে
টেনে ছিঁড়ে খায় যকৃত পাকস্থলি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমাকে বলেছি গোপন ব্যাধির মতো
কার হাত এসে চেপে ধরে ফুসফুস,
কার হাতে ধরা আমাদের শৃংখল।
তোমাকে বলেছি দিন ও রাতের মানে।

তোমাকে বলেছি পাখি ডাকবার আগে
ডেকে দিও প্রেম সকালের সূচনায়।
তোমাকে বলেছি আমরা দুজন পাখি
ডানা মেলে দেবো নিসর্গ পৃথিবীতে।।

২০.০৪.৮৪ মিঠেখালি মোংলা

দ্বিধার গল্প

রক্তে তোমার অচেনা জলের ডাক,
জেগেছে অচেনা ইচ্ছার শিহরন।
রক্তে তোমার অমীমাংসিত সাধ
তছনছ কোরে ফেলছে ভিতর-বাড়ি।

তোমার স্বপ্ন দিনযাপনের ভিড়ে
হঠাৎ ফেলেছে পথিয়ে নিজের ভাষা।
তোমার নিভৃত দৃষ্টির চারিপাশে
জমেছে সোনালি প্রতারক মরিচিকা।

দ্বিধাবিভক্ত করেছে তোমাকে দ্বিধা,
ঠিক মোহনায় দাঁড়িয়েছো এসে তুমি।
দুপাশে তোমার দুই ধরনের স্রোত,
দুদিকে তোমার দুই জীবনের টান।

নভোচারি মন জড়-জীবনের ভাষা
এখনো বোঝেনি স্বকালের সংঘাত।
এখনো তোমার স্নায়ুর তিমির জুড়ে
বিমূর্ত সব স্বপ্নের কোলাহল।

রঙিন কাঁচের বেলোয়াড়ি হাতছানি
তোমাকে ডাকছে উজ্জ্বল উৎসবে।
তোমাকে কাটছে দ্বিধার তীক্ষ্ণ চাকু,
প্রানী জীবনের সামাজিক প্রতিরোধ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কি লাভ দাঁড়িয়ে জীবনের মোহনায়
অমীমাংসিত হৃদয়ের বোঝা টেনে?
তার চেয়ে খোলো অকপটে অনুভব,
বেছে নাও প্রিয়-স্বপ্নের স্রোতখানি।।

২৪.০৫.৮৪ মোংলা বন্দর

গাছগাছালির গল্প

শেষ হয়ে এলো পাতা ঝরানোর দিন,
দ্বিধার পুরোনো বল্কল গেছে খ'সে।
এখন তোমার শাখায় নোতুন পাতা
ফুটবে যেমন তারা ফোটে আসমানে।

চেতনার 'পরে ধুলোর আস্তরন।
ধুয়ে মুছে গেছে বাস্তব বৃষ্টিতে।
শিকড়ে পেয়েছো মরমি মাটির রস,
এখন তোমার শাখারা সবুজ হবে।

বৃক্ষ তোমায় প্রিয়তরু নামে ডাকি,
বৃক্ষ তোমাকে মনোরম তরু বলি।
গাছগাছালির গেরুয়া গৃহস্থালি
রয়েছে পেছনে, এখন তুমি তো তরু—

এখন তুমি তো সবুজের সংসার,
ফুল ও ফলের সম্ভাবনার রেনু
ক্রমশ বাড়ছে তোমার নিভৃত মূলে,
এখন তুমিই প্রকৃতির পরিচয়।

আমাকে জড়াও তোমার সবুজে ফুলে,
আমাকে জড়াও তোমার শিকড়ে ডালে।
স্বপ্নের রেনু মাখাও সারাটি দেহে,
আমাকে বাজাও তোমার নিভৃত সুরে।

আকাশে আজকে কাংখিত প্রিয় মেঘ,
বৃষ্টিকে ডাকো, ভেজাও রুক্ষ মাটি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চলো দুইজন ভিজে হৃদয়ের জলে
ধুয়ে ফেলি যতো প্রথাগত মলিনতা।

এই সামাজিক নিষ্ফলা প্রান্তরে
ফলবান তরু জন্মে না কতোকাল,
জন্মে না ছায়া সুনিবিড় মহীরুহ।
চারিদিকে শুধু পাতাবাহারের সাড়া—

চারিদিকে শীত রেখে গেছে শীর্নতা,
হলুদে মোড়ানো হরিৎ বধ্যভূমি।
শিরদাঁড়া নুয়ে পড়েছে অচর্চায়,
ইচ্ছারা ঢাকা কালো কুয়াশার জালে।

বৈরি স্বর্নলতার আঁস্তাকুড়ে,
পরগাছামুখি বিরান বিরোধিতায়
এসো অমলিন সবুজের ভাষা লিখি,
চলো দুইজনে শিখি বৃক্ষের প্রেম।

২৪.০৩.৮৬ মিঠেখালি মোংলা

AMARBOI.COM

নিসঙ্গতার গল্প

নিসঙ্গতার চোয়ালে জমেছে ঘাম।
বহু খন ছিলো শেষ বাস ছেড়ে গেছে,
গভীর শব্দে দূরপাল্লার ট্রাক
ছুটছে, এখন আর কোনো ধ্বনি নেই—

মাথার উপরে মিল্লাত পাখা শো শো,
এলোমেলো চুলে বাতাসের শৃংগার।
বুকের আঁচল কখন পড়েছে খসে,
ফুটে আছে দুটি শুভ্র শংখচূড়।

নাভিমূল ঘিরে ঈষৎ মেদের আভা,
শ্রমহীনতার আলস্য-সংবাদ।
উন্মোচিত ও-উরু দুইটির ত্বক,
গতিহীনতার লাবন্যে চকচকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সারাটি শরীরে তিক্তার বারুদেরা
বিস্ফোরনের সময় গুনছে যেন,
আগুন লেগেছে নিশ্বাসে প্রশ্বাসে,
ফুসফুস তার বাড়ায়েছে গতিবেগ।

পিষ্ট হবার পরম প্রতীক্ষাতে,
টান হয়ে আছে প্রত্যেক বোমকূপ।
অথচ নিসঙ্গতার দেয়ালে তুমি
আটকে রয়েছো অসহায় ভঙ্গিতে।

তোমার চতুর্পার্শ্বে ক্রমশ দ্যাখো
গতিহীনতার মাকড়শা বোনে জাল,
স্নায়ুতন্ত্রীতে অবিরল অবসরে
ঘুনপোকা এসে বাঁধে মনোরম বাসা।

খুলে যায় নীতিবোধের কবাটখানা,
প্ররোচনা দেয় অন্যায় অভিসার।
তুমি কি ভাঙবে কাঁচের দেয়ালটিকে?
তুমি কি ছিঁড়বে প্রচলিত অভিধান?

দুটি পথ আছে তোমার সামনে খোলা—
গভীর ক্ষুধায় জেগে ওঠা দেহখানি
ছেড়ে দিতে পারো যে কোনো নদীর স্রোতে,
অথবা নিরব অবদমনের ফ্রিজে

রেখে দিতে পারো সুতনুকা যৌবন।
সামাজিক নীতি নিষেধের বেড়াজাল
পায়ে পায়ে আছে জড়ানো তোমার জেনো,
তুমি কি ছিঁড়বে নিয়মের শৃংখল?

এখানে নিয়ম নিষেধের লাল চোখ
এখানে নিয়ম কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা।
তুমি কি ভাঙবে প্রচলিত কারাগার?
তুমি কি ভাসবে যে কোনো নদীর স্রোতে??

১৫.০৭.৮৬ রাজাবাজার ঢাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুতপ্ত অন্ধকার ১

ধংশস্তূপের উপর বোসে আছে একটি শালিক—
পাশে এক মৃত্যুমাখা বেদনার বাজপোড়া তরু,
শূন্যতার খা-খা চোখ চারপাশে ধূসর আকাশ।
দুঃখিতা আমার, তুমি জেগে আছো স্বপ্নহীন আঁখি।

তোমার চোখের তীর ভেঙে পড়ে পাড়ভাঙা নদী,
তোমার বুকের পাশে জেগে থাকে নিভৃত পাথর।
কিসের পার্বন যেন চারিদিকে কোলাহল রটে—
দুঃখিতা আমার, তুমি জেগে আছো পরাজিত পাখি।

সূচাগ্র সুযোগে সাপ ঢুকে গেছে লোহার বাসরে,
বিষের ছোবলে নীল দেহে নামে শীতল আঁধার,
গাঙুরের জলে ভাসে কালো এক বেদনার ভেলা।
দুঃখিতা আমার, তুমি জেগে আছো বালিয়াড়ি-নদী।

নিখিল ঘুমিয়ে গেছে দিনশেষে রাতের জাঁদরে,
কামিনীর মিহি চোখে ঘুম এসে রেখেছে চিবুক,
জোনাকিরা নিভে গেছে সুখাদের স্বপ্ন শুনে শুনে—
জেগে আছো, শুধু তুমি জেগে আছো আমার দুঃখিতা।।

৯.৭.৮৩ মোংলা বন্দর

AMARBOI.COM

অনুতপ্ত অন্ধকার ২

ভাঙনের শব্দ শুনি, আর যেন শব্দ নেই কোনো,
মাথার ভেতর যেন অবিরল ভেঙে পড়ে পাড়।
করাত কলের শব্দে জেগে উঠি স্নায়ুতে শিরায়
টের পাই বৃক্ষহত্যা সারারাত রক্তের ভেতর।

কেন এতো বৃক্ষহত্যা, এতো ভাঙনের শব্দ কেন?
আর কোনো ধ্বনি নেই পৃথিবীতে, ব্রহ্মাণ্ডে, নিখিলে?
কোথায় ভাঙছে এতো? কোনখানে? নাকি নিজেরই
গভীর মহলে আজ বিশ্বাসের গোপন ভাঙন!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উদাসিন-দূর থেকে ডেকে যাই সকাল, সকাল . . .
তবে কি সকাল ভাঙে পৃথিবীতে আমার সকাল!
আমার নগর ভাঙে প্রিয় এই নিভৃত নগর?
তবে কি আকাংখা ভাঙে, স্বপ্নময় পরম পিপাসা?

প্লাবনের ক্ষতচিহ্ন মুছে নেয় মানবিক পলি,
আগুনের দগ্ধ শোক কবে আর মনে রাখে গৃহ।
দুর্যোগের রাত্রি শেষে পুনরায় তুলেছি বসত,
চিরকাল তবু এই ভাঙনের শব্দ শুনে যাবো??

১৫.৭.৮৩ মিঠেখালি মোংলা

অনুতপ্ত অন্ধকার ৩

জানি না কখন হাতে বিষপাত্র দিয়েছি তোমার,
পিপাসার জল ভেবে তুমি তাকে গ্রহণ করেছো।
জীবনের খামে মোড়া মৃত্যু এক কখন দিয়েছি
জানি না কখন হাতে দ্রাক্ষা ভেবে দিয়েছি গন্ধম।

রাত নামে, মৃত্যুময় রাত নামে শরীরের ঘরে,
এই রাত জোস্নাহীন, জোনাকিও নেই এই রাতে।
কেবল আঁধার, এক ভাঙনের বিশাল আঁধার,
কেবল মৃত্যুর ছায়া স্বপ্নমগ্ন দুটি চোখ জুড়ে।

জানি না গোলাপ ভেবে বিষফুল করবীর স্মৃতি
কখন দিয়েছি তুলে হেমলক-জীবনের ভার,
কখন নিয়েছি টেনে ঘুনেজীর্ন উষর অতীতে—
আজ শুধু শোচনার ম্লান শিখা সেঁজুতি সাজায়।

আঁধার মরে না এই রুগ্নভাঙা আঁধারের দেশে,
রোদের আকাংখা বুকে প্রান্তরের পথে নামে তবু
জীবনের গাঢ় তৃষ্ণা অমলিন উর্ননাভ হিয়া—
রাতের আকাশ তবু নিয়ে আসে রোদের সকাল।।

১৭.১১.৮৩ মিঠেখালি মোংলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুতপ্ত অন্ধকার ৪

নিরবতা কোনো এক উদাসিন পাথরের নাম—
অহল্যা সে কোনোদিন জানি আর হবে না জীবন।
হবে না সে পারিজাত, কোনোদিন হবে না সকাল,
দিন আর নিশিথের সন্ধিক্ষনে থেকে যাবে জানি—

অহল্যা সে চিরকাল থেকে যাবে রক্ত মাংশ নিয়ে।
যাবে না সে দগ্ধ ক্ষুব্ধ মানুষের মিছিলে কখনো,
পোড়া মানুষের ক্ষত, রক্ত, গ্লানি বুকে সে নেবে না,
যাবে না সে জানি আর কোনোদিন সবুজ নিভৃতে।

ছোঁবে না সে চিবুকের থরো থরো বিষন্ন উত্তাপ,
সেই হাত কখনো ছোঁবে না আর উদাসিন চুল।
নিশ্বাসের ঘ্রানে আর জাগবে না ভেজা চোখ দুটি,
নক্ষত্রের স্মৃতি শুধু বেঁচে রবে স্নায়ুর তিমিরে।

হবে না বেহুলা জানি সে কখনো, সেঁতুরের জলে
ভাসবে না ভেলা তার, ভাসবে না স্বপ্নের সাহস,
বেহুলার স্বপ্ন-ভেলা কোনোদিন জলে ভাসবে না—
নিরবতা কার নাম? কার নামে নির্বাসন জ্বলে??

৮.৮.৮৩ মুহম্মদপুর ঢাকা

AMARBOI.COM

অনুতপ্ত অন্ধকার ৫

বুকের ভেতরে জ্বলে, জ্ব'লে ওঠে নির্বাসন-শিখা।
পরান পোড়ায়ে আজ নির্বাসনে চলেছে সকাল
শরীর পোড়ায়ে আজ নির্বাসনে চলেছে সকাল
পৃথিবী আঁধারে থুয়ে নির্বাসনে চলেছে সকাল . . .

কুসুমের মর্মমূল ছিঁড়ে গেছে গোপন-ঘাতক।
দখল নিয়েছে ঘুন আজ নীল নক্ষত্রের দেশে,
নিয়েছে রঙিন ঘুড়ি ছিঁড়ে ওই দিগন্তের গ্রাম,
ফিরে আসে ব্যর্থ সুতো, ফিরে আসে স্বপ্নভাঙা হিয়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিষের পেয়ালা হাতে দাঁড়িয়েছে ঘাতক সময়—
নগ্ন এই দুই চোখে সর্বনাশা অপচয় জ্বলে,
সময় দিয়েছে তুলে এই হাতে অফুরন্ত ক্লেদ,
আর দিছে রক্তে মাংশে জীবনের তপ্ত অন্ধকার।

ঘোর কৃষ্ণপক্ষ রাত, দুঃসাহসে ছুঁয়েছিলো তবু,
আঁধারে পুড়েছে আজ স্বপ্ন তার নিভৃত নগর,
আঁধারে পুড়েছে তার বিশ্বাসের সবুজ নিখিল।
স্বপ্নহীন পোড়ো ভিটে, পোড়া ঘর—কে ফেরাবে তারে??

২৬.৭.৮৩ সেনবাড়ি ময়মনসিংহ

অনুতপ্ত অন্ধকার ৬

তোমাকে ফেরাবে প্রেম, মাঝরাতে চোখের শিশির,
বুকের গহিন ক্ষত, পোড়া চাঁদ তোমাকে ফেরাবে।
ভালোবাসা ডাক দেবে আশ্বিনের উদাসীন মেঘ,
তোমাকে ফেরাবে স্বপ্ন, পারিজাত আটির কুসুম।

তোমাকে ফেরাবে প্রান, এই প্রান নিষিদ্ধ গন্ধম,
তোমাকে ফেরাবে চোখ, এই চোখ শানিত আগুন,
তোমাকে ফেরাবে হাত, এই হাত নিপুন নির্মানে,
তোমাকে ফেরাবে তনু, এই তনু নিকশিত হেম।

তোমাকে ফেরাবে ওই নিশিথের নিদ্রাহীন পাখি,
বুকের বাঁপাশে জমা কালো এক কষ্টের কফিন,
তোমাকে ফেরাবে ফেনা, সমুদ্রের আদিগন্ত সাধ,
সৌরভের ভেজা চোখ, নীলমাছি ফেরাবে তোমাকে।

এক বিষ-কাঁটালতা ভালোবেসে আগলাবে পথ,
ঝরা শেফালির শব প'ড়ে রবে পথের উপর।
নিভৃত অঙ্গার এক চিরকাল তোমাকে ফেরাবে,
অনুতপ্ত অন্ধকার মৃত্যু ছুঁয়ে ফেরাবে সকাল।।

২৬.৭.৮৩ সেনবাড়ি ময়মনসিংহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেঙে যাই দ্বিখণ্ডিত

দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাই।
আজ এতো সত্য হলো দুইখানা পথ!

আজ এতো সত্য হলো দুইখানি হিয়া!
আমি তবে কার কাছে রাখবো আমার এই বেদনার ভার?

দুখানি সমান তৃষ্ণা, দুই জোড়া কাঁপা কাঁপা ঠোঁট—কাকে ছোঁবো?
দুইখানি সমান আগুন আমি কাকে ছোঁবো?

নদীতো পেতেছে তার দুই কূলে সমান সংসার
আমি তো পারি না,
আমি তো পারি না—ভেঙে যাই।

দুইখানি প্রতিশ্রুত প্রান দুই দিকে
দুইখানি সত্যবদ্ধ হাত দুই দিকে
দুইখানি তৃষ্ণামাখা তনু দুই দিকে
আমি কোন দিকে যাবো?

দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাই—
কিছুতেই মেলাতে পারি না এই দ্বিমুখি জীবন
চাঁদ আর পূর্নিমাকে কোনোদিন মেলাতে পারি না।।

২৫ জ্যৈষ্ঠ '৮৬ মিঠেখালি মোংলা

অপরাহ্নের অসুখ

পশ্চিমে দূর সজনে শাখায় দুপুর ঝুলে আসে,
বুকের মধ্যে এমন করে কেন!
একটি পাতা পাতার ছায়ে সুখের মতো কাঁপে
বুকের মধ্যে এমন করে কেন!

খাঁ খাঁ আকাশ ঝিমোয় খোঁয়াড়-বাঁধা গাভি
মেঘ যেন তার ক্ষুধাকাতর শিশু,
নিশাসগুলো নিজের কানে শব্দ হয়ে বাজে—
বুকের মাঝে কেমন কোরে ওঠে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চক্ষু ফেটে জল আসে না, বাধ ভাঙে না নদী
কণ্ঠমূলে গহন ব্যথা জমে,
নিরবতায় মুগ্ধ পাখি, সোনালি মেঘ, তবু
বুকের মধ্যে এমন করে কেন!
শিমুল-রোদে দ্বিধার মতো একটি পাতা কাঁপে
অনাঘ্রাত অধরখানা যেন,
দূরাগত অচেনা এক পাখির কণ্ঠস্বরে
বুকের মধ্যে এমন করে কেন!

বাইরে থেকে ভেতরে চাই, আরেক আকাশ খাঁখাঁ
মেঘের মতো স্মৃতির চিহ্ন ওড়ে,
মাতাল হিয়া যেদিকে হাত বাড়ায় চরাচরে
বাতাস শুধু ওড়ায় ধুলোবালি।

সজনে শাখায় ঝিমোচ্ছে রোদ দুপুর ঝুলে আসে,
বুকের মধ্যে এমন করে কেন!
আমার বুকের মাঝে এমন করে কেন!!

১৪ বৈশাখ '৮৫ সিদ্ধেশ্বরী ঢাকা

AMARBOI.COM

আছে

নিবাসিতা, নিবাসিতা,
আমি তোমাকে বার বার ডেকে যাবো রাতের শহরে।
কেউ জেগে নেই, রাত্রিও অচেতন ঘুমের নেশায়,
অনিদ্রার মোহময় চশমায় ঢাকা চোখ, আমি শুধু ডেকে যাচ্ছি
নিবাসিতা, নিবাসিতা . . .

পরিচিত সমস্ত গলিতে, সেই সব দরোজায়
একে একে করাঘাত কোরে যাবো,
জানালাগুলো জেগে উঠবে ক্রমশ,
পর্দা নেড়ে নেড়ে বলবে ঃ
ও নামে তো কেউ থাকে না এখানে।

শহর থেকে ফিরে যাবো সাগরে,
ঢেউ-এর ভেতর প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলে হঠাৎ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেমে যাবে সাগরের সপ্রতিভ গান ঃ
না তো, এ নামে কেউ তো আসেনি কখনো।

আমি আবার চিৎকার কোরে
ভেঙে দেবো রাত্রির জানালার কাঁচ, নির্জনতা . . .

রাত্রি বলবে নেই, নক্ষত্র বলবে নেই
শহর বলবে নেই, সাগর বলবে নেই
হৃদয় বলবে—আছে।।

২৭.১২.৭৪ লালবাগ ঢাকা

ছিন্নভিন্ন ভালোবাসা

১. এতো যে আমায় ভোলাতে চাও
সহজে কি মন ভোলে?
সব চাবিতে সব তালা কি খোলে?

২. অর্ধেকখানি রেখেছো খুলে, বাকি অর্ধেক ঢাকা,
তোমার দুদিকে সবকিছু আছে, আমার দুদিকই ফাঁকা।

৩. অসময়ে এসেছো চলে, অসময় হয়েছে সময়,
বেদনায় এসেছো বোলে বেদনাই তীর্থ আমার।

৪. এই হাতে ফুল দাও, এই চোখে স্বপ্নের মেঘ,
এইখানে তুমি থাকো, এইখানে আমার গ্লানি।

৫. এক যুগ গেল গায়ে হলুদের দিন
আর এক যুগ বাকি আয়োজনে যাবে,
কখন আমার শুভদৃষ্টির ক্ষন
বাসর আমার হবে কতোযুগ পরে!

৬. তুমি নেই প্রেম আছে ধমনী-ধরায়,
গৃহ নেই, তুমি আছো গৃহের ইচ্ছাতে।

৭. আধখানা স্বপ্নে আছি, আধখানা শ্রমে,
আধখানা প্রেমে আর আধেক অপ্রেমে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সীমাবদ্ধ ভাঙচুর

যেভাবেই ভাঙো—দুজনাই শুধু ভাঙি,
যে ভাবেই ভাঙি—ভাঙি শুধু দুজনাই।

তুমি যদি তোলো পাথরের ইমারত,
আমি তাকে ভাঙি নিসর্গ ভালোবেসে।
আমি যদি বুনি কৃষ্ণচূড়ার প্রেম,
তুমি তছনছ কোরে ফ্যালো তার ভূমি।

যে ভাবেই ভাঙো, ভাঙি শুধু দুজনাই—

আমি যদি আঁকি নগরের ইতিহাস,
তুমি ছেঁড়ো তাকে প্রেমহীনতার দোষে।
তুমি যদি লেখো মাধবীর গাঢ় মালা
আমি হাতে নিই হননের হাতিয়ার।

যে ভাবেই ভাঙি, ভাঙি শুধু দুজনাই—

সভ্যতা টানে দিন যাপনের দিকে,
নাগরিক চাকা রেখে জীবনের গতি।
আমাদের হাত নিসর্গে প্রসারিত,
আমাদের হাত দুজনায় উদ্যত।

আমরা ভাঙছি আমাদের স্মৃতি, শোক,
আমরা ভাঙছি একঘেয়েমির ঠুলি ;
নগর-নরকে নাগরিক গ্লানিবোধ।
আমরা ছিঁড়ছি স্বপ্নের শবদেহ—

২৫.০৮.৮৫ মুহম্মদপুর ঢাকা

এখানেও সাধ

গুটিয়ে যাচ্ছি শামুকের মতো দ্রুত।
স্মৃতি ও স্বপ্ন বুকের ভেতরে রেখে,
খোলা চারদিক বর্মে নিয়েছি ঢেকে।
গুটিয়ে যাচ্ছি ম্লান কেন্দ্রোর মতো—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেতরে আমার বাঁশিটি বাজে না আর,
ওড়ে না পাখির আঁকাবাঁকা শাদা ঝাঁক,
নদীর জলের ঢেউগুলো নির্বাক—
ভেতরে আমার ভেঙে পড়ে শুধু পাড়।

এ-ও দেখি এক ভিন্ন নিমগ্নতা,
গ্রাস কোরে রাখে আমূল চেতনালোক।
এখানেও সাধ মরিচিকা প্রতারক,
গ্রীবা ঝলোমল রঙিন বিষন্নতা।

ক্রুদ্ধ দুহাত মাঝে মাঝে জেগে ওঠে,
ভেঙে ফেলে দ্যায় বর্মের আবরন—
দেখি ভেঙে আছি নিজেকেই অকারন,
ভাঙা পথে খোলা নোনা জলরাশি ছোটে।।

২৫.০৮.৮৫ মুহম্মদপুর ঢাকা

AMARBOI.COM

জীবন যাপন ১

চলো স্বপ্ন মিলাই।

কাজের ভেতরে ফোটে স্বপ্নের পেখম,
চলো কাজগুলো মিলাই।

একটু ভাবি
দুজনে একটু অকপট হয়ে ভাবি,
চলো ভাবনা মিলাই।

আগে তো শরীর,
শরীরে বসত করে মনরূপ পাখি।
শরীর মিলাই চলো,
দেখি মেলে কিনা শরীরের স্বাদ।

আর মন
মন একটি স্নায়বিক প্রক্রিয়ার নাম,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেখানে বসত করে স্বপ্ন—
চলো স্বপ্ন মিলাই।।

১৫.০৫.৮৪ মুহম্মদপুর ঢাকা

জীবন যাপন ২

আমরা কি পরস্পরকে অবিশ্বাস করছি!

আমাদের ভালোলাগাগুলো বিতর্কিত হয়ে উঠছে।
আমাদের চোখ ক্রমশ উদাসিন হয়ে উঠছে।
আমাদের স্পর্শগুলো অনুভূতিহীন হয়ে পড়ছে।

আমরা কি পরস্পরকে অবিশ্বাস করছি?

আমাদের কথোপকথনে
ক্রমশ নেমে আসছে সৌজন্যের কুয়াশা।
আমাদের আলিঙ্গনের ভেতর
খচ্ খচ্ কোরে বিঁধছে এক সন্দেহের কাঁচ।
আমাদের চুম্বন
ক্রমশ শুধু লালাসিক্ত ওষ্ঠের ব্যর্থতা হয়ে উঠছে।
ক্রমশ শীতল হয়ে পড়ছে আমাদের উদ্দাম ইচ্ছেগুলো।

আমরা কি পরস্পরকে অবিশ্বাস করছি!

সূর্যাস্তের বিকেলে
পাশাপাশি দুজনের মাঝখানে শুয়ে থাকছে একটি সাপ।
দুজনের উজ্জ্বল হোণ্ডার পেছনে ধাওয়া কোরে আসছে
একটি নীল নেকড়ে।
একটি হাত কেবলই দুদিকে ফিরিয়ে দিচ্ছে দুজনের মুখ।
পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আমরা ক্রমশ অনুতপ্ত হয়ে পড়ছি

আমরা কি অবিশ্বাস করছি আমাদের?
আমরা কি পরস্পরকে অবিশ্বাস করছি?

আমরা পরস্পরকে অবিশ্বাস করছি কেন??

২০.০৫.৮৪ মোংলা বন্দর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবন যাপন ৩

আমাদের মাথার উপরে ছাদ আছে, পায়ের নিচে কংক্রিট।
রোদ, বৃষ্টি আর শীত আমাদের নাগাল পাবে না।
ইটের দেয়াল আছে পাশে, দেয়ালের উজ্জ্বলতা নেই।

দুই জোড়া কবুতর, কিছু তেলাপোকা আর তিনটি ইঁদুর
আমাদের বাড়তি বাশিন্দা।
আমাদের কোনো দক্ষিন জানালা নেই।
সকালের রোদ নেই শরীরের ত্বকে।

বৃষ্টির শহরে নিরাপদ ভ্রমনের জন্যে
ব্যক্তিগত কোনো যান নেই আমাদের।
গ্রীষ্মের বিরুদ্ধে বৈদ্যুতিক পাখা নেই ঘরে।
শীতল জলের জন্যে ফ্রিজ নেই। তেমন উজ্জ্বল আসবাব নেই।
পা-ডুবিয়ে হাঁটবার মতো লোমশ কার্পেট নেই আমাদের।

একরাশ বই-এর ভেতরে ডুবে থাকা আছে।
আমাদের ঘরে এক পুর্নিমার জোৎস্না আছে।
শ্রম আছে। আছে অনিশ্চয়তাঋদ্ধ শীতল উল্লাস।
আমাদের অনন্ত মুগ্ধতা আছে।
দ্বন্দ্বময় দিনমান আছে, আছে তৃষ্ণার্ত শরীর।

আমাদের অবসাদ নেই, ক্লান্তি নেই।
সচ্ছলতার মসৃন মেদ নেই দেহে।
রক্তের ভেতরে নেই নীল বিষ—আমাদের লাল রক্ত।

আমাদের চোখে নেই ঈর্ষার পিচুটি।
আমাদের গায়ে নেই আভিজাত্যের দুর্গন্ধ।
আমাদের রক্তাক্ত হৃদয়ে নেই প্রলোভন।

আমাদের স্বপ্ন আছে, মিছিলের স্মৃতি আছে।
আর আছে স্নায়ু জুড়ে আন্দোলিত স্বপ্নের স্বদেশ।।

২১.০৫.৮৪ মোংলা বন্দর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনযাপন ৪

আমি তোমাকে অনুবাদ করেছি শব্দে।
আমি তোমাকে অনুবাদ করেছি বাক্যের কাঠামোয়।

তোমার অস্থির চোখ তাকে অনুবাদ করেছি।
তোমার ভুরু ও কপালের প্রশান্তি তাকে অনুবাদ করেছি।
তোমার চিবুকের টোল তাকে অনুবাদ করেছি।

তোমাকে অনুবাদ করেছি স্বপ্নে।
তোমাকে অনুবাদ করেছি তৃষ্ণায়।
তোমাকে অনুবাদ করেছি উদাসিনতায়।

আমি অনুবাদ করেছি তোমার শরীরের ঘ্রান।
তৃষ্ণা থরো থরো ঠোঁট তাকে অনুবাদ করেছি।
প্লাবনে মুখর দেহে রক্তের উত্তাল পরমানু
আমি অনুবাদ করেছি তোমার পিপাসার স্বাদ।

যে প্রতিবেশ নির্মান করেছে তোমার বোধ
যে দেশকাল নির্মান করেছে তোমার অভিজ্ঞতা
যে শ্রেনী অবস্থান নিয়ন্ত্রণ করেছে তোমার আকাংখা
আমি তাকে অনুবাদ করেছি সকাল।

আমি অনুবাদ করেছি তোমার মেধা।
আমি অনুবাদ করেছি তোমার স্মৃতি।
আমি অনুবাদ করেছি তোমার সাধ।
গোলাপকাঁটার মতো তোমার অন্যমনস্কতা
আমি তাকে অনুবাদ করেছি।

কেবল মৌলিক আছো তুমি, তোমার ভেতরের তুমি . . .

২৭.০৫.৮৪ মোংলা বন্দর

জীবন যাপন ৫

দুজনের যৌথ জীবন যাপনের নাম সংসার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা দুজন পরস্পরের জীবন ভাগ কোরে নিয়েছি
আমরা পরস্পর পরস্পরের জীবনে প্রবেশ করেছি

আমরা মেলাতে চাইছি আমাদের স্বপ্নগুলো
আমরা মেলাতে চাইছি আমাদের ভালোলাগাগুলো
আমরা মেলাতে চাইছি আমাদের বোধ
ও বেদনাসমূহ
ক্ষোভ এবং স্পর্শসমূহ
দৃষ্টি এবং আচ্ছন্নতাসমূহ
আমরা মেলাতে চাইছি

আমরা মেলাতে চাইছি আমাদের প্রতিটি স্পর্শকাতরতাকে
শরীরের প্রতিটি শিহরনকে
ত্বকের প্রতিটি রোমকূপকে

আমরা মেলাতে চাইছি আমাদের হৃদপিণ্ডের ধ্বনি
আমরা মেলাতে চাইছি আমাদের পাখা ও
উড়াসিনতাগুলো
আমাদের একান্ত স্বপ্নগুলো
অন্তর্গত অরন্য আর বন্দরগুলো
ত্বক, চক্ষু, ঘ্রান, শ্রবণ ও জিভের কর্মকাণ্ডসমূহ
আমরা মেলাতে চাইছি
আমরা মেলাতে চাইছি আমাদের জীবনযাপন

দুজনের যৌথ জীবন যাপনের নাম সংসার—
এর নাম প্রেম, এর নাম বিরহের বিকল্প আগুন।।

০৭.০৫.৮৫ মুহম্মদপুর ঢাকা

জীবন যাপন ৬

তুমি আমাকে তৃষ্ণার্ত করেছো।
তুমি বস্তুর দিকে ফিরিয়ে দিয়েছো আমার পথ।

আমার চোখ তুমি ফিরিয়ে দিয়েছো জড় ও জীবনের দিকে
আমার শ্রবন তুমি ফিরিয়ে দিয়েছো রুক্ষ ধ্বনির দিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার ত্বক তুমি ফিরিয়ে দিয়েছো অমসৃন স্পর্শের দিকে
আমার ঘ্রান তুমি ফিরিয়ে দিয়েছো সৌরভের দিকে
আমার জিভ তুমি ফিরিয়ে দিয়েছো স্বাধীনতার দিকে

আমার জিভ
আমি তাকে সম্পূর্ন আমার কোরে পেতে চাই।
আমি তাকে সেন্সরহীন ব্যবহার করতে চাই
আমার ইচ্ছার স্বপক্ষে।

আমার জিভ
আমি তাকে রূপশালি ভাতের সুঘ্রান দিতে চাই।
দিতে চাই শুভ্র শেফালির মতো শাদা ভাত।

তুমি আমাকে তৃষ্ণার্ত করেছো সকাল।
তুমি স্বপ্নের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছো আমার পথ।

আমার বোধ তুমি ফিরিয়ে দিয়েছো মানচিত্রের দিকে
আমার স্মৃতি তুমি ফিরিয়ে দিয়েছো ইতিহাসের দিকে
আমার আকাংখা তুমি ফিরিয়ে দিয়েছো আগামির দিকে

আমার আগামি
আমি তাকে পেতে চাই ঘৃনাহীনতার রোদে।
আমি তাকে মানুষের প্রাকৃতিক চেহারায় পেতে চাই
মানুষের পৃথিবীতে।

আমার আগামি
আমি তাকে শ্রমময় উৎসবের দিন দিতে চাই।
দিতে চাই বৃক্ষ ও হরিনের মতো নিরাপদ প্রান।

তুমি আমাকে তৃষ্ণার্ত করেছো
তুমি শরীরের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছো আমার পথ।

তুমি খুলে দিয়েছো আমার শরীরের নিভৃত কবাট
তুমি খুলে দিয়েছো আমার অচেতন গ্রন্থিসমূহের ঘুম
তুমি খুলে দিয়েছো আমার অব্যবহৃত মাংশপেশীগুলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার শরীর
আমি তাকে শ্রমহীনতার কারাগার থেকে মুক্তি দিতে চাই।
আমি তাকে দিতে চাই প্রানীদের প্রাকৃতিক আচরনবিধি
দিতে চাই মুগ্ধ শ্রম।

আমার শরীর
আমি তাকে ক্ষুধার মীমাংসা দিতে চাই।
দিতে চাই তৃষ্ণায় রমন আর মীমাংসিত নারী।

তুমি আমাকে তৃষ্ণার্ত করেছো।
তুমি আমাকে তৃষ্ণার্ত করেছো সকাল।

আমি ফিরে দাঁড়িয়েছি আমার স্বভাবের বিরুদ্ধে।
আমি আমার উদাসিন মগ্নতার বিরুদ্ধে ফিরে দাঁড়িয়েছি।।

০১.০৬.৮৪ মিঠেখালি মোংলা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইশতেহার

পৃথিবীতে মানুষ তখনো ব্যক্তি স্বার্থে ভাগ হয়ে যায়নি।
ভূমির কোনো মালিকানা হয়নি তখনো।
তখনো মানুষ শুধু পৃথিবীর সন্তান।

অরন্য আর মরুভূমির
সমুদ্র আর পাহাড়ের ভাষা তখন আমরা জানি।
আমরা ভূমিকে কর্ষন কোরে শস্য জন্মাতে শিখেছি।
আমরা বিশল্যকরনীর চিকিৎসা জানি
আমরা শীত আর উত্তাপে সহনশীল
ত্বক তৈরি করেছি আমাদের শরীরে।
আমরা তখন সোমরস, নৃত্য আর
শরীরের পবিত্র উৎসব শিখেছি।

আমাদের নারীরা জমিনে শস্য ফলায়
আর আমাদের পুরুষেরা শিকার করে বাঁই হরিন।
আমরা সবাই মিলে খাই আর পান করি।
জ্বলন্ত আগুনকে ঘিরে সবাই আমরা নাচি
আর প্রশংসা করি পৃথিবীর।
আমরা আমাদের বিস্ময় আর সুন্দরগুলোকে বন্দনা করি।

পৃথিবীর পূর্নিমা রাতের ঝলোমলো জোস্নায়
পৃথিবীর নারী আর পুরুষেরা
পাহাড়ের সবুজ অরন্যে এসে শরীরের উৎসব করে।

তখন কী আনন্দরঞ্জিত আমাদের বিশ্বাস।
তখন কী শ্রমমুখর আমাদের দিনমান।
তখন কী গৌরবময় আমাদের মৃত্যু।

তারপর—
কৌম জীবন ভেঙে আমরা গড়লাম সামন্ত সমাজ।
বন্য প্রানীর বিরুদ্ধে ব্যবহারযোগ্য অস্ত্রগুলো
আমরা ব্যবহার করলাম আমাদের নিজের বিরুদ্ধে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের কেউ কেউ শ্রমহীনতায় প্রশান্তি খুঁজে পেতে চাইলো।
দুর্বল মানুষেরা হয়ে উঠলো আমাদের সেবার সামগ্রী।
আমাদের কারো কারো তর্জনী জীবন ও মৃত্যুর নির্ধারক হলো।

ভারি জিনিশ টানার জন্যে আমরা যে চাকা তৈরি করেছিলাম
তাকে ব্যবহার করলাম আমাদের পায়ের পেশীর আরামের জন্যে।
আমাদের বন্য অস্ত্র সভ্যতার নামে
গ্রাস কোরে চল্লো মানুষের জীবন ও জনপদ।

আমরা আমাদের চোখকে সুদূরপ্রসারি করার জন্যে দূরবীন
আর সূক্ষ্ম নিরীক্ষনের জন্যে অনুবীক্ষন তৈরি করলাম।
আমাদের বাহুর বিকল্প হলো ভারি যন্ত্র আর কারখানা।
আমাদের পায়ের গতি বর্ধন করলো উড়ন্ত বিমান।

আমাদের কণ্ঠস্বর বর্ধিত হলো,
আমাদের ভাষা ও বক্তব্য গ্রন্থিত হলো,
আমরা রচনা করলাম আমাদের অগ্রযাত্রার ইতিহাস।
আমাদের মস্তিষ্ককে আরো নিখুঁত ও ব্যাপক করার জন্যে
আমরা তৈরি করলাম কম্পিউটার।

আমাদের নির্মিত যন্ত্র শৃংখলিত করলো আমাদের
আমাদের নির্মিত নগর আবদ্ধ করলো আমাদের
আমাদের পুঁজি ও ক্ষমতা অবরুদ্ধ করলো আমাদের
আমাদের নভোযান উৎকেন্দ্রিক করলো আমাদের।

অস্তিত্ব রক্ষার নামে আমরা তৈরি করলাম মারনাস্ত্র।
জীবন রক্ষার নামে আমরা তৈরি করলাম
জীবনবিনাশী হাতিয়ার।
আমরা তৈরি করলাম পৃথিবী নির্মূল-সক্ষম পারমানবিক বোমা।

একটার পর একটা খাঁচা নির্মান করেছি আমরা।
আবার সে-খাঁচা ভেঙে নোতুন খাঁচা বানিয়েছি—
খাঁচার পর খাঁচায় আটকা পড়তে পড়তে
খাঁচার আঘাতে ভাঙতে ভাঙতে, টুকরো টুকরো হয়ে
আজ আমরা একা হয়ে গেছি।
প্রত্যেকে একা হয়ে গেছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কী ভয়ংকর এই একাকিত্ব!
কী নির্মম এই বান্ধবহীনতা!
কী বেদনাময় এই বিশ্বাসহীনতা!

এই সৌরমণ্ডলের
এই পৃথিবীর এক কীর্তনখোলা নদীর পাড়ে
যে-শিশুর জন্ম।
দিগন্তবিস্তৃত মাঠে ছুটে বেড়ানোর অদম্য স্বপ্ন
যে-কিশোরের।
জোস্না যাকে প্লাবিত করে।
বনভূমি যাকে দুর্বিনীত করে।
নদীর জোয়ার যাকে ডাকে নেশার ডাকের মতো।
অথচ যার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে উপনিবেশিক জোয়াল
গোলাম বানানোর শিক্ষাযন্ত্র।
অথচ যার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে
এক হৃদয়হীন ধর্মের আচার।
অথচ যাকে শৃংখলিত করা হয়েছে যুক্তিহীন সংস্কারে।

যে-তরুন উনসত্তুরের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।
যে-তরুন অস্ত্র হাতে স্বাধীনতাযুদ্ধে গিয়েছে।
যে-তরুনের বিশ্বাস, ধর্ম, সাধ,
স্বাধীনতা-উত্তরকালে ভেঙে খান খান হয়েছে।
অন্তরে রক্তাক্ত যে তরুন নিরুপায় দেখেছে নৈরাজ্য,
প্রতারনা আর নির্মমতাকে।

দুর্ভিক্ষ আর দুঃশাসন যার নিভৃত বাসনাগুলো
দুমড়ে মুচড়ে তছনছ করেছে।

যে-যুবক দেখেছে এক অদৃশ্য হাতের খেলা।
দেখেছে অদৃশ্য এক কালোহাত।

যে-যুবক মিছিলে নেমেছে
বুলেটের সামনে দাঁড়িয়েছে
আকন্ঠ মদের নেশায় চুর হয়ে থেকেছে
অনাহারে উড়নচণ্ডি ঘুরেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে-যুবক ভয়ানক অনিশ্চয়তা আর বাজির মুখে
ছুঁড়ে দিয়েছে নিজেকে।

যে-পুরুষ এক শ্যামল নারীর সাথে জীবন বিনিময় করেছে।
যে-পুরুষ ক্ষুধা, মৃত্যু আর বেদনার সাথে লড়ছে এখনো,
লড়ছে বৈষম্য আর শ্রেণীর বিরুদ্ধে—
সে আমি।

আমি একা।
এই ব্রহ্মাণ্ডের ভেতর একটি বিন্দুর মতো আমি একা।
আমার অন্তর রক্তাক্ত।
আমার মস্তিষ্ক জর্জরিত।
আমার স্বপ্ন নিয়ন্ত্রিত।
আমার শরীর লাবন্যহীন।
আমার জিভ কাটা।
তবু এক নোতুন পৃথিবীর স্বপ্ন আমাকে কাতর করে
আমাকে তাড়ায় . . .

আমাদের কৃষকেরা
শূন্য পাকস্থলি আর বুকে কাঁধকাশ নিয়ে মাঠে যায়।
আমাদের নারীরা ক্ষুধায় পীড়িত, হাড্ডিসার।
আমাদের শ্রমিকেরা স্বাস্থ্যহীন।
আমাদের শিশুরা অপুষ্ট, বীভৎস-করুন।
আমাদের অধিকাংশ মানুষ ক্ষুধা, অকালমৃত্যু আর
দীর্ঘশ্বাসের সমুদ্রে ডুবে আছে।

পৃথিবীর যুদ্ধবাজ লোকদের জটিল পরিচালনায়
ষড়যন্ত্রে আর নির্মমতায়,
আমরা এক ভয়াবহ অনিশ্চয়তা
আর চরম অসহায়ত্বের আবর্তে আটকা পড়েছি।

কী বেদনাময় এই অনিশ্চয়তা!
কী বীভৎস এই ভালোবাসাহীনতা!
কী নির্মম এই স্বপ্নহীনতা!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ আমরা আবার সেই
বিশ্বাস আর আনন্দকে ফিরে পেতে চাই।
আজ আমরা আবার সেই
সাহস আর সরলতাকে ফিরে পেতে চাই।
আজ আমরা আবার সেই
শ্রম আর উৎসবকে ফিরে পেতে চাই।
আজ আমরা আবার সেই
ভালোবাসা আর প্রশান্তিকে ফিরে পেতে চাই।
আজ আমরা আবার সেই
স্বাস্থ্য আর শরীরের লাবন্যকে ফিরে পেতে চাই।
আজ আমরা আবার সেই
কান্নাহীন আর দীর্ঘশ্বাসহীন জীবনের কাছে যেতে চাই।
আজ আমরা শোষন আর শঠতা
অকালমৃত্যু আর ক্ষুধার যন্ত্রনা থেকে মুক্তি পেতে চাই।

আমাদের সমৃদ্ধ এই বিজ্ঞান নিয়ে
আমাদের অভিজ্ঞতাময় এই শিল্পসম্ভার নিয়ে
আমাদের দূরলক্ষ্য আর সূক্ষ্ম বীক্ষণ নিয়ে
আমাদের দ্বন্দ্বময় বেগবান জীবন নিয়ে
আমরা ফিরে যাবো আমাদের বিশ্বাসের পৃথিবীতে,
আমাদের শ্রম, উৎসব, আনন্দ আর প্রশান্তির পৃথিবীতে।
পরমানুর সঠিক ব্যবহার
আমাদের শস্যের উৎপাদন প্রয়োজনতুল্য জোরে তুলবে।
আমাদের কারখানাগুলো কখনোই হত্যার অস্ত্র তৈরি করবে না।
আমাদের চিকিৎসাবিজ্ঞান নিরোগ করবে পৃথিবীকে।
আমাদের মর্যাদার ভিত্তি হবে মেধা, সাহস আর শ্রম।

আমাদের পুরুষেরা সুলতানের ছবির পুরুষদের মতো
স্বাস্থ্যবান, কর্মঠ আর প্রচণ্ড পৌরুষদীপ্ত হবে।
আমাদের নারীরা হবে শ্রমবতী, লক্ষীমন্ত আর লাবন্যময়ী।
আমাদের শিশুরা হবে পৃথিবীর সুন্দরতম সম্পদ।

আমরা শস্য আর স্বাস্থ্যের, সুন্দর আর গৌরবের
কবিতা লিখবো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা গান গাইবো
আমাদের বসন্ত আর বৃষ্টির বন্দনা কোরে।
আমরা উৎসব করবো শস্যের।
আমরা উৎসব করবো পূর্নিমার।
আমরা উৎসব করবো
আমাদের গৌরবময় মৃত্যু আর বেগবান জীবনের।

কিন্তু—
এই স্বপ্নের জীবনে যাবার পথ আটকে আছে
সামান্য কিছু মানুষ।
অস্ত্র আর সেনা-ছাউনীগুলো তাদের দখলে।
সমাজ পরিচালনার নামে তারা এক ভয়ংকর কারাগার
তৈরি করেছে আমাদের চারপাশে।

তারা ক্ষুধা দিয়ে আমাদের বন্দি করেছে।
তারা বস্ত্রহীনতা দিয়ে আমাদের বন্দি করেছে।
তারা গৃহহীনতা দিয়ে আমাদের বন্দি করেছে।
তারা জুলুম দিয়ে আমাদের বন্দি করেছে।
বুলেট দিয়ে বন্দি করেছে।

তারা সবচে' কম শ্রম দেয়
আর সবচে' বেশি সম্পদ ভোগ করে।
তারা সবচে' ভালো খাদ্যগুলো খায়
আর সবচে' দামি পোষাকগুলো পরে।
তাদের পুরুষদের শরীর মেদে আবৃত, কদাকার।
তাদের মেয়েদের মুখের ত্বক দ্যাখা যায় না, প্রসাধনে ঢাকা।
তারা আলস্য আর কর্মহীনতায় কাতর, কুৎসিত।

তাদের ঈর্ষা কুটিলতাময়।
তাদের হিংসা পর্বতপ্রমান।
তাদের নির্মমতা ক্ষমাহীন।
তাদের জুলুম অশ্রুতপূর্ব।

তারা আমাদের জিভ কেটে নিতে চায়।
তারা আমাদের চোখ উপড়ে ফেলতে চায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারা আমাদের মেধা বিকৃত করতে চায়।
তারা আমাদের শ্রবন বধির কোরে দিতে চায়।
তারা আমাদের পেশীগুলো অকেজো কোরে দিতে চায়।
আমাদের সন্তানদেরও তারা চায় গোলাম বানাতে।

একদা অরন্যে
যেভাবে অতিকায় বন্যপ্রানী হত্যা কোরে
আমরা অরন্যজীবনে শান্তি ফিরিয়ে এনেছি,
আজ এইসব অতিকায় কদাকার বন্যমানুষগুলো
নির্মূল কোরে
আমরা আবার সমতার পৃথিবী বানাবো।
সম্পদ আর আনন্দের পৃথিবী বানাবো।
শ্রম আর প্রশান্তির পৃথিবী বানাবো।।

১০.০৩.৮৩ মুহম্মদপুর ঢাকা

AMARBOI.COM

ছিনতাই

হল্ট .....
অন্ধকার থমকে দাঁড়ালো।

হাত উঁচু কোরে দাঁড়া, কী কী আছে কাছে?
পকেট হাতড়ে দ্যাখ, ভালো কোরে হাতড়া কোমর,
শুয়োরের বাচ্চা, শালা বানচোত মাল
রোজ রোজ এই পথে আসা কেন? এতো কি পিরিত?
ক'ষে লাগা, দুই ঘা লাগিয়ে দিলে টের পাবে বাছাধন—

হাতে দ্যাখ, ঘড়ি-টড়ি আছে?
নেই।
বুকের পকেটে টাকা, কলম-টলম?
নেই।
প্যান্টের পকেট দ্যাখ, আছে কিছু?
না, নেই।
তাহলে কাপড় খোল, খুলে রাখ সব।
নেই, তাও নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুকটা হাতড়ে দ্যাখ স্বস্তি-টস্তি কিছু আছে?
নেই—কিচ্ছু নেই।
নেই? শালা ফকিরের পুত, শালা খানকির ছেলে . . .

ঠা-ঠা কোরে হেসে ওঠে ঘন অন্ধকার,
শুধু এই ছায়া আছে, কিছু নেই আর।।

০৬.০৬.৮০ মিঠেখালি বাগেরহাট

দ্বিধাগ্রস্ত দাঁড়িয়ে আছি

সেই যে আমি দাঁড়িয়েছিলাম, মনে পড়ছে?
সেই যে আমি উস্কো-খুস্কো আউল বাউল একমাথা চুল,
সেই যে আমি রক্তচক্ষু, দুই চোখে দুই রক্তজবা
মনে পড়ছে?
সেই যে আমি দাঁড়িয়েছিলাম, তোমার স্মৃতিস্তম্ভের উপর
দাঁড়িয়েছিলাম, মনে পড়ছে? সকাল, তোমার মনে পড়ছে?

সেই যে আমি মিছিল জুড়ে মত্ত আওয়াজ
মারমুখো এক রুক্ষ যুবক, রক্তপাতের স্বপ্ন মাথায়
সেই যে আমি মিছিল-শেষে একলা মানুষ
সেই যে আমি স্বপ্নে-জীবন রক্ত দেখি, টকটকে লাল রক্ত দেখি
সেই যে আমি পাঁচটি চোখে ঘুম আসে না
চোখ বুজলেই মিছিল দেখি, বুলেটবিদ্ধ মানুষ দেখি
সেই যে আমি একটুখানি স্নেহের কাঙাল, মনে পড়ছে?

সেই যে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম, দ্বিধাগ্রস্ত দাঁড়িয়ে ছিলাম
মনে পড়ছে? সকাল, তোমার মনে পড়ছে?

তখন আমার মুঠোয় তাজা আগ্নেয়াস্ত্র
সমতার এক মন্ত্র আমার বুকের ভেতর
কিন্তু আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম, দ্বিধাগ্রস্ত দাঁড়িয়ে ছিলাম।
কারন আমি পথ চিনি না, হত্যাযোগ্য লোক চিনি না,
কেন আমি ভুল মানুষের খুনে আমার হাত রাঙাবো!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে পড়ছে সেই যে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম
একটি ভাঙা ব্রীজের উপর দাঁড়িয়ে ছিলাম দ্বিধাগ্রস্ত . . .

সেই যে আমি একটি শাদা ফুলের খোঁজে বেরিয়েছিলাম
সেই যে আমি একটা নোতুন বাড়ির খোঁজে বেরিয়েছিলাম
সেই যে আমি
পরান-জোড়া ভালোবাসার স্বপ্ন নিয়ে বেরিয়েছিলাম
মনে পড়ছে, সকাল, তোমার মনে পড়ছে?

আমার সহযাত্রীরা কেউ শিকারে খুব নাম করেছে
কেউবা অন্ধকারের খাতায় লিখেছে তার যত ঠিকানা।
সেই যে আমি আলোর খোঁজে বেরিয়েছিলাম,
আমার চতুর্পার্শ্বে আলো, আমি ভীষণ অন্ধকারে।

আমার চতুর্পার্শ্বে আলো, ভিন্ন আলো—
আলো জ্বলছে, অন্ধকারে ফুল ফুটছে। আলো জ্বলছে,
ব্যক্তিগত বাড়ি উঠছে। আলো জ্বলছে, ভিন্ন আলো।
কিন্তু আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম, দ্বিধাগ্রস্ত দাঁড়িয়ে ছিলাম
দাঁড়িয়ে আছি।

আমার হাতে আগ্নেয়াস্ত্র
হত্যাযোগ্য লোক চিনি না।
আমার বুকে অগ্নিমন্ত্র
শিকারে এই হাত ওঠে না।

সেই যে ভাঙা ব্রীজের উপর দাঁড়িয়ে ছিলাম দ্বিধাগ্রস্ত
দাঁড়িয়ে আছি
দাঁড়িয়ে আছি
দাঁড়িয়ে আছি . . .

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা কেন জিজ্ঞাসা করছি না : ভোরে নাস্তা করেছেন?
এই যে, সকালে খেয়েছেন?

পরস্পর দ্যাখা হলে আমরা এখনো কেন জিজ্ঞাসা করছি :
কেমন আছেন?
আমরা কেন জিজ্ঞাসা করছি না : লাঞ্চ খেয়েছেন? ভাত?
গত রাতে? আগের দুপুরে?

পরস্পর দ্যাখা হলে আমরা এখনো কেন জিজ্ঞাসা করছি :
কেমন আছেন?
আমরা কেন জিজ্ঞাসা করছি না : সেকেণ্ড হ্যাণ্ডে কুলোচ্ছে?
বউটা শাড়ি-কাপড় পায়?

পরস্পর দ্যাখা হলে আমরা এখনো কেন জিজ্ঞাসা করছি :
কেমন আছেন?
আমরা কেন জিজ্ঞাসা করছি না : শহরে কি বাড়ি আছে?
ভাড়া বাসা? কতো দিতে হয়?

পরস্পর দ্যাখা হলে আমরা এখনো কেন জিজ্ঞাসা করছি :
কেমন আছেন?
আমরা কেন জিজ্ঞাসা করছি না : লাশটা কোথায় গেলো?
রাজপথে গুলি হচ্ছে কেন?

পরস্পর দ্যাখা হলে আমরা কেন জিজ্ঞাসা করছি :
কেমন আছেন?
আমরা কেন জিজ্ঞাসা করছি না : আন্দোলন কতোদূর?
হরতালে 'নিখিল' ফাটবে?
আমরা কেন জিজ্ঞাসা করছি না : সামরিক না জনতা?
কোন পক্ষ? ধনী না মানুষ?

২৪.০২.৮৪ কবি জসীমউদ্দীন হল ঢাকা

প্রতিবাদ পত্র : ১৪ই ফেব্রুয়ারী '৮৩

আমি তোমাকে আর মিথ্যুক বলতে চাই না,
তোমাকে বলতে চাই স্বৈর-সরকারী প্রেসনোট।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি তোমাকে মীরজাফর বলতে চাই না,
তোমাকে বলতে চাই মধ্যবিত্ত রাজনীতিবিদ।

কোনো প্রতিশ্রুতি তুমি কখনো রাখোনি বোলে
আজ আর কোনো কষ্ট, কোনো ক্ষোভ কাতর করে না,
আমি ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতাহীন বুর্জোয়া
খল নেতৃত্বের সকল প্রতিশ্রুতির কথা ভাবি,
আন্দোলনের তাজা রক্তে পা ভিজিয়েও যারা সব
মসনদে মেতে আছে লোভাতুর কুকুরের মতো।

তোমাকে এখন প্রতারক বলতে চাই না,
তোমাকে বলতে চাই ক্লেদ, সাম্প্রদায়িক শকুন—
যারা মুখে ধর্ম আর মহান শান্তির কথা বলে
অথচ সমস্ত কাজ করে তারা ধর্মের বিরুদ্ধে।

এখন তোমাকে আর ঘৃনা করতে চাই না,
আমি থুতু দিতে চাই জলপাই বাহিনীর মুখে—
যারা শিশু একাডেমী, নীলক্ষেত বুকে ভিজিয়েছে,
যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়েছে গুলিবিদ্ধ লাশ,
বুটের তলায় পিষে যারা খুন করেছে মানুষ,

আজ সেই জলপাই বাহিনীর রক্ত নিতে চাই।।

১৭.০২.৮৩ বালবাগ ঢাকা

লাশগুলো আবার দাঁড়াক

বৃষ্টি হলে মাটি কাঁপে, লাশগুলো আবার দাঁড়াতে চায়।
হাত বাঁধা, চক্ষু বাঁধা, বেয়নেটে ছিন্নভিন্ন দেহ—
লাশগুলো আবার দাঁড়াতে চায়।

আপন খুলির দিকে চেয়ে থাকে অন্ধকার চোখ,
আপন হাড়ের দিকে চেয়ে থাকে বিষন্ন সকেট।
বৃষ্টি হলে মাটি কাঁপে,
বৃষ্টির সুগন্ধ পেয়ে জেগে ওঠে লাশের কাঠামো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিচিত শেয়ালেরা সারারাত হল্লা কোরে ফেরে,
উপরে শকুন ডাকে, শকুনের এখনো সুদিন।
মাংশের ঢেকুর তুলে নেড়িকুত্তা বেঘোরে ঘুমায়—
মাটি কাঁপে, লাশগুলো আবার দাঁড়াতে চায়।

মাটি কাঁপে . . .
কবরের মাটি ফুঁড়ে অশনাক্ত লাশের কোরাস
সহসা খামচে ধরে চাঁদের চিবুক—
আমাকে শনাক্ত করো হে যৌবন, যুদ্ধের সন্তান,
আমাকে শনাক্ত করো স্বদেশের দগ্ধ কৃষ্ণচূড়া।

এদেশের গঞ্জে গ্রামে শকুনের এখনো সুদিন—
মাটি কাঁপে, বৃষ্টি হোক, লাশগুলো আবার দাঁড়াক।।

১৮.১০.৮৩ কবি জসীমউদ্দীন হল ঢাকা

মুখোমুখি

আমরা কথা বলতে চাই
আমরা আমাদের ক্ষুধার কথা বলতে এসেছি,
আমরা কথা বলবো।

তোমরা সঙিন উঁচিয়ে আছো
তোমরা রাইফেল তাক কোরে রেখেছো
তোমরা অস্ত্রধারী পাণ্ডা লেলিয়ে দিয়েছো—
মিছিলের পরে ট্রাক চালিয়ে দিয়েও
আমাদের ফেরাতে পারোনি।

আমরা আমাদের বস্ত্রহীনতার কথা বলতে এসেছি,
আমরা কথা বলবো।

লাঠিচার্জ আমাদের ফেরাতে পারেনি
কাঁদানে গ্যাস আমাদের ফেরাতে পারেনি
রাইফেল আমাদের ফেরাতে পারেনি
মেশিনগান আমাদের ফেরাতে পারেনি—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা এসেছি,
আমরা আমাদের গৃহহীনতার কথা বলবো।

কৃষক তোমাদের পক্ষে যাবে না
শ্রমিক তোমাদের পক্ষে যাবে না
ছাত্র তোমাদের পক্ষে যাবে না
সুন্দর তোমাদের পক্ষে যাবে না
স্বপ্ন তোমাদের পক্ষে যাবে না—

তারা সকলেই কষ্টে আছে
তারা সকলেই অনটনে আছে
তারা সকলেই বিক্ষোভের হাত তুলেছে।

তোমাদের পক্ষে যাবে কুকুর
তোমাদের পক্ষে যাবে সুবিধাভোগী
তোমাদের পক্ষে যাবে বিত্তবান নেকড়েরা।

বৃক্ষ তোমাদের অভিশাপ দিচ্ছে
শস্য তোমাদের অভিশাপ দিচ্ছে
রক্ত তোমাদের অভিশাপ দিচ্ছে
তোমাদের অভিশাপ দিচ্ছে পৃথিবীর সমস্ত শিশুরা।

লক্ষ মৃত্যু আমাদের ফেরাতে পারেনি,
আমরা এসেছি।
আমরা আমাদের শিক্ষাহীনতার কথা বলবো
আমরা আমাদের চিকিৎসাহীনতার কথা বলবো
আমরা আমাদের গৃহহীনতার কথা বলবো
আমরা আমাদের বস্ত্রহীনতার কথা বলবো
আমরা আমাদের ক্ষুধা ও মৃত্যুর কথা বলবো।

আমরা তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা থেকে এসেছি
আমরা সিপাহী আন্দোলনের দুর্গ থেকে এসেছি
আমরা তেভাগার কৃষক, নাচোলের যোদ্ধা
আমরা চটকলের শ্রমিক, আমরা সূর্যসেনের ভাই
আমরা একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ থেকে এসেছি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাঁধে স্টেন, কোমরে কার্তুজ, হাতে উদ্যত গ্রেনেড—
আমরা এসেছি।।

২৮.০২.৮৪ লালবাগ ঢাকা

পাকস্থলি

আমার ঘরে আগামিকাল চাল ফুরোবে
আমার ঘরে আগামিকাল ডাল ফুরোবে—
আমার এখন ভাতের দাবি।
সব মিছিলেই এখন আমার ক্ষুধার দাবি
সব মিছিলেই এখন পাকস্থলির দাবি।

লক্ষ টাকায় শোভন হচ্ছে বিত্তবানের বিলাস-কক্ষ,
সর্বহারার মলিন বক্ষ লক্ষ্য করছে লক্ষ টাকায়
পোষা সৈন্য, শান্তিরক্ষী, প্রতিরক্ষার অস্ত্র-বুলেট।
লক্ষ টাকার খাবার উড়ছে মার্সিডিজের নীলাভ ধোঁয়ায়—

আমার এখন ভাতের দাবি, আমার পাকস্থলির দাবি,
আমি দক্ষিন-বাম বুঝি না, ট্রাম বুঝি না,
নির্বাচনের চার্ম বুঝি না—
আমার এখন ভাতের দাবি।

অনেক তর্ক টেবিল জুড়ে চলো তো ভাই,
অনেক হলো মেরুকরন, গনতন্ত্র পুনরুদ্ধার
অনেক হলো।
অনেক অস্ত্রবাজীর খেলা, অনেক চমক,
অনেক প্রতিবাদের সভা, বারোই দিবস, তেরোই দিবস,
অনেক স্মৃতিচারন মেলা, স্বৈরতন্ত্র হলো তো ভাই,
অনেক হলো বুট-রাইফেল ঘষা-মাজা।
চোপ হালারা . . .

আমার এখন ভাতের দাবি, আমার পাকস্থলির দাবি।।

১৮.০২.৮৪ মুহম্মদপুর ঢাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প

তাঁর চোখ বাঁধা হলো।
বুটের প্রথম লাথি রক্তাক্ত করলো তার মুখ।
থ্যাতলানো ঠোঁটজোড়া লাল রক্তে একাকার হলো,
জিভ নাড়তেই দুটো ভাঙা দাঁত ঝ'রে পড়লো কংক্রিটে।
মা . . . মাগো . . . চেঁচিয়ে উঠলো সে।

পাঁচশো পঞ্চান্ন মার্কা আধ-খাওয়া একটা সিগারেট
প্রথমে স্পর্শ করলো তার বুক।
পোড়া মাংসের উৎকট গন্ধ ছড়িয়ে পড়লো ঘরের বাতাসে।
জ্বলন্ত সিগারেটের স্পর্শ
তার দেহে টসটসে আঙুরের মতো ফোস্কা তুলতে লাগলো।

দ্বিতীয় লাথিতে ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে গেলো দেহ,
এবার সে চিৎকার করতে পারলো না।

তাকে চিৎ করা হলো।
পেটের উপর উঠে এলো দুইজোড়া বুট, কালো ও কর্কশ।
কারন সে তার পাকস্থলির কষ্টের কথা বলেছিলো,
বলেছিলো অনাহার ও তৃষ্ণার কথা।

সে তার দেহের বস্ত্রহীনতার কথা বলেছিলো।
বুঝি সে-কারণে
ফর ফর করে টেনে ছিঁড়ে নেয়া হলো তার স্কার্ট।
প্যান্ট খোলা হলো। সে এখন বিবস্ত্র, বীভৎস।

তার দুটো হাত—
মুষ্টিবদ্ধ যে হাত মিছিলে পতাকার মতো উড়েছে সক্রোধে,
যে-হাতে সে পোস্টার সেঁটেছে, বিলিয়েছে লিফলেট,
লোহার হাতুড়ি দিয়ে সেই হাত ভাঙা হলো।
সেই জীবন্ত হাত, জীবন্ত মানুষের হাত।

তার দশটি আঙুল—
যে-আঙুলে ছুঁয়েছে সে মার মুখ, ভায়ের শরীর,
প্রেয়সীর চিবুকের তিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে-আঙুলে ছুঁয়েছে সে সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিত সাথির হাত,
স্বপ্নবান হাতিয়ার,
বাটখারা দিয়ে সে-আঙুল পেষা হলো।
সেই জীবন্ত আঙুল, মানুষের জীবন্ত উপমা।

লোহার সাঁড়াশি দিয়ে,
একটি একটি কোরে উপড়ে নেয়া হলো তার নির্দোষ নোখগুলো।
কী চমৎকার লাল রক্তের রঙ।

সে এখন মৃত।
তার শরীর ঘিরে থোকা থোকা কৃষ্ণচূড়ার মতো
ছড়িয়ে রয়েছে রক্ত, তাজা লাল রক্ত।

তার থ্যাতলানো একখানা হাত
প'ড়ে আছে এদেশের মানচিত্রের উপর,
আর সেই হাত থেকে ঝ'রে পড়ছে রক্তের দলিত লাভা—

১৩.০২.৮৪ কবি জসীমউদ্দীন হল ঢাকা

পোস্টমর্টেম

আর কিছু নয়, এসো শুধু চানাচুর নিয়ে আলোচনা করি,
মচমচে চানাচুর হচ্ছে এখন সবচে' নিরাপদ খাদ্য।
শবমেহের প্রসঙ্গে অনায়াসে আমরা এখন
কথা বলতে পারি এবং তা চানাচুরের মতোই নির্দোষ—

তার রমনে অনুপযুক্ত কিশোরী শরীর,
বহুজাতিক কোম্পানীর হাতে ছিন্নভিন্ন হচ্ছে
এসবই এখন সবচেয়ে উপভোগ্য বিষয়।

এখন আমরা ভেতরটাও খুলে ফেলতে পারি,
আমরা আলোকপাত করতে পারি আমাদের
খুব ভেতরের ইচ্ছাগুলোর উপর।

একটি কিশোরী-শরীরে রমনের তীব্রতম সাধ
কবে কোন পুরুষের জাগে নাই রক্তের ভেতর!
এসো এখন আমার পরস্পরের প্রতি আলোকপাত করি—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

: সংবাদপত্রে শবমেহেরের মৃত্যুসংবাদ পাঠ করতে করতে
একটি কিশোরী রমনের তৃষ্ণায়
আমি খুব কাতর হয়ে পড়ছিলাম।

: আমারও তেমি—একবার মনে হয়েছিলো
আহা, আমি যদি শবমেহেরের প্রথম ধর্ষনকারী হতাম!
একবার, একবারই মনে হয়েছিলো।

: আমি আমার ভেতরে খুব কান্নার কষ্ট অনুভব করেছিলাম।

: আমার একবার পাখি হতে ইচ্ছে হয়েছিলো।

: দৈনিক বাংলার সামনে গায়ে আগুন লাগিয়ে
পুড়ে মরতে ইচ্ছা হয়েছিলো আমার

: আহা আমি যদি শবমেহের হতে পারতাম . . .

আমরা কি পরস্পরের ইচ্ছাগুলোর উপর
আলোকপাত করছি?
আহা আমাদের ইচ্ছাগুলো
আহা আমাদের অপূর্ন গোপন ইচ্ছাগুলো!
তোমাদের জন্যে আমরা এক মিনিট দাঁড়িয়ে
নিরবতা পালন করছি।।

০৪.০৫.৮৫ মুহম্মদপুর ঢাকা

AMARBOI.COM

সশস্ত্রবাহিনীর প্রতি

দাঁড়াও, নিজেকে প্রশ্ন করো—কোন পক্ষে যাবে?

রাইফেল তাক কোরে আছো মানুষের দিকে।
সঙ্গিন উঁচিয়ে আছো ধূর্ত নেকড়ের মতো।
পায়ে বুট, সুরক্ষিত হেলমেটে ঢেকে আছো মাথা।
সশস্ত্র তোমার হাত, সংগঠিত, কে তোমাকে ছোঁয়!

তোমার বুলেট মানুষের বুক লক্ষ্য কোরে ছুটে যাচ্ছে
তোমার বুলেট মানুষের মাথার খুলি উড়িয়ে নিচ্ছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার বুলেট মানুষের হৃদপিণ্ড স্তব্ধ কোরে দিচ্ছে
তুমি গুলি ছুঁড়ছো, তুমি গুলি ছুঁড়ছো মানুষের দিকে।

যে মানুষের মধ্যে কেউ একজন তোমার ভাই
যে মানুষের মধ্যে কেউ একজন তোমার পিতা
যে মানুষের মধ্যে কেউ একজন তোমার বোন
যে মানুষের মধ্যে কেউ একজন তোমার ছেলে
সেই মানুষের দিকে তোমরা টার্গেট প্রাক্টিস করছো . . .

দাঁড়াও, নিজেকে প্রশ্ন করো—কোন পক্ষে যাবে?

প্রকৃতির ভেতরে তাকাও, দ্যাখো, আলো এবং অন্ধকার দুটি পক্ষ
নিসর্গের ভেতরে তাকাও, দ্যাখো, পানি এবং মাটি দুটি পক্ষ
পৃথিবীর ভেতরে তাকাও, দ্যাখো, শোষিত এবং শোষক দুটি পক্ষ
মানুষের ভেতরে তাকাও, দ্যাখো, গরীব এবং বুর্জোয়া দুটি পক্ষ
এদেশের ভেতরে তাকাও, দ্যাখো, পঁচাশি এবং পনেরো দুটি পক্ষ

দাঁড়াও, নিজেকে প্রশ্ন করো—কোন পক্ষে যাবে?

এদেশের আশি যোগ পাঁচ জন এখনো ক্ষুধার্ত প্রানী
অর্থাৎ এখনো মানুষ নয় তারা এখনো মানবেতর,
তারা এমন কি দরিদ্রও নয়, দারিদ্র-সীমার নিচে।
ক্ষুধার আঘাতে পঙ্গু, বস্ত্রহীন, উদ্বাস্তু-উন্মূল এই
আশি যোগ পাঁচ জন স্বপ্নাহত, নিস্ব, মুমূর্ষু মানুষ—
এই মানুষের দিকে তোমরা টার্গেট প্রাক্টিস করছো।

দাঁড়াও, নিজেকে প্রশ্ন করো—কোন পক্ষে যাবে?

তুমি সেই আশি যোগ পাঁচজন মানুষের ছেলে—
তোমার পিতা একজন চাষা, ক্ষেতে লাঙ্গল চালায়
তোমার পিতা একজন শ্রমিক, মিলে গতর খাটায়
তোমার পিতা একজন মজুর, একজন কর্মচারী
তোমার পিতা একজন পিয়ন, রেলশ্রমিক, কেরানি
তোমার পিতা একজন বাসশ্রমিক, বেশ্যার দালাল
তোমার পিতা একজন স্কুলশিক্ষক, রিকশাওয়ালা—
তোমাদের পিতার পাঁজরে তোমরা টার্গেট প্রাক্টিস করছো . . .

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাঁড়াও, নিজেকে প্রশ্ন করো—কোন পক্ষে যাবে?

সীমান্ত রক্ষার নামে তৈরি করা হয়েছে তোমাকে,
সার্বভৌমত্বের নামে অস্ত্র দেয়া হয়েছে তোমাকে,
শৃংখলা রক্ষার নামে তৈরি করা হয়েছে তোমাকে,
আইন রক্ষার নামে অস্ত্র দেয়া হয়েছে তোমাকে।

সীমান্ত রক্ষাও নয়, সার্বভৌমত্বও নয়, শুধুমাত্র পুঁজি,
শুধুমাত্র পুঁজিবাদ রক্ষাই এখন তোমাদের মৌল কাজ।
তোমরা এখন বিত্তের পাহারাদার, বিত্তবানের প্রহরী,
বিত্তবান তোমাকে ব্যবহার করছে তার বিত্তের সপক্ষে।

বিত্তের বিরুদ্ধে তাই যখন শ্লোগান ওঠে শহরে ও গ্রামে,
যখন মিছিল নামে রাজপথে মানুষের দাবির মিছিল,
যখন মিছিল নামে রাজপথে মানুষের ক্ষুধার মিছিল—

তখন তোমার হাতে গর্জে ওঠে স্টেন্ড রাইফেল,
তুমি ব্যবহৃত হও নিরুপায় হাতিয়ার হও।
তোমার হাতের ভেতরে তখন শোষকের হাত।
তোমার আঙুল, সে তখন খুনী জান্তার আঙুল।
তোমার সুশিক্ষিত পা, সে তখন স্বৈরাচারের পা।
তোমার চোখ তখন এক ঘাতকের খল চোখ।
তোমার জিভ তখন এক ঘৃন্য দুর্বৃত্তের জিভ।

দাঁড়াও, নিজেকে প্রশ্ন করো—কোন পক্ষে যাবে?

একদিকে বিত্তবান,
অন্যদিকে বিত্তহীন ক্ষুধার্ত মানুষ।
একদিকে পুঁজিবাদ,
অন্যদিকে সাম্যবাদী শান্তির সমাজ।
ইতিহাস সাক্ষী দ্যাখো, অনিবার্য এ-লড়াই— কোন পক্ষে যাবে??

২৮.০৩.৮৪ মিঠেখালি বাগেরহাট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চরিত্র বদল

আমার রক্তে বৈরাগ্য,
আমি তাকে সামাজিক কোরে তুলতে চাই।
আমি চাই সে সামাজিক মানুষের মতো দাবি করুক।

দাবি করুক সে তার স্বপ্নের স্বাধীনতা,
আমি চাই সে শিখুক সামাজিক ক্রোধ,
ঈর্ষা শিখুক সে, শিখুক শ্রেনীর ঘৃনা।

আমার রক্তে স্বাধীনতা,
আমি চাই সে অধীনতা শিখুক,
অন্তত নিজেকে মানুক সে।
আমি চাই সে শৃংখলের বীজ বপন করুক,
নিজের ভেতরে বুনুক সে রক্তকরবীর গাছ।

আমার রক্তে নিসঙ্গতা,
আমি চাই সে সঙ্গময় হয়ে উঠুক,
হয়ে উঠুক হিংস্র হাঙরের দাঁত।
আমি চাই সে শ্রেনীহিংসায় জ্বলে উঠুক।

আমার রক্তে উৎসব,
আমি চাই সে উৎসবহীন হোক
হোক সে অঘ্রনী হত্যার কুঠার,
আমি চাই সে স্ফুলিঙ্গ হয়ে উঠুক।

আমার রক্তে অন্ধকার,
আমি চাই সে আলোকিত হোক,
আমি চাই সে অগ্নিময় হোক।
হোক সে দ্বন্দ্বময় মানুষের ইতিহাস।।

২১.০৪.৮৪ মিঠেখালি বাগেরহাট

সোমনা : ১৯৮৪

আমাদের নাগরিকবৃন্দ
মলমূত্র ছাড়া আর কোনো ত্যাগেই উৎসাহী নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের কৃষিমন্ত্রীর সাথে
আমাদের কোনো কৃষকের কখনোই দ্যাখা হয় না।
আমাদের শ্রমমন্ত্রী
শারীরিক কোনো শ্রমের সাথেই জড়িত নয়।
আমাদের শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষক নয়।
আমাদের খাদ্যমন্ত্রী নিজের খাদ্যের ব্যাপারেও উদাসিন।

আমাদের সেনামন্ত্রী
সৈন্য পরিচালনার চেয়ে বেশি পছন্দ করেন কবিতা লিখতে।
তিনি বেশি উৎসাহ বোধ করেন রাজ্য পরিচালনায়।
আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর মস্তিষ্কের চিকিৎসা প্রয়োজন।

আমাদের জলমন্ত্রী
একবার নদীপথে ভ্রমন করেছেন তেষট্টি মাইল—
নদী তাকে মুগ্ধ করেছে।
আমাদের অরন্যমন্ত্রীর অরন্যভীতি
জনপ্রিয় আড্ডার বিষয়।

একজন সাংবাদিক আমাদের প্রধান কবি।
একজন আমলা আমাদের শিল্পকলার খবরদারি করছেন।
আমাদের সৃজনশীলতা নিয়ন্ত্রন করছেন বন্ধ্যা একটি লোক।

আমাদের প্রশাসন মৌলিক কাজের ব্যাপারে আস্থাহীন।
আমাদের দক্ষ ব্যবসায়ী শুধুমাত্র ব্যবসায়ীই নয়
তিনি একজন চলচ্চিত্র নির্মাতাও।

আমাদের শ্রম-বিভাগ ত্রুটিপূর্ন।
অযৌক্তিক আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি।
আমাদের রাজনীতি সুবিধাবাদের দখলে।

শান্তিরক্ষা বাহিনীর বিশেষ প্রযত্নে
বেঁচে আছে আমাদের আবহমান অন্ধকার।
আমাদের আইনের গৃহগুলো
আইনহীনতার প্রকাশ্য দৃষ্টান্ত এখন।

আমরা এই নৈরাজ্যের অবসান চাই—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা চাই
কৃষক ফিরে পাক তার শ্রমের সকল উপাদান।
নির্মাতা ফিরে পাক তার নির্মানের উপাদানসমূহ।
চিকিৎসক ফিরে পাক তার শুশ্রূষার স্বপ্ন।
শিল্পী ফিরে পাক তার স্বপ্নের স্বাধীনতা।
শিক্ষক ফিরে পাক তার শিক্ষার বাসনা।

আমরা এই দুঃস্বপ্নের অবসান চাই
আমরা এই দুর্ভাবনার অবসান চাই
আমরা এই দুর্ব্যবস্থার অবসান চাই।।

২১.০৪.৮৪ মিঠেখালি বাগেরহাট

এই রক্ত আগুন জ্বালাবে

আগুন জ্বালাবে এই গুলিবিদ্ধ মানুষের বুক,
এই রক্ত আগুন জ্বালাবে।
শৃংখল ছিঁড়বে এই টানে চাপা যুবকের হাড়,
এই রক্ত আগুন জ্বালাবে।

দেয়াল ভাঙবে এই বুটে পোষা তরুনীর দেহ,
এই রক্ত আগুন জ্বালাবে।

শোষন হটাবে এই গুলিবিদ্ধ শ্রমিকের লাশ,
এই মৃত্যু আগুন জ্বালাবে।

গ্রেনেড ফাটাবে এই ক্ষুধাজীর্ন দলিত মানুষ
এই মৃত্যু আগুন জ্বালাবে।

কুয়াশা ছিঁড়বে এই কৃষকের প্রানবন্ত চোখ,
এই স্বপ্ন আগুন জ্বালাবে।

২৪.১২.৮৪ মুহম্মদপুর ঢাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালোকাঁচ গাড়ি

কে যায়? কি যায়? ওই কালোকাঁচ গাড়ির ভিতর?
কতোটা আড়াল প্রয়োজন আরো কতোটা নেকাব?

উঁচু দেয়ালের নিভৃত আড়ালে মখমল গৃহ,
মখমল দেহে পৌঁছতে পারে না এমন কি ধুলো,
তারও পরে তুক, প্রতারক তুকে নিবিড় মুখোশ–
আড়ালেই বাড়ে বিষবৃক্ষের প্রশাখা শিকড়।

কি লুকোতে চাও কালোকাঁচে ঢাকা গাড়ির ভিতর?
ঘাতকের চোখ? প্রতারক মুখ? নীল হিংস্রতা?
কি লুকোতে চাও? নোখ ও নোখের বুনো ব্যবহার?
কাটা জিভখানা, চর্বিল তনু কি লুকোতে চাও?
কালোকাঁচ গাড়ি কি লুকোতে চাও নিজের ভেতরে!

কালোকাঁচে ঢাকা ব্যবসায়ী মুখ, সামাজিক নারী,
কালোকাঁচে ঢাকা দল বদলানো মন্ত্রীর মুখ,
বণ্টন নীতি, সমুদ্রসীমা, ভূমি ও আকাশ,

কালোকাঁচে ঢাকা গনিকার লাল সুরম্য ঠোঁট,
কালোকাঁচে ঢাকা জীবনের কালো এপিঠ ওপিঠ।

কালোকাঁচ গাড়ি কি লুকোতে চাও হননের হাত?
লোভে কামনায় লালায়িত লোল পুঁজ পচা মুখ?
কি লুকোতে চাও কালোকাঁচ গাড়ি পাশবিক থাবা??

১৬.১১.৮৫ রাজাবাজার ঢাকা

আল্লাহতালার হাত

'আল্লাহতালার হাতে মানুষের তামাম ঘটনা।'
সে হাত কেমন হাত? প্রশ্ন করে আজ এক শিশু,
প্রশ্ন তার মগজের সূক্ষ্মতম এলাকায় জ্বলে,
আল্লাহতালার হাত—জ্বলে এক প্রশ্নের প্রদীপ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাত খুঁজে ফেরে শিশু, হাতড়ায় মাথার ভিতর—
বুঝিবা জীবন দীর্ঘ সেই হাত, চওড়া জীবন!
হয়তো নিটোল শাদা, কিংবা কালো, ভয়ানক কালো!
না-কি ঘন নীল রঙ নীলিমার মতো! না-কি লাল!

বিচিত্র বিভিন্ন হাত ঘোরে এসে শিশুর খুলিতে,
বিষণ্ণ বিবর্ন হাত অধিকাংশ বিচিত্র রঙিন,
বিমূর্ত বিলুপ্ত হাত ঝলোমলো অবয়বহীন।
শিশুর মগজে ভাসে অবিরল হাতের সিরিজ।

অসংখ্য টুকরো হয়ে হাত ভাঙে আয়নার মতো,
লক্ষ লক্ষ হাত, টুকরো টুকরো হাত, ভাঙা হাত,
হাতের মিছিল নামে শিশুটির মাথার সড়কে।
লক্ষ হাত মুষ্টিবদ্ধ, নির্যাতিত মানুষের হাত . . .

আল্লাহতালার হাত খুঁজে পায় অমলিন শিশু,
মানুষেরা খুঁজে পাবে কবে ওই গুণ হাতখানা?

০৩.০৬.৮৩ মোংলা বন্দর

নৈশভোজ '৮৩

সামরিক ডিনার টেবিলে সুধীবৃন্দ উপস্থিত,
মজাদার পানাহার, অতিথিরা সবাই সজ্জন।
কেউ মন্ত্রী, ব্যবসায়ী কেউ কেউ ঘোড়েল আমলা,
প্রাক্তন গেরিলা কেউ, কেউ, বাম, দলত্যাগী নেতা।
সবার মসৃন ত্বক, তেলমাথা, মজবুত খুঁটি,
দিনে প্রতিপক্ষ আর রাতে ফেরে একই প্রাসাদে।

টেবিলের পূর্নিমা-শাদার 'পরে সাজানো খাবার—
চাষার চামড়া দিয়ে তৈরি-করা মোঘল-পরোটা,
রক্তের হালুয়া আর শ্রমিকের যক্ষা, সিফিলিস।
ধর্ষিতা নারীর সুপ, কাটামাথা অজ্ঞাতনামার।
নিহত ছাত্রের লাশ, গুলিবিদ্ধ, রক্ত মাটি মাখা,
বুলেটের কোর্মা আর বুটে পেষা শিশুর কাবাব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডিসজোড়া চমৎকার নিহত জয়নালের রোস্ট,
আধাসিদ্ধ গনতন্ত্র আর তাজা মানুষের জিভ,
ভয়ানক চেয়ে থাকা পুলিশের উপড়ানো চোখ—

ডিনার টেবিল জুড়ে মনোরম খাদ্য আয়োজন।।

১২.১০.৮৩ মুহম্মদপুর ঢাকা

নপুংশক কবিদের প্রতি

শিল্পহীনতাই এতো বেশি নারী-নিমগ্ন করেছে
তোমাদের অক্ষম সঙ্গম তৃষ্ণা, শিথিল শরীর
টেনে নিয়ে গেছে ওই রমনীর চুলের খোঁপায়।
ঢেকেছো অক্ষম সাধ তোমাদের শব্দে, উপমায়।

সহস্র মৃত্যুর মধ্যে গেয়ে ওঠো রমন সঙ্গিত,
জ্বলন্ত ক্ষুধার রাজ্যে স্বপ্নে দ্যাখো পুষ্পের পেখম।
রাজপথে গুলিবিদ্ধ লাশ রেখে হোটেলের ঘরে
জ'মে ওঠে তোমাদের লাস্যময় কবিতা উৎসব।

শুধু ফুল দ্যাখো, শুধু নারী দ্যাখো, স্তন দ্যাখো শুধু,
তোমরা দ্যাখো না রক্ত, মানুষের মৃত্যুর মিছিল,
তোমরা দ্যাখো না ক্ষুধা জরাজীর্ন পতিত জীবন,
ট্রাকের চাকায় পেষা মাংসপিণ্ড তোমরা দ্যাখো না।

জীবন দেখতে যাও টার্মিনালে, খানকি পাড়ায়
বেশ্যার নাভির নিচে খুঁজে ফেরো শিল্পের আরক—
অথচ সে-জীবনের জন্যে কোনো পক্ষপাত নেই,
সেই কষ্টের বিপক্ষে কোনো বাক্য নেই তোমাদের।

তোমাদের শিল্প মানে ইঁদুরের গর্তে পলায়ন,
তোমাদের শিল্প মানে হিজড়ার অক্ষম রমন।
তোমাদের শিল্প হলো প্রতারনা, শব্দের জোচ্চুরি,
তোমাদের শিল্প হলো অন্ধকারে আঁধার সন্ধান।

শোষক চায় না হোক জীবনের প্রকৃত প্রকাশ,
আঁধার-ইটের নিচে চাপা থাক জালি ঘাসগুলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেহের গ্যাংগ্রিন থাক মনোরম পোষাকের তলে,
ক্ষুধার্ত মানুষগুলো পূর্নিমার খোয়াব দেখুক।

তোমাদের ইচ্ছা তাই, তোমাদের একই বাসনা,
তোমরা ঢাকতে চাও হৃদয়ের ব্যাকুল বিক্ষোভ,
তোমরা লুকোতে চাও ক্লান্তি, কষ্ট, বুকের চিৎকার—
চিত্রকল্প, উপমায় তোমরা ঢাকতে চাও ক্ষুধা।

এ-বিপুল পৃথিবীর আর কিছু নয়, হতভাগা,
শুধু ফুল, লতাপাতা, শুধু নারী তোমরা চিনেছো,
মূর্খের সংকীর্ন চোখ, সেই চোখ তোমাদের চোখে।
মধ্যযুগ চলে গেছে, প'ড়ে আছো সময়ের মল—

তোমরা রয়েছো প'ড়ে জঞ্জালের অবশিষ্ট স্মৃতি,
সাম্রাজ্যবাদের পুঁজ, সভ্যতার সর্বনাশা ক্ষতি।
আজ আঁস্তাকুড়েও নেই তোমাদের নির্ধারিত ঠাঁই,
প'ড়ে আছো পচা ঘায়ে মৃত সব মাছির মতোন।

মিছিল এগিয়ে যায় মানুষের স্বপ্নের মিছিল,
তোমরা পেছনে বোসে বুঁচে চলো নিজের কবর।
অক্ষমতাগ্রস্ত কবি, বড়ো অবশেষে তোমাদের
'পুরুষরক্ষা সমিতি' ছাড়া কি আর করার আছে? ?

২৯.০৩.৮৪ মিঠেখালি বাগেরহাট

ইটের নিসর্গ

ইটের নিসর্গ এই নগরের নিখুঁত কংক্রিটে
বিচিত্র বিপনিরাজি, আলো, পন্যে সুশোভিত শাখা,
অক্ষয় বটের মতো কক্ষময় দীর্ঘ ইমারত,
পথপার্শ্বে পানশালা, লাস্য-গানে পরিপূর্ন নীড়।

চিত্রল হরিন যেন প্রসাধনে দীপ্যমান নারী,
উজ্জ্বল ত্বকের পরে ফ্লুরোসেন্ট আলোর ঝলক,
তরঙ্গ-সংকুল তনু তৃষ্ণাময় তুমুল জোয়ারে।
পুরুষের ব্যাগ্র প্রানে বেসামাল ব্যাকুল বাসনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্রুতযানে ধাবমান সেনাপতি, অমাত্য, কোটাল,
লস্কর, তস্কর আর নগরের বনিক, স্থপতি,
মূল্যবান পরিধান, সৌমকান্তি নারী ও পুরুষ—
শ্রেনীর সৌভাগ্য-সিঁড়ি এরা খুঁজে পেয়েছে সবাই।

বিজ্ঞাপিত অঙ্গসহ ভ্রাম্যমান নগর-গনিকা,
নাভিতে কস্তুরি যেন অরন্যের অবাক হরিন।
হোটেলের নাচঘরে পেয়ালার উপচানো সুরা,
উপচানো সচ্ছলতা শরীরের মেদে ও চর্বিতে।

বিত্তের চূড়ায় বন্দি ভাগ্যবান লোভন মানুষ,
জনতার জঘন্য মিতালি থেকে দূরের সড়কে
গড়েছে সুরম্য খাঁচা, আবাসিক নিসঙ্গ প্রাসাদ,
গড়েছে বিচ্ছিন্ন দ্বীপ, মনোরম নাগরিক ব্যাধি।

সচ্ছল বধূরা ঘরে ক্লান্তিপিষ্ট, নিসঙ্গ কাতর,
কেউ নারী-স্বাধীনতা, কেউ কেউ নীরের মুরিদ,
সভাসমিতির ভিড়ে ব্যস্ত কেউ সমাজসেবায়,
কেউ পরকিয়া প্রিয়, সমকামে সমাহিত কেউ।

স্বেচ্ছাচারী পুরুষেরা নগরের রঙিন গুহায়
বিচিত্র বিকৃতি আর কামনার অন্তহীন ক্লেদে
রেখেছে স্বজাতি কোরে নারকীয় নষ্ট অন্ধকার,
রেখেছে সাজিয়ে পাপ, অনাচার সুদৃশ্য মোড়কে।

যতোটা উজ্জ্বল আলো ততো ম্লান সততার দীপ,
বড়ো ক্ষীন মননের স্নিগ্ধ বোধ, সৃজনশীলতা।
সাহিত্যে আমলাবাদ, রাজনীতি মূর্খের দখলে,
সঙ্গিতেও ষাঁড়তন্ত্র, চলচ্চিত্র গাধার খোঁয়াড়।

বিশাল বৃক্ষের নিচে বুনোঘাস, আগাছার মতো
অট্টালিকা ঘিরে আছে বস্তিরাশি, মানুষের ঘর,
শ্রীহীন বীভৎস নীড়, কদাকার ইতর মানব—
ইহারা পায়নি খুঁজে সৌভাগ্যের গুপ্ত লুব্ধ সিঁড়ি।

প্রাচুর্যের রোষ আর কোটালের কুটিল ভ্রূকুটি
সহজে উপেক্ষা কোরে ইমারতে কঠিন শিকড়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেড়েছে অক্ষয় বট, জরাজীর্ন ভাগ্যহীন প্রানী।
এদের যুবতী গেছে পন্য হয়ে বিভিন্ন প্রাসাদে।

এদের কিশোর, শিশু প্রাসাদের আনাচে কানাচে
কুকুর, কাকের মতো খুঁজে খুঁজে মরেছে খাবার।
শ্রমের শোনিত ছাড়া অট্টালিকা কখনো ওঠে না,
এদের যুবক গেছে রক্ত দিতে দালানের ভিতে।

এদের তরুনী দেহ, পরিপুর্ন নিটোল যৌবন,
দিয়েছে উজাড় কোরে সর্বশেষে কানাকড়িটিও।
গিয়েছে বিলাসকক্ষে বৃন্তচ্যুত গন্ধরাজ যেন
পুষ্পময় পানপাত্র তুলে দিতে সৌভাগ্যের হাতে।

উজ্জ্বল উৎসবে উষ্ণ, উৎকেন্দ্রিক, উটের উপমা
ইটের নিসর্গ এই প্রাচুর্যের প্রখর প্রকাশ।
নিয়মের নিয়ন্ত্রনে নিরুপায় নিসঙ্গ নগর,
তার সজ্জিত রাস্তায় আবিষ্কার করেছে এক প্রানী—
প্রকৃতির মতো নগ্ন, নারীত্বের অস্ত্রচিহ্নগুলো
ফুটে আছে নিষ্করুন পাঁজরের হাড়ের কুসুম,
উদ্ধত উদোম দেহ, জর্জরিত, বলি-রুক্ষ ত্বক,
ক্ষুধাজীর্ন, মেরুদণ্ড তবু তার উদ্যত সঙ্গিন।

চক্ষু ফেরাও কেন? তাকাও দ্যাখো হে সভ্য নগর,
হে সচেতন সভ্যতা, তোমার পুঁজি ও বিলাসের চিহ্ন,
তোমার বিজ্ঞান, তোমার অগ্রযাত্রার ইতিহাস
ধারন করেছে ওই নগ্ন, জীর্ন, ক্ষুধার্ত শরীর।

অধিকাংশ মানুষের একজন প্রতিনিধি ওই—
তাকাও, তাকাও, হে নগর তোমার সভ্যতা দ্যাখো।।

০৫.০৫.৮৪ মিঠেখালি বাগেরহাট

মিছিল

যে যাবে না সে থাকুক, চলো, আমরা এগিয়ে যাই।
যে-সত্য জেনেছি পুড়ে, রক্ত দিয়ে যে-মন্ত্র শিখেছি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ সেই মন্ত্রের সপক্ষে নেবো দীপ্র হাতিয়ার।
শ্লোগানে কাঁপুক বিশ্ব, চলো, আমরা এগিয়ে যাই।

প্রথমে পোড়াই চলো অন্তর্গত ভীরুতার পাপ,
বাড়তি মেদের মতো বিশ্বাসের দ্বিধা ও জড়তা।
সহস্র বর্ষের গ্লানি, পরাধীন স্নায়ুতন্ত্রীগুলো,
যুক্তির আঘাতে চলো মুক্ত করি চেতনার জট।

আমরা এগিয়ে যাবো শ্রেনীহীন পৃথিবীর দিকে,
আমাদের সাথে যাবে সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাস,
অনার্যের উষ্ণ লহু সংঘশক্তি, শিল্পে সুনিপুন
কর্মঠ, উদ্যমশীল, বীর্যবান শ্যামল শরীর।

আমাদের সাথে যাবে ক্ষেত্রভূমি, খিলক্ষেত্র, নদী,
কৃষি সভ্যতার স্মৃতি, সুপ্রাচীন মহান গৌরব।
কার্পাসের দুকুল, পত্রোর্ন আর মিহি মসলিন,
আমাদের সাথে যাবে তন্তু-দক্ষ শিল্পীর আঙুল।

দ্বিধাহীন ঋজু মাথা, চলো, আমরা এগিয়ে যাই,
সামন্ত জঞ্জালগুলো ঝেড়ে ফেলি বলিষ্ঠ আঘাতে।
সম্পর্কের বনেদি পোষাক আর বাতিল নিয়ম
ঝেড়ে ফেলি এসো আজ বৈষম্যের সকল ধারনা।

লক্ষ্যস্থির আমাদের, চলো, সামনে এগিয়ে যাই।
আমাদের সাথে যাবে তিতুমীর, সিপাহী বিপ্লব,
আমাদের সাথে যাবে অস্ত্রাগার দখলের হাত,
কালবোশেখির মতো রক্তবীজ, বিপুল উত্থান।

উত্তাল বাংলার রোষে ছিন্নভিন্ন বেনিয়া বৃটিশ,
বিলুপ্ত নীলের চাষ, পীড়নের দুইশো বছর।
শোষক বদলে যায়, টিকে থাকে শোষনের ফাঁদ,
মসনদে নব প্রভু জন্ম নেয় নোতুন শোষক।

চলো, আমরা এগিয়ে যাই। আমাদের সাথে যাবে
বায়ান্নর শহীদ মিনার, যাবে গন অভ্যুত্থান।
একাত্তুর অস্ত্র হাতে সুনিপুন গেরিলার মতো।
আমাদের সাথে যাবে ত্রিশ লক্ষ রক্তাক্ত হৃদয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শোষক বদলে যায়, টিকে থাকে শোষনের ফাঁদ,
টিকে থাকে শ্রেনীভেদ, ঘুনেজীর্ন সমাজ কাঠামো।
পতাকা বদলে যায়, বদলায় মানচিত্র-সীমা
টিকে থাকে গৃহহীন, বস্ত্রহীন ক্ষুধার্ত জীবন।

আমরা এগিয়ে যাই শ্রেনীহীন পৃথিবীর দিকে,
চলো, যে-হাত শ্রমের হাত, যে-হাত শিল্পের হাত,
যে-হাত সেবার হাত, সে-হাত সশস্ত্র করি, চলো,
আমরা সশস্ত্র হোই সমতার পবিত্র বিশ্বাসে।।

০১.০৪.৮৪ মোংলা বন্দর

অস্ত্র চাই

শুধু রক্তে আজ আর কৃষ্ণ চূড়া ফুটবে না ডালে।

প্রতিটি শিরায় বিষ, ভয়ানক বিষের তোবল,
অনু-পরমানু জুড়ে বিনাশের জটিল ছোবল,
শিকড়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে ভাঙছে ঘাতক লবন—
শুধু রক্তে আজ আর কৃষ্ণচূড়া ফুটবে না দেশে।

ওই যে-মিছিল যায় দুর্বিনীত ঘেরাও মিছিল
ওই যে-প্রবন্ধ যায় মানুষের গভীর প্লাবন
ওই যে-বিনাশ যায় মানুষের মৌলিক বিনাশ
ওই যে-নির্মান যায় জীবনের প্রকৃত নির্মান

তারো মূল ধ'রে টানে কতিপয় বেজন্মা কুকুর,
নিতে চায় ভুল পথে চোরাবালি, অন্ধ সাহারায়।

ওই যে যুবক বুকে বুলেটের দগদগে ক্ষত
ওই যে কিশোর খুলি উড়ে গেছে লুটানো রাস্তায়
ওই যে লাশের স্তূপ স্বদেশি বুটের তলে পেষা
ওই যে রক্তের দাগ, ভাঙা হাত, লাঞ্ছিত কুমারী
ওই যে হাজার হাত জুলুমের বিরুদ্ধে উঁচানো

তা-ও আজ বিক্রি হয়, দালালেরা একাজে নিপুন,
বিক্রি হয় অন্ধকারে মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের ঘিলু—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাংশের দোকানে আজ পেয়ে যাবে পণ্ডিতের কিমা,
বিশ টাকা সেরে পাবে তাজা মধ্যবিত্তের পাঁজর,
খাশির সিনার পাশে চমৎকার তরুনের রান,
নগরে বেশ্যার মতো পেয়ে যাবে নেতার কলিজা।

বিত্তের সামালে ব্যস্ত বিত্তবান বিভিন্ন ভেবাসে,
একবার সামরিক, একবার বিচিত্র সংসদ,
একবার গনতন্ত্র, একবার অন্যের সঙ্গিত—
মসনদে এক মুখ, হেলমেট ভিন্ন শুধু নাম।

শুধু রক্ত দিয়ে আজ পাল্টানো যাবে না জীবন,
শুধু রক্তে আজ আর কৃষ্ণচূড়া ফুটবে না ডালে।
শুধু মৃত্যু দিয়ে আজ পাল্টানো যাবে না আঁধার,
শুধু রক্তে আজ আর কৃষ্ণচূড়া ফুটবে না দেশে।

অস্ত্র চাই, অস্ত্র চাই, স্বপ্নবান অস্ত্র চাই হাতে।।

০৫.০৭.৮৩ সেনবাড়ি ময়মনসিংহ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পটভূমি

সুন্দর রক্তাক্ত হও, তিক্ততায় ভেঙে পড়ো, কাঁদো,
না হলে কখনো তুমি কবির বেদনা বুঝবে না।

জননীর জন্ম-প্রস্তুতির মতো
তুমি বুকে নাও নির্মানের দায়, সুকঠিন শ্রম,
গবাদি আক্রান্ত সব্জিবাগানের মতো তুমি তছনছ হও।
তোমাকে ছিঁড়ুক নোখ, দাঁতের তীক্ষ্ণতা,
না হলে কখনো তুমি কবির বেদনা বুঝবে না।

সুন্দর তুমিও ছিন্নভিন্ন হও, রিক্ত, বিপর্যস্ত হও,
কষ্টের করাল মেঘে ঢেকে যাক তোমার আকাশ,
ভেঙে পড়ুক স্বপ্নের পাড়, পোকায় আক্রান্ত হোক শস্য,
অন্ধকার গিলে খাক যাবতীয় আলোর কুসুম—
না হলে কখনো তুমি কবির বেদনা বুঝবে না।

দক্ষিনের বারান্দায় তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছো
সুন্দর, তোমাকে ছুঁয়ে যাচ্ছে বসন্ত ফেরত
বাতাসের স্নিগ্ধ ঠোঁট,
লুটিয়ে পড়ছে সূর্য স্বর্ণাভ তোমার পায়ের পাতায়
ফুল ফুটছে না, পাখিরা বিস্ময়ে ভুলে আছে গান—

তুমি ভেঙে পড়ো, ছিন্নভিন্ন হও, তুমি কাঁদো,
না হলে নিসর্গ স্তব্ধ হবে, প্রকৃতি হারাবে ধারাবাহিকতা।
আর একজন কবি কেবলি কাতর হাতে
জড়ো করতে থাকবে অলিখিত কুমারী কাগজ।।

০৯.০২.৮৭ রাজাবাজার ঢাকা

শিকল সামাজিক

ওই আঁটসাট ছোটো জামাটা
আমার গায়ে পরাবার চেষ্টা কোরো না।
আমাকে থাকতে দাও ঢিলেঢোলা
আমাকে খোলামেলা থাকতে দাও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমুদ্র থেকে উঠে আসছে যে নদী
পাখির মতো ডানা মেলে,
আমাকে সে নদীর মতো থাকতে দাও অফুরন্ত,
স্রোতের মতো প্রানবান হতে দাও আমাকে।

চার দেয়ালের ভেতরে আমি ছিলাম
আমি ওই বদ্ধ জলাশয়েও ছিলাম
আমি ছিলাম কবরের সুপ্রাচীন অন্ধকারে,
গতিহীনতার কারাগার আমাকে টুকরো টুকরো কোরে ছিঁড়েছে—

ফিরতে বোলো না।
আমাকে থাকতে দাও স্রোতময় জলের মতোন,
আমাকে থাকতে দাও পতনে উত্থানে—
ওই আঁটসাট জামাটা আমাকে পরতে বোলো না।

সংকীর্ন আস্তিনে আমার বাহু দুটি আটকা প'ড়ে যায়,
আমি পাখা মেলতে পারি না। আমি নিশ্বাস নিতে পারি না।
আমার বুক চেপে রাখে ওই সার্টের সংকীর্নতা।

ঠিক যেমন একজোড়া বুটের নিচে দীর্ঘকাল
চাপা প'ড়ে আছে আমাদের কাংখিত জীবন,
ঠিক যেমন রাইফেলের ডগায় গাঁথা বেয়োনেট
এফোঁড় ওফোঁড় কোরে দিচ্ছে আমাদের স্বপ্ন—

আমি নিশ্বাস নিতে পারি না। আমি স্বপ্ন দেখতে পারি না—
তুমি ওই আঁটসাট জামার শৃঙ্খল আমাকে পরাতে চেয়ো না।।

০১.০৯.৮৬ বাজাবাজার ঢাকা

পথ

সাথে এসো না, তখনি তো বলেছিলাম।
বলেছিলাম পথটা রুক্ষ। কোথাও নুড়ি পাথর,
কোথাও বা জলকাদা, পিচ্ছিল খাড়াই, এ ছাড়াও
বুনো কাঁটায় ছাওয়া বিস্তীর্ন প্রান্তর—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাঁটার আঘাত তোমাকে পেতেই হবে,
ছ'ড়ে যাবে পায়ের আঙুল, হোঁচটে রক্তাক্ত হবে নোখ,
তখন বলেছিলাম পথটা বন্ধুর।

ফুলের বাগান নয়, চারিদিকে সুনরোম তপ্ত বালি,
এ-রকমই পথ—এ-রকমই এ-পথের নিয়ম কানুন।

সেই তো এখন তোমার মুখের দিকে চেয়ে
তোমার বিমর্ষ ক্লান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে
নিজেরি ভীষন কষ্ট হচ্ছে।

সেই তো এখন তোমার পায়ের দিকে চেয়ে
তোমার রক্তাক্ত ম্লান আঙুলের দিকে চেয়ে
নিজেকে ভীষন অনুতপ্ত মনে হচ্ছে।

সেই তো এখন তোমার চোখের দিকে চেয়ে
তোমার হতাশ স্বপ্নহীন চোখের দিকে তাকিয়ে
নিজেরি ভীষন কষ্ট হচ্ছে।

তা হলে আসলে কেন
তরুন অশ্বের মতো জেদ্দি ঘাড় নেড়ে উড়িয়ে কেশর?
তা হলে আসলে কেন উপ্রাহত জোস্নার হলুদ হরিয়াল!

তা হলে আসলে কেন রোদের সকালে,
নিষেধ মাড়িয়ে, পিছু ডাক ছিঁড়ে ফেলে
শৈশবের হিরন্ময় হার?

বলেছিলাম, এ-পথে কোথাও পাবে না জল তৃষ্ণায়—
দেখতে জলের মতো অথচ তা জল নয়
এ-রকম মরীচিকা কষ্টের পাহাড়
গিলে খাবে অহরহ।
বলেছিলাম, এ-পথে বিশ্বাস হলো শান্তি
আর স্থির লক্ষ্যে এগিয়ে যাবার নাম সুখ।
চলমান মুহূর্তের পরে বোসে মুহূর্ত নির্মানি—পরের মুহূর্ত,
তার নাম ভালোবাসা।
—ভালোবাসা কার নাম?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্মৃতি নয়, স্বপ্ন হলো গতি।
বলেছিলাম গতিই সুন্দর সবচে'—

তবু তুমি বার বার ফিরে তাকাচ্ছো স্মৃতির দিকে
বার বার ফিরে তাকাচ্ছো রক্তাক্ত আঙুলের দিকে
ছ'ড়ে যাওয়া পায়ের দিকে,
বার বার তুমি ফিরে তাকাচ্ছো তোমার জং ধরা
চেতনার দিকে।।

০৪.০২.৮৭ রাজাবাজার ঢাকা

এই জল এই দুঃসময়

কোথায় পালাতে চাও
পালাতে পালাতে তুমি শুধু নিজেরই গভীরে লুকাও,
নিজেকে আড়াল করো, লতাগুল্মে ঘিরে রাখো বৃক্ষের ফসল।

নদীতে জোয়ার দেখে ভাবো তারে নুছেক প্লাবন,
বাতাসে মাতন এলে দ্রুত হাতে লাগাও কবাট—
নিজেকে আগলে রেখে মনে হয় অসাবধানীরা
চিরদিন ঠকে।

এই জল, এ-বাতাস তুমি ঠেকাবে কি ভাবে?
বুকের ভেতরে জল ফনা তুলে বাতাসে মাতন নিয়ে আসে,
লতাগুল্ম আবরন ছিঁড়েখুঁড়ে জেগে ওঠে তরুর ফসল,
কিশোরী কৈশোর ঠেলে ফুটে ওঠে বক্ষময় মাংশময় শোভা—
তুমি তারে কি দিয়ে ঠেকাবে?
কোথায় পালাবে বলো!
শরীরের সাথে সাথে তাড়া কোরে ফেরে প্রান, জলের নাগিনী
ভেতরের পাতা জুড়ে এঘর ওঘর ঘোরে হলুদ হুলিয়া।

কান পেতে সমুদ্রের জলে
মাল্লারা দিয়েছে খুলে পাল—
পালাতে পালাতে তুমি তবু শেষে যার কাছে যাবে,
নরোজায় করাঘাত কোরে যার নাম ডাকবে দিধায়
সে-তো তোমারই নাম—সে-তো তুমি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই জল, এ–বাতাস এই দুঃসময় তুমি ঠেকাবে কিভাবে!!

২৯.০৮.৭৭ মিঠেখালি মোংলা

অন্তর্গত যাত্রা

কতোটুকুন ছোঁবে আমায়
অতল বোধে নেমে যাচ্ছি।
বিপুল থেকে বিপুলতর, দীর্ঘ থেকে দিগন্তহীন
হাওয়ার মতো ছড়িয়ে যাচ্ছি প্রচুর পরিসরে—
অতল বোধে যাচ্ছি নেমে কোথায় আমার ছোঁবে?

বিন্দু থেকে বাড়িয়েছিলাম একখানা হাত স্নেহে,
একখানা হাত স্নেহের আঙুল একটি কেন্দ্রে
অন্য রেখা অনেক নদী সমুদ্রে বাহুসের,
বিন্দু এখন জনারন্য জনতার নিবাস।

কোথায় এখন ছোঁবে আমায়
যাচ্ছি নেমে অতল বোধে,
বৃষ্টি ব্যথায় উঠছে ন'ড়ে বুকের কবর,
ঝরাচ্ছে রাত অকাল শিশির ক্লান্ত চোখের উপর।

ফসল উঠে যাবার পরে
এ যেন সেই বিস্তৃত মাঠ
বেড়ে যাচ্ছে সীমানাহীন শেষে।

দীর্ঘ থেকে দিগন্তহীন
হাওয়ার মতো ছড়িয়ে যাচ্ছি প্রচুর পরিসরে—

অতল বোধে যাচ্ছি নেমে কোথায় আমার ছোঁবে!!

০৬.০৫.৭৫ লালবাগ ঢাকা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৃথক প্রবেশ

আমি ভুল কোরে তোমার নামকে ভেবেছি আমার।
এতোদিন এই ভুলের ভেতরে, তোমার নামের মধ্যে
রেখেছি আমাকে—ভুল বুঝতে পারিনি।

তুমি ওই দূর থেকে মৃদু স্বরে যে নামে ডেকেছো,
সে-তো তোমারই নাম, তোমাকেই চিহ্নিতকরণ।
অপরের নাম দিয়ে এইভাবে সাজিয়ে নিজেকে
বেড়ে ওঠা মানুষের মানবিক স্বভাবে শরীরে
বলো কতোদিন তবু নিজেকেও ভুলে থাকা যায়।

আমরা তো একদিন মিশে গিয়েছিলাম রক্তে মাংসে মেধায়,
আমাদের দুটো নাম খুলে রাখছিলো রোদের উঠোনে।
হঠাৎ এলোমেলো বাতাসের পর জেগে উঠে আমি
যে নামটি কুড়িয়ে পেয়েছিলাম সেটি তোমার।
সেই শীতে প্রথম সকালে আমি ওই নামে তোমাকে ডেকেছি।

এইভাবে ভুল কোরে দুজনেই থেকে গেছি কিছুটা দুজনে,
উভয়ের অতি কাছে থেকে গেছি চেতনার মৌলিক শিকড়ে।

ভুলে যাবো ভেবে এতোদিন আসা,
অথচ ভুলে যেতেই ভুলে গেছি—ভুল বুঝতে পারিনি।।

১৫.০৬.৭৬ আজিমপুর ঢাকা

দূষিত দুপুর

আর একবার তুমি বৃষ্টি দাও, দূরের আকাশ—
তরুন শস্যের ক্ষেত জ্বলে যাচ্ছে করাল খরায়।
চাষাবাদে অনভিজ্ঞ কৃষকের নেই কোনো সেচ,
কেবল হৃদয় জুড়ে অকৃত্রিম শস্য-ভালোবাসা।

একবার মেঘ দাও, ক্ষমা দাও বৃষ্টির ভাষায়,
জীবনের একমুঠো শস্য তুমি বিনাশ কোরো না।
আমাকে ফলতে দাও নৈরাজ্যের দূষিত দুপুরে,
হতে দাও শস্য-ভার-অবনত সোনালি খামার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফিরে নাও বিরহের তপ্ত খরা, অনল দূরত্ব,
মেঘ দাও, বৃষ্টি দাও জীবনের ব্যথিত শরীরে।
দহনে চৌচির হিয়া, ও আকাশ, মরমিয়া হাত
ছোঁয়াও মেঘের বুকে জল হয়ে ঝরুক আদোর।

লাঙলে হৃদয় চিরে বীজ বুনে ভালোবাসা-ধান
একদিন অপেক্ষায় ছিলো এক বিরান প্রান্তর,
তুমি তাকে মেঘ দিলে, বৃষ্টি দিলে, দিলে সম্ভাবনা,
ফসলের স্বপ্ন হলো খরাজীর্ন অনাবাদি মাটি—

অনুতপ্ত অন্ধকার হলো স্নিগ্ধ সকালের রোদ।

যে মাটি পুড়েছে দীর্ঘ সময়ের স্বপ্নহীন ক্লেদে,
প্লাবনের পরাজয় জ'মে জ'মে যে হয়েছে ভূমি—
দিয়েছিলে মেঘ তাকে, বৃষ্টি, জল, সকল আকাশ।

দিয়েছিলে সম্ভাবনা, দিয়েছিলে প্রথম প্রকাশ,
উভ্বার স্বপ্ন শুধু দিয়েছিলে, দাও নাই ডানা।
সমস্ত জীবনটারে তুলে এনে দিয়েছিলে হাতে,
দাও নাই অতি তুচ্ছ নিভৃতের একান্ত ঠিকানা।।

AMARBOI.COM

৩৪.১১.৮৬ মিঠেখালি মোংলা

একজন উদাসীন

কিছু সে চায়নি পেতে ব্যাকুল দুহাত,
না বিত্ত, না বৃক্ষ, সুখ, শ্রীমতী জীবন
রমনীর তাজা মাংশে সুখে জেগে থাকা।

কিছু সে চায়নি যেচে, কিছু সে পায়নি, তবু
কিছু কিছু না-পাওয়া ব্যথা জমেছে সঞ্চয়ে তার,
যে রকম বীজধান তুলে রাখে অভিজ্ঞ কিষান
সুদিন অঘ্রানে।

মুগ্ধ চোখে চেয়ে চেয়ে থেকেছে সে পৃথিবীর বয়সের দিকে,
আলো আর আঁধারের দিকে, বৃত্তাবদ্ধ জীবনের দিকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু সে চায়নি তবু, চেয়েছে সে সবচেয়ে বেশি—
একখানা গৃহ নয় সারাটা পৃথিবী।

কীর্তিনাশার কূলে মানুষেরা খুলে রাখে হৃদয়ের শোক,
পাঁজরের ব্যথিত সঞ্চয়, বীজধান, আঁধার পোড়ানো আলো—
কূল ভেঙে চ'লে যায় কীর্তিনাশা।

যা কিছু হারায় তার কতোটুকু খুঁজেছে মানুষ!
কতোটুকু পেয়েছে মানুষ!
সময়ের কীর্তিনাশা দুই কূল ভেঙে চ'লে গেছে . . .

সে তবু উদাস চোখ চেয়ে থাকে পৃথিবীর বয়সের দিকে।।

০৪.১২.৭৭ সিদ্ধেশ্বরী ঢাকা

যুগল কুকুর

মেরুন শাড়ির নিচে লুকিয়ে রেখেছো সব অসহ্য-দহন,
তুমি ভালোবাসার পুষ্পিত বাগান থেকে দৈনিক
কিছু বেদনার্ত বকুল ছিঁড়ছো—

আমি দহনের দৈর্ঘ জানি
কোথায় স্পর্শ করলে অনায়াসে ভুলে যাবে
মেধা ও মাধবী দীঘল বয়স, জানি
কোনখানে ছুঁলে তুমি দেহে নেবে নগ্নতার ঘ্রাণ।

কুমারী শোনিতে কারা খেলা করে অনভিজ্ঞ পায়,
অসময়, অবেলায় কারা হাঁটে কোমল উঠোনে?
স্বপ্নে লালিত সাপ গোপন দুধরাজ
নিবিড় নিশিথে এসে খেয়ে যায় কুমারীর গোপন সৌরভ।
যুগল কুকুর আসে মাঝরাতে সঙ্গহীন ঘরে,
শরীরে সাঁতার কাটে শারীরিক হাঁস।

এক একে দুই, দুই দুয়ে এক—
সারারাত নামতা নামতা পড়া পাঠাশালা দুপুর,
শরীরে সাঁতার কাটে প্রতিবেশী যুগল কুকুর।।
১৮.০৯.৭৫ মিরেশ্বরাদি মোংলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাঁদে পাওয়া

রাত্রি যখন দুয়োর খুলে দাঁড়ায়
তাড়ায়,—এক নীল নেকড়ে তাড়ায়

তখন, হাওয়ায় কলরব
চাঁদে কাঁদে শিলার সজীবতা
জোস্না কোমল ওষ্ঠ দুটি বাড়ায়
তাড়ায়, নিভৃত এক নীল নেকড়ে তাড়ায়

আমার, মন প'ড়ে রয় বনে
ঘরের দিকে ফেরার কথা ভাবি
অথচ মন হারায় চাবি হারায়
দাঁড়ায়, কে যেন্ সে দুয়োর খুলে দাঁড়ায়

নদীর দিকে ফেরাই পোড়া চোখ
নোনা জলের গন্ধ আসে ভেসে
স্বপ্ন বুনি স্মৃতির খড়ে নাড়ায়
নাড়ায়, ভেতরে কেউ নিবিড় কথা সাড়ায়।।

২০.০১.১৩৯৪ মিঠেখালি বস্তি

AMARBOI.COM

আত্মরক্ষা

কষ্ট পেতে পেতে
তুমি আরো
স্পষ্ট হয়ে ওঠো—

কুয়াশা-সীবিচ তুমি আলোকিত হও,
আলোকিত হও
তুমি অরন্যের গহন হৃদয়।
কষ্ট পেতে পেতে
তুমি প্রতিদিনের সূর্যের মতো
স্পষ্ট হয়ে ওঠো
তুমি ছিঁড়ে ফ্যালো
ম্লান ন্যাপথলিনের ওই গন্ধমাখা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আভিজাত্যের ধারনা।

সাপের খোলশের মতোন বিবর্ন তোমার অহঙ্কার
তুমি ঝেড়ে ফ্যালো—তুমি কষ্ট পাও।
কষ্ট পেতে পেতে
তুমি হয়ে ওঠো নিরাপদ বৃক্ষের স্বভাব।

সানগ্লাসে ঢাকা চোখ তুমি উন্মোচিত হও—
ধাবমান দৃশ্যাবলী, পথ
তুমি দৃষ্টি ফেরাও সামনে।

তোমার সামনে স্বপ্ন
তুমি স্বপ্ন দ্যাখো, কাঁদো।

জীবন এক টুকরো আগুনের নাম—তুমি পোড়ো।
শূকরের
রক্তের মতোন গাঢ় লাল
যে স্বপ্নগুলো,

নীলিমায় ডানা ম্যালা, যে স্বপ্নের সাহসী পালক
কৃষ্ণচূড়ার মতো ফুটে থাকে
যে স্বপ্নগুলো

সূর্যাস্তের দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে
যে স্বপ্নগুলো,

সে স্বপ্ন মুষ্টিবদ্ধ,
সাহসের সম্প্রতিভ ফনা,
যে স্বপ্ন জীবন
অগাধ বিস্তীর্ন এক ব্রহ্মাণ্ড-জীবন
কেবলি জীবন—
সে রকম স্বপ্নে পুড়ে তুমি হও চিত্রল হরিন।
কষ্ট পাও।
কষ্ট পেতে পেতে
তুমি হয়ে ওঠো ফাল্গুনের প্রথম পূর্নিমা।
নষ্ট কোরো না নিজেকে।।

০৩.০৩.৮৭ মোংলা বন্দর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুঃস্বপ্নের দালান কোঠা

আমার এখন সমস্তটাই স্মৃতিসৌধ,
হৃদপিণ্ডে পিন ফোটানো
কালো ব্যাজের মৌন বিষাদ,
একুশে ভোর, নগ্ন পায়ে শহীদ মিনার,
আমার এখন সমস্তটুক্ এক মিনিটের নিরবতা।

দুচোখ বেয়ে রাত্রি ঝরে, পাংশুটে রাত,
রক্তমাখা চাঁদের দেহে জোস্না উধাও,
উল্টে পড়ে রোদের বাটি,
আমার এখন আকাশ জুড়ে দুঃস্বপ্নের দালানকোঠা।

উঠোনে সাপ
অবিশ্বাসের ভীষন কালো রক্তজবা,
লকলকে জিভ,
এখন আমার সমস্তটাই লখিন্দরের লোহার বাসর।

আঙুলগুলো ঝ'রে পড়ছে হাত থেকে ফুল,
ঘরের পাশে লক্ষ্মী-প্যাঁচার কাতর গলা,
আমার এখন শঙ্খচিলের কান্নাভেজা দুপুর বেলা,
শূন্য খা-খা একাকি মাঠ,
ঘাসের ডগায় নীল ফড়িং-এর নিমগ্নতা।

আমার এখন হৃদয় শুধু হৃদয় বোলে
দুহাত মেলে চাতক পাখি . . .
আমার এখন বুকের ভেতর
কবর শুধু কবর খোঁড়ার ভারি শব্দ।
দুচোখ বেয়ে সকাল ঝরে, উল্টে পড়ে স্বপ্নবাটি।
আমার এখন নিজের মধ্যে নিজের কফিন,
সমস্ত রাত কবাতকলের কষ্ট-ধ্বনি—
এখন আমার সমস্তটাই পিরামিডের মগ্ন মমি।।

১৩.০১.১৩৯৪ মোংলা বন্দর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বার বার আপনার চোখ

আপনি বার বার ভুল করছেন।
বার বার আপনার চোখ বিশ্বাসঘাতকতা করছে
আপনার সাথে।
আপনার শ্রবন আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছে।
আপনার জিহ্বা আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছে।
আপনার স্পর্শ আর আপনাকে
সঠিক অনুভব দিতে পারছে না।
আপনি ভুল করছেন . . .

সুবর্নলতা ভেবে আপনি যাকে জড়িয়ে ধরেছেন
সে তো সাপ—আপনি ভুল করছেন।
মুদ্রা না-এনে আপনি এক ব্যাগ নক্ষত্র নিয়ে এলেন।
আপনি পাথরের কাছে জল চেয়ে নতজানু হয়ে আছেন . .

আপনি ভুল করছেন। ওরা কেউ কিশোরী নয়,
ওরা সব হাঁস—ধবল নরোম ডানা, শুভ্র হাঁস,
ইটের কলনি দামে সারাদিন ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত এখন।

আপনার স্নায়ু আর আপনাকে সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে পারছে না—
আপনি যন্ত্রের নাম দিয়েছেন ভালোবাসা,
আর হৃদয়কে আপনি ডাকেন পর্যটন বোলে।

আপনি ভুল করছেন।
বার বার আপনার চোখ বিশ্বাসঘাতকতা করছে
আপনার সাথে,
বার বার .

১২.১০.৮৩ মুহম্মদপুর ঢাকা

আকাশ বদল

পাগলা ঘোড়ার পিঠে চ'ড়ে বসেছে বাতাস।
এমন বিকেল আহা!
যেন কোনো দূরের পাহাড়ে আজ বাতাসের বরফ গলেছে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এলে তুমিও দেখতে পেতে
কেমন মাতাল হয়ে ওঠে তরুর শরীর,
কি উল্লাসে ফেটে পড়ে পাতা ও শাখারা।

যে পাখিটি সমস্ত দুপুর ডেকে ডেকে হয়েছিলো ম্লান,
এখন পালকে তার সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো গতি।
এলে তুমি দেখতে পেতে কি মুখর হয়ে ওঠে
নিসর্গের শ্যামল তর্জনী।

বেগুনি মেঘের নিচে একখানা শুভ্র শাদা মেঘ,
তার পাশে আরখানা হাল্কা গোলাপিয়া লাল,
তারো নিচে—তারো নিচে একখানা মেঘ গাঢ় কালো।

কালো মেঘ দেখে তুমি চিরদিন বলেছো বিপদ,
ওই মেঘ গোপন ঘাতক। আমি তবু তার দিকে চেয়ে
ভেবেছি ওই তো আমি—বিপদের চিহ্ন ব'য়ে আনা
দুর্দিনের পূর্বাভাস নিয়ে আসা কালো মেঘ
ওই তো আমি।

একদিন তুমি কালো মেঘ দেখে ভাবে, দুর্দিন, দুর্যোগ।
আমি ভাসতে ভাসতে আর কোনো নিভৃত আকাশে ফিরে যাবো,
আর কোনো পৃথিবীতে . .

১৭.০৯.৭৬ সাহেবের মাঠ মোংলা

বেহুলার সাম্পান

তোমাকে পাবার প্রস্তুতি আনে বোধ,
দুঃখকে তাই শাসাই রুক্ষ স্বরে,
বেদনাকে তাই মোড়াই কাফনে শাদা—
তোমাকে রাখার পরিসর গড়ি প্রানে।

মন্বন্তরে অন্তরে যতো ক্লেদ,
মৃত সবুজের যতো পরাজিত বোঝা,
যতো পুরাতন পচনের ঝুল কালি,
ঝেড়ে মুছে কিছু করি তারে উজ্জ্বল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিসের এমন প্রেরনা পেয়েছে মন
নষ্ট আঁধারে শ্রেষ্ঠ বাসনা খোঁজে।
বুকের অসুখে সুখের স্বপ্ন লিখে
ঘন দুর্যোগ
তবু সে ভাসায় বেহুলার সাম্পান . . .

তোমাকে পাবার প্রস্তুতি বাড়ে বোধে
তোমাকে পাবার প্রেরনায় জাগি রাত।
নৈরাজ্যের খড়্গের তলে মাথা,
ঘাড় কাত কোরে তবু দেখি রোদ
কতোটা পেরোলো অমা।।

১২.০৩.৭৭ সিদ্ধেশ্বরী ঢাকা

মরীচিকা বোধ

মিথ্যে অমন ভয় করেছিলে
আসলে অতোটা কষ্ট ছিলো না।
দূর থেকে যারে মনে হয়েছিলো ভীষন কঠিন
আসলে সে তার সবটুকু জুড়ে ছিলো সরলতা।

বন্ধ তালায় ওরকমই খুব থাকে রুক্ষতা,
সামান্য সেই চাবি জানে তার অবাধ প্রবেশ।
ওই ভয়টুকু অচেনার ভয়, অচেনা শিহর
আসলে অতোটা কষ্ট ছিলো না।

ঘর ভাবে পথ খুব বন্ধুর,
পথ জানে সে যে কতো সমতল।
তুমি ভেবেছিলে কর্কশ মাটি কি ভীষন ক্লেদ
অথচ লাঙল ভালোবেসে তাতে রাখলো শরীর।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্ধ্যায় ঘরে আলো নেই যার
তুমি বলে সে আঁধারের শোক,
অথচ পৃথিবী তার কাছ থেকে চেয়ে নেয় দিন,
সে-ই আনে তুলে আঁধারে লুকানো রোদের ঝিনুক।

দূর থেকে তাকে মনে হয়েছিলো নিশ্চল শিলা,
আসলে সে তার সবটুকু জুড়ে ছিলো গতিশীল—
ছিলো তার চলা সবটুকু জুড়ে, সবটুকু ছিলো প্রান।।

১৪.০১.৭৭ মিঠেখালি মোংলা

সেই এক রোদের রাখাল

এখনো আগের মতো দিন যায় নিজের নিয়মে,
সারাদিন ধুলো রোদে, তিন ভাগ রাত কাটে বিচিত্র নেশায়
গহিন হৃদয় খুলে একা একা, তারপর

পলাতক পাখিদের নাম, চিতল হরিণ
আর সেই চৈত্রের দুপুর—সেই এক রোদের রাখাল
তারে খুঁজি,
একটি গোলাপ কেন আজ তবে ফুটেছে শাখায়, বিবর্ন গোলাপ!

এখানে তো পাখিহীন, পুষ্পহীন, উষর জীবন।
এখানে কি জল ছিলো কোনদিন, স্নেহ ছিলো?
আজ তবে একটি গোলাপ কেন ফুটেছে শাখায়?

যারা ছিলো স্বপ্নবান, যারা ছিলো স্নিগ্ধ, পুষ্পময়,
তারা কেউ বলেনি : পাতক, ফিরে এসো, ওপথে আঁধার।
তুমি তো শস্যের ছিলে, তুমি তো জোস্নার ছিলে,
আজ তবে কেন এই ছিন্ন রক্তমাখা পোষাক পরেছো?
কেন এতো অভিমানে প্রতিদিন নিজেকে পোড়াও?
তারা তো বলেনি কেউ : অমিতাভ ফিরে এসো—

একটি গোলাপ কেন আজ তবে ডাকলো পেছনে,
একটি গোলাপ কেন তবে আজ দুহাত বাড়ালো!!
০১. চৈত্র '৮৬ মিঠেখালি মোংলা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৈশাখের নাগর দোলায়

আঁকড়ে থেকো না কিছু।
যে যাবার তাকে যেতে দাও
যে ফেরার সে তো ফিরবেই—
কলমিলতার ফ্ল্যাটে ফিরে যাবে হলুদাভ হাঁস।

তুমি সভ্যতার নাগরদোলায়
দাঁড়িয়ে চিৎকার করো :
বর্ণময় ভালোবাসা তুমি খুলে যাও
নীল পিরামিড তুমি খুলে যাও তোমার দরোজা।

তুমি প'ড়ে থাকো
সময়ের বুটে পেষা বাম হাত তুমি
জীনে জীনে জীর্ন করো জীবনের জটিল যকৃত।

তোমার পেয়ালা উপচে পড়ুক সমকাল
এক টুকরো বরফ যার রাষ্ট্রনীতি
ঔপনিবেশিক ভিত—

তোমার পেয়ালা উপচে পড়ুক ভালোবাসা।
ইটের নির্সগে শুধু ঘাম, শুধু মেদ, প্রেম নেই,
অথবা অন্য কোনো নাম তার—
অন্য কোন্ নাম?
কি নাম তোমার ভালোবাসা?

০৭.০১.১৩৯৪ বাজাবাজার ঢাকা

স্বাস্থ্যসম্মত প্রত্যাখ্যান

উঁহু,
ওভাবে নয়—ওভাবে দৃষ্টি ফেরাতে নেই,
ওরকম প্রত্যাখ্যান স্বাস্থ্যসম্মত নয়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিক ওভাবে প্রত্যাখ্যান করতে হয় না—
কিছুটা শিহরিত হও, না হলে অনিদ্রাকে
ইচ্ছাহীন ভালোবেসে বাড়বে বয়স।

কিছুটা শস্যসুলভ, কিছুটা বৃক্ষ ছায়াময়
কিছুটা প্রস্ফুটিত না হলে ঘ্রাণার্দ্র হবে না নারী।

ওভাবে নয়—ওরকম প্রত্যাখ্যান অস্বাস্থ্যকর তরুনিকা
আরো চান্দ্রিক বেদনাধৌত হতে হয়
হতে হয় আরো স্নিগ্ধ, মুগ্ধ মেঘমালা।
প্রত্যাখ্যান দিয়েছো যখন
কিছুটা প্রত্যাশা রেখে যাও,
না হলে তোমার কৃষ্ণ চূড়াহীন কেটে যাবে ফলন্ত ফাল্গুন।।

১৩.০২.৭৬ বাংলা একাডেমি ঢাকা

AMARBOI.COM

শ্মশান

বাড়াই তৃষ্ণার হাত ফিরে আসে শূন্যতাকে ছুঁয়ে—
তুমি নেই, নিষ্প্রদীপ মহড়ায় জ্ব'লে থাকে একা
পাথরের মতো ঠাণ্ডা একজোড়া মানবিক চোখ,
তৃষ্ণার্ত শরীর জুড়ে জেগে থাকে ব্যথিত রোদন।

নরোম আলোর চাঁদ ম'রে যায় অঘ্রানের রাতে,
বেঁচে থাকে ভালোবাসা, নক্ষত্রের আলোকিত স্মৃতি।
তোমার শূন্যতা ঘিরে দীর্ঘশ্বাস, বেদনার ঘ্রাণ,
তোমার না-থাকা জুড়ে জেগে থাকে সহস্র শ্মশান।।

০৭.১১.৮৬ নিজেখানি মোংলা

উল্টো ঘুড়ি

এতো সহজেই ভালোবেসে ফেলি কেন!
বুঝি না আমার রক্তে কি আছে নেশা—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেবদারু-চুলে উদাসী বাতাস মেখে
স্বপ্নের চোখে অনিদ্রা লিখি আমি,
কোন বেদনার বেনোজলে ভাসি সারাটি স্নিগ্ধ রাত?

সহজেই আমি ভালোবেসে ফেলি, সহজে ভুলি না কিছু—
না-বলা কথায় তন্ত্রে তন্তুতে পুড়ি,
যেন লাল ঘুড়ি একটু বাতাস পেয়ে
উড়াই নিজেকে আকাশের পাশাপাশি।

সহজে যদিও ভালোবেসে ফেলি
সহজে থাকি না কাছে,
পাছে বাঁধা প'ড়ে যাই।
বিস্মিত তুমি যতোবার টানো বন্ধন-সুতো ধ'রে,
আমি শুধু যাই দূরে।

আমি দূরে যাই—
স্বপ্নের চোখে তুমি মেখে নাও সোঁধা-চন্দন ছুঁয়া,
সারাটি রাত্রি ভাসো উদাসীন বেদনার বেনোজলে . . .
এতো সহজেই ভালোবেসে ফ্যালো কেন?

২০.০৪.৭৭ বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা

AMARBOI.COM

কানামাছি ভোঁ ভোঁ

আমাকে ছুঁয়ো না, ন্যাখো।
আমি তো পাথর, প্রস্তরনির্মিত কোনো গহন ভাস্কর্য।
ন্যাখো তার মিহি কাজ,
ললাটে নিখুঁত মসৃনতা, তুমুল তর্জনী।
সহিষ্ণু পাঁজরে কালো কারুকাজ—ন্যাখো,
কখনো ছুঁয়ো না।

স্পর্শ কোরো না আমাকে—আমি তো আগুন।
অন্তর্গত বিধা, ক্ষয়, শোক, বিস্ময়, বেদনা আর
জীর্ণ দুরাশার ঠুলি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার ভেতরে জ্বলে নিশিদিন।
আমি পুড়ে যাই। পোড়াই দহনযোগ্য সব প্রতিবেশ—
আমাকে ছুঁয়ো না, দূর থেকে দ্যাখো
আগুনের দহন ক্ষমতা, তার নীল হয়ে আসা গভীর হৃদয়।
আমাকে ছুঁয়ো না—আমি তো অসুখ
সংক্রামক ভাইরাস আমি আনন্দের।
আমি অস্থির কিশোরী সভ্যতার কান্নামাছি ভোঁ ভোঁ . . .
আমাকে ছুঁয়ো না।

আমাকে ছুঁয়ো না আড়ষ্টতা, গতিহীন স্মৃতি,
পাখির ডানার স্বপ্ন স্পর্শ করো আমার চিবুক।
আমাকে ছুঁয়ো না পরাজয়,
সমুদ্র আমাকে স্পর্শ করো।
এখন আমাকে স্পর্শ করো সম্মিলিত মানুষের গান।।

০১.০৪.৮৭ মিঠেখালি মোংলা

AMARBOI.COM

উড়িয়ে দাও দুপুর তোমার

মেলার মধ্যে একটুখানি খোলামেলা—
একটুখানি কেন?
খোলামেলা একটুখানি কেন?

খুলতে পারো হৃদয় তোমার সমস্তটুক,
দেবদারু চুল খুলতে পারো
ভুরুর পাশে কাটা দাগের সবুজ স্মৃতি
স্বপ্ন এবং আগামিকাল এবং তোমার
সবচে' গোপন লজ্জাটিও খুলতে পারো।
উড়িয়ে দিতে পারো তোমার স্মৃতির ফসিল—

উড়িয়ে দাও দুপুর তোমার শিমুল তুলো,
মেঘের খোঁপায় মুখর বিকেল উড়িয়ে দাও,
উড়িয়ে দাও ব্রীজের নিচের স্বচ্ছ জলে
স্বপ্নলেখা সবুজ কাগজ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ বৈশাখে হাত মেলে চাও ঝড়ের ঝাপটা,
ভেজা মাটির গন্ধে ফেলে পায়ের আঙুল
এ বৈশাখে হাত মেলে চাও জীবন বদল।।

০৩.০১.১৩৯৪ রাজাবাজার ঢাকা

ফিরে এসো নিশ্চয়তা

ফিরে এসো নিশ্চয়তা, ফিরে এসো সর্বগ্রাসী প্রেম।

ব্যথিত স্রোতের তোড়ে ভেসে যাচ্ছি নিরুদ্দেশ খেয়া,
কোথাও বন্ধন নেই, স্নেহময় শীতলতা নেই,
কোথাও আশ্রয় নেই, ক্ষমা নেই, সুবিপুল ক্ষমা।

সারাদিন অন্ধকার চাষ কোরে ফিরে আসি ঘরে,
সারারাত বেদনার বীজ বুনি বুকের ভেতর—
তুমি তো আশ্রয় জানি, ফিরে আসবার স্নিগ্ধ নীড়,
মায়ের আঁচল তুমি—ফিরে এসো নিকষিত হেম।

আমাকে ভাঙছে ঋতু প্রকৃতি ও বিরুদ্ধ সময়,
মানুষের নৃশংস সত্তা, ক্ষমাহীন চেতনার নোখ।
আমাকে ভাঙছে প্রেম, একই সাথে প্রেমহীনতাও—
না-পেয়ে কেঁদেছি যতো, পেয়ে বুঝি তারচে' অধিক।

আমাকে জবাই করে নৈরাজ্যের নিরাকার চাকু,
অস্থির অশ্বের ক্ষুর অবিশ্বাস আমাকে পোড়ায়।
সভয়ে গুটিয়ে রাখি বিশ্বাসের সুকোমল ডানা,
আশ্বিনের চাঁদ ওঠে, জেনে যায় অবিশ্বাসী নাম।

চারপাশে ঘন্না তোলে অন্ধ জল—ফিরে এসো তীর,
ফিরে এসো খড়কুটো, ভাসমান কাঠের শরীর।
পবিত্রান ফিরে এসো, তুলে নাও আমার সকল,
আমার ব্যর্থতা, পাপ, ভালোবাসা, ঘৃণা ও আবোর।
রাতের সুতীব্র স্রোত হু হু কোরে টেনে নিয়ে যায়,
ফিরে এসো নিশ্চয়তা, ফিরে এসো রোদের সকাল।।
০২.১১.৮৬ মিঠেখালি খোলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দূরে আছো দূরে

তোমাকে পারিনি ছুঁতে, তোমার তোমাকে—
উষ্ণ দেহ ছেনে ছেনে কুড়িয়েছি সুখ,
পরস্পর খুঁড়ে খুঁড়ে নিভৃতি খুঁজেছি।
তোমার তোমাকে আমি ছুঁতে পারি নাই।

যেভাবে ঝিনুক খুলে মুক্তো খোঁজে লোকে
আমাকে খুলেই তুমি পেয়েছো অসুখ,
পেয়েছো কিনারাহীন আগুনের নদী।

শরীরের তীব্রতম গভীর উল্লাসে
তোমার চোখের ভাষা বিস্ময়ে পড়েছি—
তোমার তোমাকে আমি ছুঁতে পারি নাই।

জীবনের 'পরে রাখা বিশ্বাসের হাত
কখন শিথিল হয়ে ঝ'রে গেছে লতা,
কখন হৃদয় ফেলে হৃদ্‌পিণ্ড ছুঁয়ে
বোসে আছি উদাসীন আত্মদেমলায়—

তোমাকে পারিনি ছুঁতে—আমার তোমাকে,
ক্ষ্যাপাটে গ্রীষ্মাজ্ঞ যেন, নীল পটভূমি
তছনছ কোরে গেছি শান্ত আকাশের।
অঝোর বৃষ্টিতে আমি ভিজিয়েছি হিয়া—

তোমার তোমাকে আজো ছুঁতে পারি নাই।।

১০.০১.৮৭ রাজাবাজার ঢাকা

একাকি সেফটিপিন

রমনীরা দূরে চ'লে গেছে—কেউ নেই।
যেন তারা উত্তরমেরুর পাখি ফিরে গেছে শীত শেষে।
যেন তারা নীল মেঘ
ভেসে ভেসে অন্য আকাশের দিকে
অন্যত্র কোথাও, অন্য কোনোখানে . .

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেউ নেই। রমনীরা চ'লে গেছে।

প্রকৃত রমন শেষে রমনীরা ফিরে যায় দূরে,
রেখে যায় সতেজ তীক্ষ্মতা
শরীরের
টান টান স্রোত
চাদোরের বুক জুড়ে রক্তছাপ
চুম্বনের তৃষ্ণা
রেখে যায়
একাকি সেফটিপিন
তৃষ্ণার্ত পেশীর ক্লান্তি
জোস্নায় ভিজে যাওয়া ঠাণ্ডা ছাদ
চেনা ঘ্রান
শূন্যতার সুতীক্ষ্ম সজীব শব
হিরন্ময় হাহাকার—

রমনীরা দূরে চ'লে গেছে।
প্রকৃত রমন শেষে রমনীরা দূরে চ'লে যায়,
হায়! প্রকৃত রমন কবে হয়েছিলো শেষ?

০২.০৪.৮৭ মিঠেখালি মোংলা

AMARBOI.COM

শোধবোধ

আমারও ইচ্ছে করে বৈশাখের ঝড়ের সন্ধ্যায়
অন্য কোনো তরুনীর হাত ধ'রে সুদূরে হারাই,
বৃষ্টি ও বাতাসে মেলি
যুগল ডানার স্বপ্ন।
আমারও ইচ্ছে করে ফুটে থাকি অসংখ্য শিমুল।

দুপুরের রোদে পোড়া চিবুকের উদাসীন তিল
ছুঁয়ে দিতে ইচ্ছে করে ভালোবাসা, নীল চোখ,
চাঁদের শরীর—
আমারও ইচ্ছে করে আঙুলে জড়াই মিহি স্মৃতি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বপ্নের কপাল থেকে
ঝ'রে পড়া চুলগুলো আলতো সরাই।

আমারও ইচ্ছে করে নগরের নিয়ন্ত্রিত পথে
সমস্ত নিষেধ মানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে
উড়িয়ে চুলের মেঘ দুইজন
সড়কের মাঝখান বেয়ে হেঁটে যাই—
আমারও ইচ্ছে হয় কাঁদি।

আমারও ইচ্ছে করে খুলে দিই হাতকড়া বাঁধা হাত,
চক্রান্তের খল বুকে কামড় বসাই।

আমারও ইচ্ছে করে
টুকরো টুকরো কোরে কেটে ফেলি তোমার শরীর।।

০৪.০১.১৩৯৪ মেথরপট্টি ঢাকা

পরানে চাই দখিন হাওয়া

ক্লান্ত গোলাপ, আমি এখন বিদায় চাইছি।
আমায় এখন বাইরে যাবার সময় ডাকছে,
সময় ডাকছে, করাল সময়—
ক্লান্ত গোলাপ
আমি এখন বাইরে যাবো, বাইরে, খরায়।

ক্লান্ত দুচোখ, ক্লান্ত চিবুক, ঘুমোও তুমি।
ক্লান্ত গোলাপ সারাটি দিন ঘুমোও তুমি।
আমার এখন ভীষন তাড়া,
বাইরে খরা খাপ খুলেছে তরবারির—
সময় ডাকছে, সময় ডাকছে।

আমায় এখন ছুটতে হবে অনিশ্চিতির পথে,
আমায় এখন ফুটতে হবে রোদের বিপরীতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্লান্ত গোলাপ
এখন আমার বিস্তৃতি চাই, নিভৃতি চাই,
এখন আমার পরানে চাই দখিন হাওয়া।

ফুটতে পারার
ছুটতে পারার
ফুরফুরিয়ে প্রজাপতির উড়তে পারার মতো
এখন আমার চারপাশে চাই বিস্তৃত সংসার . . .

ক্লান্ত গোলাপ, আমি এখন বিদায় চাচ্ছি
ক্লান্ত গোলাপ, আমি এখন বিদায় চাচ্ছি।।

০১.০৩.৮০ ফজলুল হক হল ঢাকা

হে নদী দূরের মেঘ

এই শূন্য বালুচর প'ড়ে আছে নদীর কিনারে
শস্যহীন তৃনহীন—সামান্য সবুজ তার ফোটেনি কোথাও।

শ্রাবনে সে শোনে নাই জলবতী মেঘের নিশ্বাস,
দ্যাখে নাই বাষ্পের খেয়ালে মেলে ভেসে থাকা জল,
নদী তার ঋন ভুলে নেমে গেছে কৃতঘ্ন মানুষের মতো।

কি ভীষন ব্যর্থ বালুচর জেগে আছে নিদ্রার কিনারে
স্নেহহীন, স্বপ্নহীন, আড়ষ্ট পাথর—

হে নদী, দূরের মেঘ তারে কিছু জল দাও,
দাও কিছু পাললিক মাটি।

এক বুক তৃষ্ণা নিয়ে, এক বুক বালুভূমি নিয়ে
তোমার নদীর পাশে জেগে থাকা বিষন্ন প্রান্তর,
তুমি কিছু স্বপ্ন দাও, তারে কিছু জল দাও তুমি।

হে প্রেম, নিভৃত ব্যথা, হে বিরহ, সুখের অনল,
পতিত জমিন চ'ষে এই বুকে ফসল ফলাও,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনিদ্রা-মলিন চোখ তুমি তারে স্বপ্নমুগ্ধ করো।
তুমি তারে প্রেম দাও, বিরহ অনল দাও—উপেক্ষা দিও না।।

১০.০১.৭৮ সিদ্ধেশ্বরী ঢাকা

ঘুমন্ত ঘুঙুর আমি বেজে উঠি

স্পর্শে ভেঙে যাবো আমি,
আলতো ছুঁলেই আমি ঝ'রে যাবো
স্মৃতিময় ম্লান মসলিন।

ছুঁয়ে দাও।
আমি ভাসমান মগ্ন মেঘেদের মতো ঝ'রে পড়ি
বৃষ্টির পালক,
ঝ'রে পড়ি পাখির ডানার স্মৃতি,
মানিপ্লান্টে টলোমলো এক ফোঁটা জল।

স্পর্শ করো, ছুঁয়ে দ্যাখো পাথরের পরম পিপাসা,
কঠিন শিলার ঘাম
ছুঁয়ে দাও তৃষ্ণার্ত চিবুক।

টোকা দাও
আমি ঝ'রে পড়ি বিনম্র আঙুর।
টোকা দাও, ঘুমন্ত ঘুঙুর আমি বেজে উঠি,
বাজাই বিজন ব্যথা
সুদূরের নিসঙ্গ মাস্তুল—

স্পর্শ করো আমি ভেঙে যাই, ঝ'রে পড়ি ঘাসে,
নীলিমায় পাখা মেলি
বৈশাখের স্বপ্নার্দ্র কার্পাশ।
নদী হোই।
স্পর্শ করো, একবিন্দু জল হোই—অশ্রুজল।।

০৫.০৩.৮৭ মোংলা বন্দর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মগ্ন চিতা

ভালোবেসে আমরাই হাতে তুলে নিয়েছি গন্ধম,
আমরাই সাজিয়েছি নিভৃতের মগ্ন মুগ্ধ চিতা।

পূর্নিমার মদে আজ হরিনেরা মাতাল যখন,
যখন জলের ফেনা অরন্যের আঙুল ছুঁয়েছে,
আমাদের টেবিলে তখন এলোমেলো গ্লাস, প্লেট
এ্যাশট্রে উপচে পড়া সিগারেট, ঢুলে আসা চোখ,
জিভ ও দাঁতের সাথে বনিবনা শেষ হয়ে গেছে।

জীবনের শেষ বিন্দু পান করা কখনো হলো না—
এই শোকে একজন কাঁপা হাতে ছুঁড়ে দিলো গ্লাস,
যেন কোনো দূরের নক্ষত্রে লেগে ভেঙে গেল কাঁচ।

আমরা ক্রমশ দূরে সরে যেতে যেতে একবার
মনে হলো পূর্নিমায় হরিনেরা মাতাল যখন,
আকাশের ঢুলু ঢুলু চোখ ঢুলে সমুদ্রে পড়েছে—

নিভৃতের মগ্ন চিতা বাড়িয়েছে লেলিহান জিভ।।

১৯.০৬.৮৫ মিঠেখালি, বাংলা

AMARBOI.COM

দৃশ্যকাব্য-১

আমি তোমার নাম জানি না,
দেখলে চিনি।
এখন আমি কোথায় গিয়ে খুঁজবো তোমায়?
খুঁজতে খুঁজতে কোথায় যাবো?

সিরামিকের গাছগাছালি,
ইটের ঝাউ বনের ভেতর
কোথায় আমি খুঁজবো তোমায়?

কোথায় তোমার সৌম সকাল, শান্ত দুপুর?
কোথায় তোমার মুখর বিকেল, একাকি রাত?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুঁজবো কোথায়—ঝরা পাতায় সাজানো ঘাস
সন্ধ্যাবেলায়? কোথায় খুঁজবো?

এই যে আমি খুঁজছি তোমায়—কিন্তু কেন??

২৭.০২.৮৭ মোহসীন হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

দৃশ্যকাব্য ২

ঘুমও যে তোমাকে খুঁজতে গেছে
সকালে টের পেলাম।

ধুনা গেছে গতকাল
ব্রহ্মাণ্ডের মতো এক বিশাল বিস্ময় নিয়ে,
অথবা ব্রহ্মাণ্ড নয়, ঘাসের ডগার মিহি লোম
তার মতো তন্ময়তা দিয়ে।

আমরা কজন সূর্যোদয়ের দিকে তাকিয়ে আছি।
আমরা শ্রবন মেলে আছি উষালগ্নে গেয়ে ওঠা
পাখিদের প্রথম কণ্ঠস্বরের দিকে।
আমরা তাকিয়ে আছি
ঝরা পাতা আর বৃক্ষদের শূন্য ডালপালার সম্ভাবনার দিকে।

আমরা তাকিয়ে আছি আমাদের নিজেদের দিকে।
তুমি নেই, কোথাও তোমার ছায়া নেই, ঘ্রান নেই—

সূর্যোদয়ের ভেতরে তুমি নেই,
তোমাকে খুঁজতে গেছে নিদ্রাহীন চোখের তীক্ষ্ণতা।
তোমাকে খুঁজতে গেছে
অপরাজিত বাংলার পাদদেশে জড়ো মিছিলের হাত,
একটি সবুজ প্রজাপতি।

তোমাকে খুঁজতে গেছে স্বপ্নে পোড়া মানবিক একটি হৃদয়।।

২৮.০৩.৮৭ রাজাবাজার ঢাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দৃশ্যকাব্য ৩

খুঁজতে খুঁজতে এই তো নদী,
সামনে সাগর—
বাঁকানো চুল ঢেউয়ের মাথায় খুঁজতে খুঁজতে
এই তো নোনা ঘোলা জলের বিপুল বিশ্ব।

খুঁজতে খুঁজতে বিস্তৃত মাঠ
শূন্য খা খা খড় ও নাড়ায়
অগ্রহায়ন শস্যস্মৃতি—এখন ফাটল স্মৃতির ফাটল।
সামনে বৃষ্টি এবং মেঘের
মেঘের স্বপ্ন—কোথায় তুমি?

খুঁজতে খুঁজতে চুল ছাঁটা গাছ সুন্দরী বন,
নির্জনতার নিঁখুত নগর খুঁজতে খুঁজতে—

জনপদের একটি মানুষ
খুঁজতে খুঁজতে শিকলভাঙা একটি মানুষ
মানুষ পাখি—কই দেখি না!

খুঁজতে খুঁজতে এই তো পাখি
হাওয়া ডানায় দিগন্তে চোখ এই তো পাখি।
মানুষ পাখি কোথায় খুঁজবো?

প্রাচীন বটের সবুজ ফ্ল্যাটে?
খুঁজবো তোমায় মানুষ পাখি কোথায় মানুষ?

খুঁজতে খুঁজতে অথৈ সাগর,
সাগর মানে তিন ফোঁটা জল।
এক ফোঁটা এই জনপদের গলি ঘুপচি, দেশ সীমানা।
শাদা কালোর মূর্খ লড়াই।
নিরর্থক এক বৈষম্যের ভুল সাধনায় মত্ত কজন
কজন মানুষ ভ্রান্ত মানুষ।

সর্বগ্রাসী ধংশ হাতে কজন মানুষ
ভ্রান্ত কজন ধংশ স্বপ্নে নিমজ্জমান
এবং মাতাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং তারা মুখোমুখি
দাঁত নোখ শিং মুখোমুখি—

খুঁজতে খুঁজতে পৃথিবীর এই ক্লান্তি বেলায়
খুঁজতে খুঁজতে
সবুজ মাটির শেষ সীমানা
খুঁজতে খুঁজতে দিগন্তে মেঘ
শূন্য আকাশ
খুঁজতে খুঁজতে নিজের ছায়া ছায়ায় শরীর
শরীর এবং স্নায়ু সকল
খুঁজতে খুঁজতে খুঁজতে খুঁজতে . . .

০৪.০৩.৮৭ মিঠেখালি মোংলা

ভেসে যাও অনন্ত অবধি

এখন তুমিও ছুঁয়ে আছো অন্য ফুল, অন্যান্য আকাশে
নানান রঙের ঘুড়ি
তুমি ভ্রাম্যমান হাওয়ায় হাওয়ায়—
এখন তুমিও পাখি, অচেনা ফুলের ঘ্রাণ
ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাওয়া যে কোনো নীলাভ ভ্রমর।

তোমার পালক থেকে খ'সে পড়ছে বিষণ্ণ দিনমান,
চিবুকে চুম্বন স্মৃতির 'পরে অন্য আঙুল
ছুঁয়ে যায় তোমার সৌরভ,
এখন তোমার স্মৃতি গ'লে পড়ে নিঃশেষিত মোম।

এখন তুমিও নদী, শাদা হাঁস স্রোতের শরীরে,
নিসর্গ নিয়মে তুমি চিনে নেবে হাঙরের দাঁত,
বাতাসের বিরুদ্ধ ভূমিকা।
চিনে নেবে সূর্যজ্বলা দিন, নক্ষত্রের আদিম রাত্তিরে
মানুষের মৌলিক স্বভাব
তুমি চিনে নেবে হেমলক, হরিতকি
গভীর উড়াল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার দুচোখে এক অস্পষ্ট স্বপ্নের ছায়া,
তুমি ভেসে যাও,
ভেসে ভেসে চিনে নাও
দূরবর্তী কূলের ঠিকানা,
অথবা নিজের মুখ দ্যাখো তুমি নিসর্গে, নির্জন আয়নায়।

তুমি তো উড়তে চাও বিভিন্ন আকাশে,
তবে পলাতক পাখিদের ডাক নাম ধ'রে
ডেকে ওঠো প্রেম তুমি গোধূলি আলোয়,
ভেসে যাও—
বেহুলার বিশ্বাসী ভেলায় তুমি ভেসে যাও অনন্ত অবধি . . .

১৪.০১.১৩৯৪ মোংলা বন্দর

ফাঁদে অন্ধকারে

কারো জন্যই তো কেউ অপেক্ষা করে না,
যে যার মতোন ব'য়ে যায়—

আমার দিবস রাত ছিলো ফাঁদে আর অন্ধকারে
তৃষ্ণায় এবং হাহাকারে শ্রাবণের নদীর মতো
প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ।

বিক্ষোভ নিজের প্রতি, বিক্ষোভ স্বজনের প্রতি
বিক্ষোভ প্রতিবেশ এবং জীবনের প্রতি—

আমি ছিঁড়তে পেরেছি ফাঁদ।
আজ আমি মাকড়শার জালগুলো
আলতো হাতে সরিয়ে দিতে পারি।
আমি এখন অন্ধকারেও ঠিক চিনতে পারি কোনটি মুদ্রা
আর কারা সব রমনকাঙাল নারী, কারা মৃগনাভি
কারা অরন্যের কামুক হরিন—

রোদের মতোন আজ আমিও আঙুল তুলে
চিহ্নিত করতে পারি
কে পনেরো এবং কে পঁচাশি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারা স্বর্নলতা, কারা পরগাছা তরু—মূলত শোষক . . .

তা হলে অপেক্ষা কেন?
কার জন্যে বোসে থাকা প্রতীক্ষায়?
কার জন্যে এই মঞ্চ সামনে সাজিয়ে নিয়ে বোসে থাকা?
মঞ্চ মঞ্চ খেলা কতো আর!
আমি তখন তোমার দিকে এগুচ্ছিলাম।
আমি ঝেড়ে ফেলতে চাইছিলাম আমার খাঁচার কষ্ট।
ছিন্নভিন্ন আমার শরীর, অন্ধকারের চাবুকে
থ্যাতলানো স্পর্শকাতরতা,
আমি শুশ্রূষা চাইছিলাম—

তুমি ঝাপিয়ে পড়লে আমার রক্তাক্ত কাতরতার উপর,
তোমার স্নেহার্দ্র নোখ লেগে
তোমার তৃষ্ণার্ত চুম্বনের ঘ্রাণে
আমি জেগে উঠলাম
দেখলাম তোমার কোলজোড়া অন্ধকার,
শাদা সিঁথি, ললাটে লেপ্‌টে যাওয়া প্রোথিত সিঁদুর—

আমি তখন তোমার দিকেই হাত ডিঙোচ্ছিলাম,
আমি ছেঁটে ফেলছিলাম আমার ডালপালা
অপ্রয়োজনীয় শিকড়।
আমি কেবল তোমার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলাম—
আর ঠিক তখনি ফাঁদে আটকে ফেল্লে তোমার পা।
একজন তরুন-স্বাধীনতার জন্যে
একজন শ্রমিক-পাখির জন্যে
যে ফাঁদ রেখেছে পেতে
এই তৃতীয় পৃথিবীর সভ্যতা,
সেই জলপাই ফাঁদে তোমার পা
তোমার চারপাশে মাকড়শার জাল—খাঁচা
খাঁচায় তোমার স্বপ্ন
তুমি আবর্তিত হচ্ছো এক বৃত্তাকার অর্থহীনতায়—

আমি তোমাকে স্পর্শ করতে পারছি না,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দূরত্বের কাঁচে ঠেকে ফিরে আসছে আঙুল।
আমি তোমাকে স্পর্শ করতে পারছি না,
মাকড়শার জালের চতুরতা ঘিরে রেখেছে তোমাকে।
আমি তোমাকে স্পর্শ করতে পারছি না,
জলপাই আদালতে গাছেদের নামে হুলিয়া ঝুলছে—
প্রাসাদ ষড়যন্ত্র করছে স্বাধীনতার বিরুদ্ধে।।

১৫.০৩.৮৭ বাংলা বন্দর

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~